সেরা আবৃত্তি সংকলন

BANGLADARSHAN.COM

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

অপমানিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়িয়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেখায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলা।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে–
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান॥

শতেক শতাব্দী ধরে নাম শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও কি না
নেমেছে ধুলার তলে হীনপতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

BANGLADARSHAN.COM

খুড়োর কল

সুকুমার রায়

কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো–
সবাই শুনে শাবাশ বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।
খুড়োর যখন অল্প বয়স–বছর খানেক হবে–
উঠল কেঁদে ‘গুংগা’ বলে ভীষণ অট্টরবে।
আর তো সবাই ‘মামা’ ‘গাগা’ আবোল তাবোল বকে,
খুড়োর মুখে ‘গুংগা’ শুনে চমকে গেল লোকে।
বললে সবাই, “এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে,
বুদ্ধি জোরে এ সংসারে একটা কিছু হবে।”
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি-বলে,
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবেন দেড় ঘণ্টায় চলে।
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা পাঁচেক ঘাঁটলে পরে আপনি যাবে বোঝা।
বলব কি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে একেবারে খাসা।
সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে-রকম রুচি–
মণ্ডা মিঠাই চপ কাটলেট খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তায় ‘খাব খাব’, মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে।
এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁশ রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।
হেসে খেলে দুদশ যোজন চলবে কিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিবের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।

BANGLADARSHAN.COM

রাজ-ভিখারি

কাজী নজরুল ইসলাম

কোন ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশি শুনে উঠেছিল জাগি’
ওগো চির-বৈরাগী!
দাঁড়ালে ধুলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি’–
ওগো চির-বৈরাগী!

ছিল ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি’,
তুমি সুধার দেবতা ‘ক্ষুধা-ক্ষুধা’ বলে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি’
ওগো চির-বৈরাগী!

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে’
মোহ ঘুমপরি উঠিল শিহরি’ চমকিয়া ঘুম ভেঙে!
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী,
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,
সোনার অঙ্গ পথের ধুলায় বেদনার দাগে দাগি!
কে গো নারায়ণ নবরূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী–
ওগো চির-বৈরাগী!

‘দেহি ভবতি ভিকষাম’ বলি দাঁড়ালে রাজ-ভিখারি,
খুলিল না দ্বার পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী!
বলিলে, ‘দেব না? লহ তব দান–
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ!’–
দিল না ভিক্ষা, নিলনাক’ দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী!
যে জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি!

BANGLADARSHAN.COM

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের ’পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারিয়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনিদ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

একটি মোরগের কাহিনী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেলে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়–
আরো দুতিনটি মুরগির সঙ্গে।
আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত–
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।
তারপর শুরু হল তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা:
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল
ফেলে দেওয়া ভাত–রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার!
তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার–
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দুতিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।
খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বার বার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারেই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে–
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার!'
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এলো
ধপধপে সাদা দামি কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে;
অবশ্য খাবার খেতে নয়–
খাবার হিসেবে॥

BANGLADARSHAN.COM

গাছ কেটো না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কাল যে ছিল গাছের সারি
আজ পড়েছে কাটা,
রাস্তা দিয়ে তাইতো ভারী
শক্ত হল হাঁটা।
রোদ্দুরে গা যাচ্ছে পুড়ে
এখন রাস্তাঘাটে,
বাইরে গেলে ভরদুপুরে
মাথার চাঁদি ফাটে।
গাছগুলি সব দাম না-নিয়ে
ফুল দেয় আর ফল দেয়।
আকাশ জুড়ে মেঘ জমিয়ে
বৃষ্টি নামায়, জল দেয়।
ধসতে দেয় না মৃত্তিকাকে
শেকড়গুলোর ফাঁদে
আটকে ফেলে বৃক্ষ তাকে
শক্ত করে বাঁধে।
গাছগুলোকে কাটলে কী হয়,
তাওতো দেখছি তুমি,
গাঁ-গঞ্জ আর জীবন্ত নয়,
শুকনো মরুভূমি।
হারিয়ে গেছে মাথার উপর
গাছের সবুজপাতা।
জ্বলছে বাজার রাস্তার ও ঘর
এই নাকি কলকাতা।
তাই তো বলি গাছ কেটো না,
গাছকে রাখো ধরে,
তা নইলে ভাই লক্ষ্মীসোনা
বাঁচবে কেমন করে?

BANGLADARSHAN.COM

মুশকিল আসান

তরুণ সান্যাল

মুশকিল আসান হাতে চামর
এই উঠোনে না পৌঁছেই আলো দেখান বেলাবেলিই
সদর দরজায় চেরাগ দীয়ায়
আমরা তখন সত্যিই ছোট
দেখতে থাকি আলখাল্লায় দশটা বিশটা তালি হরেক রঙা

ইশ্ একটা আস্ত জামা বা শেমিজ যদি কেউ দিত

শুনেছি উনি নিতান্ত দুর্যোগ ছাড়া চামর হাতে বেরোন না
চৌধুরী রাজা মশাই ফিটন থামিয়ে নমো করেন
ইশ্ খাজা সাহেব নিজেই রাস্তায়

মোড়ের মাথায় আস্তাবলের বড়মিঞা
হাঁটু গেড়ে চুমো খান পায়ে তাঁর

মা বলেন 'উনি এলেই জল বাতাসা দিবি
জলচৌকিতে বসিয়ে দিবি তালপাখায় বাতাস।'

সেবার মেঘ গুড় গুড় এক শ্রাবণে
আমরাই তখন আধা দরবেশ
গরুর গাড়িতে ডাঁই এটা ওটা
বাড়ি তালাবন্ধ রেখে সব ফেলেই কোথায় চলেছি
বাবা চলেছেন পাশে হেঁটে ধুলোয় মাখামাখি পা

গ্রাম ছাড়িয়ে দেখতে দেখতে সেই পিরের থান মাজার
পথের ধুলোতেই যেন তসরিফ রেখেছেন খাজাসাহেব
বাবা হাত জোড় করে বলেন
'দোয়া করেন বাবা'

আকাশের দিকে বিল পেরিয়ে তাঁর চোখ
আঙুল দিয়ে দেখান একবার পিছন দিকে
আরেকবার একেবারে দূরে কোথাও দূরে-দূরে

BANGLADARSHAN.COM

শেষে কাশি জমাট ভাঙা গলায় বলেন
‘যা যা যেখানে চক্ষু যায়
আমার তো যাবার আর ঠাঁই হল না ওই গাড়িতে তোদের
যাব ঐ তো মাজার’

শুনেছিলাম তিনি তকদামা পির হয়ে গেছেন
তাঁর কবরের পাশে সোহাগে শোয়ানো আছেন
সেই চামর আর চেরাগ।

BANGLADARSHAN.COM

সৎকারগাথা

জয় গোস্বামী

আমরা যেদিন আগুনের নদী থেকে
তুলে আনলাম মার ভেসে যাওয়া দেহ
সারা গা জ্বলছে, বোন তোর মনে আছে
প্রতিবেশীদের চোখে ছিল সন্দেহ?
দীর্ঘ চক্ষু, রোয়া ওঠা ঘাড় তুলে
এগিয়ে এসেছে অভিজ্ঞ মোড়লেরা
বলছে–‘এ সভা বিধান দিচ্ছে, শোন–
দাহ করবার অধিকারী নয় এরা।’
সেই রাত্রেই পালিয়েছি গ্রাম ছেড়ে
কাঁধে মার দেহ, উপরে জ্বলছে চাঁদ
পথে পড়েছিল বিষাক্ত জলাভূমি।
পথে পড়েছিল চুন লবণের খাদ।
আমার আঙুল খসে গেছে, তোর বুক
শুকিয়ে গিয়েছে তীব্র চুনের ঝাঁজে
আহার ছিল না, শৌচ ছিল না কারো
আমরা ছিলাম শব বহনের কাজে।
যে-দেশে এলাম, মরা গাছ চারিদিকে
ডাল থেকে ঝোলে মৃত পশুদের ছাল
পৃথিবীর শেষ নদীর কিনারে এসে
নামিয়েছি আজ জননীর কঙ্কাল।
বোন তোকে বলি, এ-অস্থি পোড়াব না
গাছের কোটরে রেখে যাব এই হাড়
আমরা শিখিনি। পরে যারা আছে, তারা
তারা শিখবে না। এর সঠিক ব্যবহার।
সারাগায়ে আজ ছত্রাক আমাদের
চোখ নেই, শুধু কোটর জ্বলছে ক্ষোভে
আমি ভুলে গেছি পুরুষ ছিলাম কিনা

BANGLADARSHAN.COM

তোর মনে নেই ঋতু থেমে গেছে কবে।
পুবদিকে সাদা করোটি রঙের আলো
পিছনে নামছে সন্ধ্যার মতো ঘোর
পৃথিবীর শেষে শ্মশানের মাঝখানে
বসি আছে শুধু দুই মৃতদেহ চোর।

BANGLADARSHAN.COM

সৌরভ

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

তোমাদের জন্যই বাগানটা এখনো শুকিয়ে যায়নি
তোমাদের জন্যই আগাছার মধ্যেও
এখনো ফোটে কিছু সুগন্ধি ফুল,
তোমাদের জন্যই মনে হয়
আমরা এখনো জানোয়ার হইনি।

জানি পিঠ বাঁচিয়ে চলাটা
আমাদের মজ্জাগত অধিকার,
পালে বাঘ না পড়লে হুঁশ হয় না
নিজের ডালটাই কাটতে ভালোবাসি
কাঁকড়ার ধর্মকেই করেছি জীবনাদর্শ;
তবুও, একটু যে থমকালাম
তার কারণ, তোমরাই।
তোমাদের মতই একটি সুগন্ধি ফুল
চারিদিকে অজস্র কীট পতঙ্গের ভীড়ে
ছড়িয়ে দিয়েছে সুরভিত ঘ্রাণ।

ক্ষয়াটে চেহারার বৃদ্ধ মানুষটা
চায়ের দোকানের বেঞ্চে
নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে
ফেলে দিয়েছিল অসহায় ভাবে,
গ্রহণ লাগা চাঁদের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল
দুমড়ানো মুচড়ানো সমস্ত শরীরটায়।
অফিস টাইমের ব্যস্ততায়, সীমাবদ্ধ কৌতূহল
দু'চোখে মেখে, দ্রুত সরে যাওয়া বাবুদের ভীড়ে
এমন কেউ ছিল না, যার মনুষ্যত্ববোধ আছে।

ধূমকেতুর মত যে ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছিল
তাকে অনুকম্পায় আমরা পুওর চাইল্ড–

BANGLADARSHAN.COM

বলে থাকি।
ও না এলে, মানুষটা হাসপাতালে পৌঁছতো না।
কে বলে ভগবান নেই?
তিনি আছেন এই জগৎ সংসারের প্রতিটি ধূলি কণায়।
তাঁকে অনুভবে বুঝে নিতে হয়।

রোবট হয়ে আসা মনটা যদি একটু
খোলা আকাশকে দেখার সময় পায়
নদীর বুকে শোনে গান
পাখীর কলরবে ফুলের সৌরভে যদি পায় জীবনের ছন্দ
সমাজটা একটু অন্য রকম হতে পারে।

আমরা সবাই ছুটছি
আত্ম সর্বস্বতার নামাবলী গায়ে
জানি না এর শেষ কোথায়।

BANGLADARSHAN.COM

ঝর্ণা

দুই গিরি শীর্ষের মাঝে ঝর্ণা আমি দ্বিধা গ্রস্থ
বুঝিনা কোন পথে পৌঁছাব সাগর সঙ্গমে।
যে তাগিদে ছুটে আসা, তাতে নেই কোন
রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি
আছে সবুজ উপত্যকায় নির্মল বাতাসের লুটোপুটি
তীব্র আবেগের ঘনঘটা।
কিন্তু পারি না সাড়ম্বরে জানাতে আমন্ত্রণ
হিমাল শুভ্রতাকে,
পারি না করতে আলিঙ্গন নীল আকাশটাকে
জানি অনন্ত উদার সৌম্যতায় আছে অসীমের বরাভয়
তবু হৃদয় ওঠে কেঁপে, থাকে না নির্ভয়।
কেন? সেকি দুরন্ত প্রেমের হাতছানি?
যদি গলে গলে হয়ে যাই বিস্মৃত হিমবাহ?
যে পায়নি স্রোত ধারা, পায়নি দিশা
বহতা নদী হয়ে পৌঁছাতে জলধি প্রভায়?

BANGLADARSHAN.COM

দুরন্ত ঝঞ্ঝার মত যখন আসে ডাক
নিশির নেশায় করে গ্রাস ঘন বিভ্রমতা
থাকি অধীর অপেক্ষায় যদি ঘটে হিমানী সম্প্রপাত
ধুয়ে যায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা নিস্তরঙ্গ জনপদ।
সেখানেই আসে প্রশ্নটা
দাঁড়াতে চায় জীবনের মুখোমুখি,
বুঝে নিতে চায়
পৃথীর বুকে রেখে কান
ঘটমান বর্তমানে আছে কিবা ভবিষ্যতের চোরাবালি।
যা আছে, তাই থেকে যাক
হৃদি ভাসুক কল্পনার ঠুনকো ডিঙিকে ভর করে
চাই না।
ওরা থাকুক নিজের জগতে নিজের মত করে

ছোট্ট ঝর্ণা আমি, আমার মত করে ঝাঁপাতে চাই
নিখিল বিশ্বের কোলে
শুষে নিতে স্তনধারা সন্তান রূপে।
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে নয়
আত্ম প্রতিষ্ঠায় হতে চাই উত্তীর্ণ
চরৈবেতির মন্ত্রে দৃঢ় হোক আমার শোনিত ধারা...

BANGLADARSHAN.COM

নিঃসঙ্গতা

শূন্য এ ঘরে বসে থাকি, কেউ নেই দেবে জল
বড় কঠিন বানপ্রস্থ।
প্রাণের পরশে জাগাবে প্রাণ
আছে কেউ?
অণু পরমাণু হয়ে চলেছে ভেঙে যৌথ পরিবার,
নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির মুক্ত আকাশে
জেট গতির ঘন নেশায়
বার্ধক্যের শ্লথতা বড়ই বেমানান।
পদে পদে হোঁচট খেয়ে থাকি পড়ে
অন্ধকারে
নিঃসঙ্গতার হাহাকারে
দগ্ধ জীবনে।
অথচ আমাদেরও মন আছে
আছে ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভালো লাগা।
ফেলে আসা দিনগুলির
ক্ষয়িষ্ণুতর স্মৃতি
হাতড়ে হাতড়ে বেঁচে থাকা,
রোমন্থন ছাড়া কোন কাজ নেই
এই যান্ত্রিক পৃথিবীতে।
রোবটের মত সমাজটা চলেছে এগিয়ে
অনুভূতির শিরাগুলিকে বিলুপ্ত করে,
পুরনো কোন ভার
তারা বহনে নারাজ।
ফেলে রাখা এক কোণে
যেন ধূলিমাখা ফার্নিচার।

শেকড়হীন সম্পর্কে
আগামী প্রজন্ম পাবে

BANGLADARSHAN.COM

আর্দ্রতাহীন মরু জলবায়ু

বদ্ধভূমি

কাক এখানে কাকের মাংস খাবে।

BANGLADARSHAN.COM

ছাত্র-রাজনীতি

আচ্ছা কাকু,
তোমরা আমার বাবাকে মারলে কেন?
উনি তো কোন অন্যায় করেননি?
ডিউটি করতে গিয়েছিলেন
কিন্তু লুটিয়ে পড়লেন খোলা রাস্তায়
তোমাদের উন্মত্ত তাণ্ডবে।

এ কেমন ছাত্র তোমরা?
হাতে বই থাকে না
ক্লাসে মন থাকে না
মুখে আগল থাকে না?

এ কেমন ছাত্র তোমরা?
যাঁরা জ্ঞান-তাপসী নয়
কেবল রাজনীতির কারবারী?
কোন নিজস্বতা নেই
খালি পরের মুখে ঝাল খায়?

যে কোন খেলাতেই জয়, পরাজয় থাকে
তোমরা ইলেকশনটাকে
খেলা হিসাবে নাও না কেন?
ভোটের ময়দানে হিংসামী, গুণ্ডামীর
কোন প্রয়োজন আছে কি?
গণতন্ত্রের অর্থ হল বিনা রক্তপাতে বিপ্লব
কিন্তু তোমরা তো রক্ত ঝরিয়ে দিলে?

কলেজের ইউনিয়ন হয়তো জিতে নেবে
আমার বাবাকে কি পারবে ফিরিয়ে দিতে?
বলো, আমার বাবাকে কি পারবে ফিরিয়ে দিতে?

BANGLADARSHAN.COM

আজ আমার জন্মদিন

বাবা বলেছিলেন, ফেরার সময়ে কেক আনবেন

নতুন জামা আনবেন

অ-নে-ক মজা হবে।

তোমরা কেবল বাবাকেই মারলে তা নয়

আমার জন্মদিনটাও কেড়ে নিলে।

কে তোমাদের দিয়েছে এই অধিকার?

বাবা বলতেন, লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে–

এখন কি শিখব?

লেখাপড়া করে যে, মস্তানীও করে সে?

BANGLADARSHAN.COM

লজ্জা

বলতে পারেন আর কতটা পড়লে
পরীক্ষায় আর কতটা ভালো ফল হলে
চাকরী পাওয়া যাবে?
অনেকেইতো গ্র্যাজুয়েশন, এম-এ করে বসে আছি
এ কোন সভ্যতায় বাস করি
যেখানে কর্মের অধিকার নেই?

যোগ্যতা একটা আপেক্ষিক শব্দ
মাথা গুঁজে পড়াশোনা করে
শিক্ষার কারখানা থেকে
প্রতি বছর বেরিয়ে আসছি
পতঙ্গের মত
আর তারপরেই ধীরে ধীরে
অবসাদের চোরাবালিতে
যাচ্ছি ডুবে।
কেন?

কে নেবে আমাদের দায়িত্ব?
বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা, বৃদ্ধা মা
সোমত্ত বোন বসে আছে
সকলের চোখেই বাঁচার প্রত্যাশা।
দিনের শেষে জমা হয় অন্ধকার
অথচ বস্তা ভরা নম্বর
বাক্স ভরা সার্টিফিকেট।
বিনিদ্রিত রাতে অনুভব করি: ওরা হাসছে।

সেদিন পারুলদির সঙ্গে দেখা হল শিয়ালদায়।
ইউনিভার্সিটি স্কলার।
অভাবী সংসারে মেঘে ঢাকা তারা।
লক আউটের পর থেকে

BANGLADARSHAN.COM

মেসোমশাইএর সঙ্গী সিজোফ্রেনিয়া
শরীরের ব্যধি লুকোতে লুকোতে মাসীমা ক্লান্ত
ভাইটা পার্টি অফিসে বসে বসে ফেষ্টুন লেখে।
পাখীর ছানার মত চেয়ে থাকা ওরা।
রাতের শেষ ট্রেনে টলোমলো পায়ে বাড়ী ফেরে বলে
পারুলদিকে পাড়ার লোকেরা ঘোমটা টেনে
বাঁকা চোখে দেখে। নষ্ট মেয়ের নষ্ট গল্প।

অনুৎপাদনশীল সম্পদ আমরা
চাহিদার থেকে যোগান বেশি
একটা প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য
দু'শোজনের লড়াই;
জঙ্গলেও শোভা পায় না।

নিজেকে শিক্ষিত বলতে লজ্জা লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

ছবি

আলমারীটার পেট থেকে আজ অনেক দিন পরে
বেরিয়ে এল রাহুল, অনেক দিন পরে
এত দিন অন্ধকার মেখে বসে ছিল।

তখন অণু আসেনি
পাগলা হাওয়ার মত অফিস থেকে ফিরেই
এক কদম ব্যালে,
তারপর খুশিতে রেণু হতে হতে
ঘোষণা করেছিলে সারপ্রাইজ:
দার্জিলিং মেল-কাঞ্চনজঙঘা-নিরালা ঝাউবন।

তুমি কি এখনো আকাশ দেখতে পাও, রাহুল?

নবীন বরণে যে ছেলেটা গান গেয়েছিল ফাটাফাটি
কলেজ ক্যান্টিনের আড্ডা যাকে ছাড়া জমত না
পাশ দিয়ে গেলে উর্বশীরা হত আনমনা
অর্থনীতির সেই ঝকঝকে বিন্দাসের প্রোপজটাও
ছিল চমকপ্রদ:
আমি তোমার কাছে কয়েদ হয়ে থাকতে চাই।
যাবজ্জীবন।

তালাটা ক-বে খোলা হয়ে গেছে।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি আজ

ম্যালের সামনেটায়
একটা সাদা ঘোড়া, এবং আমরা
একটা স্যাভেজ, স্যাভেজ গন্ধ।

BANGLADARSHAN.COM

কটা বাজে

অসীম চৌধুরী

কে তুমি জিজ্ঞেস করলে আমাকে
“কটা বাজে।”
আমি আসছিলাম লাইন ভেঙে
পাশের ঝুপড়ি বস্তিটা থেকে
হঠাৎ করে বেড়িয়ে এসে
জিজ্ঞেস করলে আমাকে
“কটা বাজে”

বড় সুন্দর মনস্পর্শ করা তোমার স্বর
বড় বাঁকানো তোমার ঘন কালো দুটি চোখ–
প্রবল অহঙ্কার আর আত্মবিশ্বাসে ভরা
সমস্ত ক্লান্তি শ্রান্তি অবসাদ ভেঙে ঠেলে বেড়াচ্ছে তা–
একটা পাথরের টিলার উপর বসে
পা দোলাচ্ছিলে তুমি–
আমি দেখিনি তোমাকে,
অথচ তোমরাই দুবেলা আসো বাড়িতে বাড়িতে,
গাধা খাটুনির কাজটা বেঁধে দাও
তোমার দুটি হাতের নিবিড়তার নিরব বন্ধনে।
একটা মধ্যবিত্ত সুলভ উন্নাসিকতায়
চলতে চলতে যখন
এ লাইনটার ধারে এসে দাঁড়াই,
তখন হঠাৎ করে নিজেকে কেমন যেন
বেশ বড় আর উঁচু উঁচু লাগে,
অথচ চরম বাস্তবটা হচ্ছে এই
রেলের ওই দুটো লাইনের
একটা তুমি অন্যটা আমি
সব সমান্তরাল।

BANGLADARSHAN.COM

একটা পাথরের টিলার উপরে বসে
পা দোলাতে দোলাতে
আমাকে দেখে হঠাৎ উঠে এলে তুমি;
একেবারে কাছে এসে
চোখের উপর চোখ, মুখের উপর মুখ রেখে;
জিজ্ঞেস করলে তুমি
"কটা বাজে"

তোমার দেহের থেকে যৌবন খুঁজতে গিয়ে–
পেলাম কেবল অবক্ষয় আর একমুঠো যন্ত্রণা,
মনে পড়ল
কতো ঘর বেঁধে দাও তুমি,
সেবায়-প্রেমে দরদের স্পর্শে
পাশে থেকে।

কতো কিছুইতো আদরে অনাদরে
বেড়ে ওঠে,
যেমন আগাছারা–
আচ্ছা, তুমি কি তাদের কেউ?
জীবনের ঢেউ–
লাগে নাকি তোমার অন্তরে!
তোমার দেহের ভাঁজে ভাঁজে
স্বণ বরণ তাম্র রঙে
নিটোল ভাবে আঁকা আছে
পাঁসুটে কতগুলি দাগ–
ঘা মাছি বা অনেকটা আঁশ দুর্গন্ধ
তারই মাঝে
যৌবন কি দুরন্ত মোহিনী মায়ায়
ছড়িয়ে আছে তোমার চারিদিকে–॥

বড় ফিকে লাগে জীবনের রঙ–।
কি জানি এই সমাজের কোথায় তুমি
প্রগতিশীল পৃথিবীর কোন উপকরণে

BANGLADARSHAN.COM

গরবিনী তুমি।

কিন্তু তবু এই ষোলটি বছরের
পৃথিবীর মাটিতে পুষ্ট
প্রেমে গড়া, দেহে মরা মনটা,
কি চায় অথবা কি পায়
জানিনা তাও।

দেহের আনাচে কানাচে
বাবুদের যৌবন যান্তব নিশ্বাসে
তার খাদ্য খোঁজে।

অথচ তোমার দীর্ঘ নিশ্বাসের গভীরে
অতলান্ত প্রদেশে–
এক সুতীব্র চিৎকারে–
যন্ত্রণা সংঘর্ষে আঘাতে
তোমার হৃদয় মন দেহ
ভেঙ্গে খান্ খান্–।

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে ওরা সাহিত্যে আসতে দেবেনা,
তোমাকে ওরা জীবনে আসতে দেবেনা,
তোমাকে ওরা সমাজে ঢুকতে দেবেনা,
অথচ সংসারে তোমাকে ওদের চাই-ই।
ওদের জন্য তোমাকে থাকতেই হবে
ওদের পাশে, কাছে কাছে।

সেখানে
কাছ থেকে দাঁড়িয়ে যদি–
তোমার পাশে আসি আমি
তুমি কি দেবে আমাকে
তোমার করে নেবে কি?
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে কি
“কটা বাজে? আর দেরী করা নয়–

সময় যে নেই, মনে আছে ভয়–
বাবুদের বাড়ী
কাজে যেতে হবে তাড়াতাড়ি।”

কটা বাজে কটা বাজে করে–
এ চলার শেষ হবে কবে–
কটা বাজে কটা বাজে তাই
বিপ্লবের আস্তরণে সর্বহারা মনে
তোমাকেই কাছে পেতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

বাউলের সংসার

সবুজ লতাটায় সাদা ফুল ধরেছে।
উদাস বাউল বললো: বোষ্টমী এবার নাউ ধরবে।
তারপর যথা সময়ে হলুদ প্রজাপতির
আনাগোনা থেমে গেল।

লাউ ধরল।
উদাস বাউল বললো: বোষ্টমী নাউ কাটিসনি
একতারা বানাবো।

লাউ বাড়লো
কিন্তু বাউলের ঘরে ভীষণ ক্ষিদে।
ভিক্ষে সেরে ফেরার পথে একদিন উদাস দেখলো
নজর গেলা হাড়িটা ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আছে–
লাউটা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

উদাস বাউলের হাতে তখন
ভিক্ষের পয়সায় কেনা এক গাছা তার
দুলছে ফাল্গুনের হাওয়ায়–

বাউল কোন একদিন একতারা বানাবে বলে কেনা।

ভালবাসা

ভালবাসার জন্য ভালবাসা–
ভালবাসার জন্য কাঁদা হাসা,
ভালবাসা গ্রামের পাড়ের ঝিল
ভালবাসা দিল দরিয়ার দিল।
ভালবাসায় মন দিল না বধু,
ভালবাসায় মরম আমার মধু,
ভালবাসার জন্য আমি নির্দয়,
ভালবাসার জন্যই আমার হৃদয়।
ভালবাসা দেহের ক্ষুধা, মাতন–
ভালবাসা দুটি হৃদয় বাঁধন।
ভালবাসা মজুর চাষার লাঙ্গল কাঁধে হাত–
ভালবাসা তোমার আমার পেটের ক্ষিধের ভাত,
ভালবাসা কলসী কাঁখে উদাসী এক মেয়ে
ভালবাসা পারের কড়ি, পারের তরীর নেয়ে।
ভালবাসা ডিস্কো নাচের লম্ফ-ঝম্প আসর–
ভালবাসা লাজুক রাহা কিশোরীর ওই বাসর॥

BANGLADARSHAN.COM

পেট মোটা

পেট মোটা ফাঁপা সব শব্দ
কানটাকে করে দিয়ে জব্দ
ফাঁটছে এদিকে আর সেদিকে
ছুটছে, পারছে যে যে দিকে
আসছে বাবারে কিম্ভুতেরে
সব ছেড়ে আকাশটা ছুঁতেরে
হা করে দেখি তাকে দাঁড়িয়ে
ফোঁটা কেটে নানা নাম ভারিয়ে
পেট মোটা বড়ো বড়ো বাক্যি
কত যেন সত্যের সাক্ষী
নিজেরা করছে চুলোচুলিরে
ফাঁকা ফাঁকা ফাঁপা যত বুলিরে।

BANGLADARSHAN.COM

খাট

রাজাবাজার-শিয়ালদা ফ্লাইওভারের মুখে
মড়ার খাট বানায় চাঁদু মুখ নামিয়ে ঝুঁকে
বাঁশ বাখড়ায় তৈরী করা খাটে
দুধ চন্দন লাগায় চাঁদু বাঁটে
এ সাম্রাজ্যে প্রস্থানের এই ভিসা
পরপাড়ের অনন্ত এক তৃষা।
মড়ার খাট বানায় চাঁদু দুধ চন্দন গা,
বিয়ের খাটও তৈরী পাশে বাঃ রে জীবন বাঃ।
দু পাশের এই খাটের মাঝে চাঁদুর ভালবাসা
চাঁদুর জীবন খোলামকুচি তাতে কতই আশা॥

BANGLADARSHAN.COM

জীবন যে রকম

এই পাখী, সেই পাখী, সেই ফাঁকি,
জীবনের নাটকের মুক্তিতে শুধু বাকি
চলবার পথে শুধু পড়েছে ও ঘুরছেই
আমাদের জীবনটা মরছে ও পুড়ছেই।
লক্ষের ল্যাম্পসেট উপরেতে ঝুলছে
হাঙ্গরের মত মুখ সুখে দুঃখে খুলছে।
দুর্বার ঘোড়দৌড় ভাগ্যের পেলমেডে
হৃদয়টা হরদম হিসেবেই খায় কেটে।
চটপট তাড়া খেয়ে লোকগুলো চমকায়
ঘুণধরা সমাজের গ্রীলধরা আয়নায়।
তেল মাথা তিনজন বুর্জোয়া বড় হাতি
মনের আনন্দে করে বেশী রাতে মাতামাতি।
সুন্দরী স্বৈরিনী নূপুরের তালে তালে,
সমাজটা নেমে যায় অতলের নালে নালে।
এই নামে সেই নামে ঢোল হাতে সাঁওতাল
হাতে নিয়ে বর্শাকে স্ফুর্তিতে দাও তাল।
সীনেমার পর্দাতে মেয়েদের মনটা
পুরুষের পকেটেতে বিবাহের পণটা।
প্রচণ্ড বিক্ষোভে মুঠি করে হাত তুলে
চমকিয়ে ঘাবড়িয়ে চলি শুধু দুলে দুলে।
মুখোশটা হাতে নিয়ে ভাবে শুধু মনটা–
জীবনের নাটকের পথচলা কোনটা?

BANGLADARSHAN.COM

হরতাল

দাদরা থেকে কাহার্‌বা আর কাহার্‌বা থেকে ত্রিতাল
গানে যদি এসব চলে, জীবনের চাই হরতাল।
মতভেদের চেহারাটা উড়ছে দূরে কাছে–
হরতালেতে নেই মতভেদ অবাধ মিলন আছে।
সারাদিনই রাস্তা জুড়ে অনেক খুশীর খেলা
হৈ হুল্লোর হুলুস্থুলু মিছিল মিটিং মেলা।
টাক ডুমাডুম বাজনা বাজে মনটা আপন ভোলা
আজকে তো নেই লেখাপড়া মনে ছুটির দোলা।
ভারতের এই মহান দেশের রাজনৈতিক দল,
তোমার আমার এরাই হ'ল গণতান্ত্রিক বল।
চারিদিকের চাপান উতোর ভরা ভোটের যুদ্ধ
এসব নিয়েই বাদ প্রতিবাদ ঝগড়া যে দেশ শুদ্ধ।
এরই মধ্যে মনের কোনায় আতঙ্কেরও গন্ধ
দোকান বাজার গাড়ীর চাকা সব কিছু আজ বন্ধ।
হরতালের দিনটা যেন বছর ঘুরে আসে
ঝগড়া ঝাটি বন্ধ করে আসে প্রতি মাসে।

BANGLADARSHAN.COM

নষ্ট্যালজিয়া

এই বারান্দা, খিলান ও খাট
ওপারে কবর খানা
আকাশে আভাসে, শ্বাসে প্রশ্বাসে
কত সুর, সামিয়ানা।
এই সিড়ি ঘড়ি আধখাওয়া বিড়ি
জল সমস্যা কত–
শানিত পিচের রাস্তা রেলিং
সব আগেকার মতো
এই কার্নিস, বয়স্ক বট
শহীদ স্তম্ভ, বেদী
ভাটিখানা মাঠ রঙ ফেষ্টুন
বুকেতে অভ্রভেদী।
স্মৃতির হাপরে মিশে আছে সেই
আধ জন্মের পাড়া–
কত রঙ সুখ বিষ ও বেদনা
এমনই জীবন ধারা
চলতে ফিরতে পরতে পরতে
ছায়া হেঁটে যায় কত
বুকেতে মোচড় ভাঙে দিনরাত
গোপন রক্ত-ক্ষত।
পুরনো পাড়ার সুন্দর মুখ
পথের জলের কল
হাত নেড়ে ডাকে ভাঙা ডাষ্টবিন
গভীর অতলে তল,
সব মুছে নেয় ধূর্ত সময়
সোনা রূপা গলে শেষ
এ নতুন ঘরে, কাতর স্মৃতিতে

BANGLADARSHAN.COM

মিলে মিশে আছে বেশ।

আছে সব আছে হারায়নি কেউ

পাঁজরে ভীষণ নাড়া

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসার খোঁজে

আশিস কুমার নন্দী

ভালোবাসার সুখপাখিটা
বেঁধেছিল বাসা–
শাল-পিয়ালের মাথায়,
দেখি–দেখি–
আর ভাবি–
বাসাতে জন্ম নেবে
সুখপাখির ছানা,
সুখপাখি! ভালোবাসার সুখপাখি!
মুহূর্তের অচেতনতা কেটে
ফিরে পাই নিজেকে,
শাল-পিয়ালের মাথায় নয়,
বাসা বাঁধে মানুষের মনে–
আমার ভালোবাসার নারীই তো
শাল-পিয়াল;
কত শব্দ, কত বিশেষণ
চিক্‌চিকে অভ্রের মতো
নড়া-চড়া করে বুকের মধ্যে,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে–খুঁজি
প্রিয়দর্শিনী প্রিয়ংবদা।
দিশেহারা মন
অবশেষে আত্মসমর্পণ–
উদ্ধত নারী–উদ্ভিন্ন যৌবনা
মদমত্তা,
কামিনী-ভামিনী ছেড়ে
ডাকি–
বিনীতা-বিনীতা...
আমি নারী খুঁজি–নারী,

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসার নারী,
শুচিস্মিতা–
মহুয়া-ফুল প্রেম কুড়োব
দু'হাত ভরে,
শুয়ে থাকবো খোলা আকাশের নীচে;
মহুয়া গাছটা বলবে–
আয় না–শোনাই তোকে
ভালোবাসার কথা...
চাঁদনী রাতে সাক্ষী চাঁদ
একাই থাকে নীল আকাশে
নীল মেখে,
          তারাগুলো ফুল হয়ে
          নেমে আসে–
আমার শাখা-প্রশাখায়,
আসে না শুধু
পুবের কোণে–
অভিমানিনী এক;
আমি তার নাম দিয়েছি
বিনিদ্রিতা...
          তুই যখন মহুয়া-ফুলের দিকে
          তাকিয়ে থাকিস মুগ্ধ হয়ে
দেখিস হাজার তারার ঝিকিমিকি,
          একপলকে একটু দেখে
মুখ ফেরায় অভিমানে
কাটে বিনিদ্র রজনী,
অভিমানিনী...বিনিদ্রিতা...
বিনিদ্রিতা!...
তন্নতন্ন করে খুঁজি
চোখ রেখে পুব আকাশে,
দেখা পেলে–
নাম দেব তার–আশ্মানতারা;

BANGLADARSHAN.COM

আমার আশ্‌মানী দিলে
বস্‌রাই গোলাপ–আশ্‌মানতারা
বিনিদ্র মধু-রাতে চোখে ভাসে
কোরান-বাইবেল-গীতা–জিন্দাবেস্তা,
    মানবীর প্রেম
    ‘নিকশিত হেম’–
আমি পা রাখি
মানবধর্মের আঙিনায়...
পুরুষ-প্রকৃতির লীলা
যদি যায় স্তব্ধ হয়ে
–কোথায় থাকে ধর্ম-তত্ত্বকথা?
    শান্ত মৌনী পাহাড়ের কোলে–
    ঝর্ণার গানে,
    আকাশ ফুল হয়ে ফোটা
    রামধনু রঙে,
    উদয়াস্ত রবির লালিমায়,
        অরণ্যের চিরসবুজে,
        সাগরের ছন্দময় লহরীতে
আমি খুঁজি–আজও–
আমার ভালোবাসার নারীকে
আসবে কি ফুল হয়ে–
    অভিমানে জেগে থাকা
    আশ্‌মানতারা!!!

BANGLADARSHAN.COM

নষ্টা মেয়ের কথা

দিন-রাত্তির শুনি–
নষ্টা মেয়ে-নষ্টে মেয়ে!
এই নষ্টা মেয়েটাই
যখন বেরোয় রাস্তায়
সাজুগুজু করে,
কত সতীসাধ্বীর সত্যবানেরা
কামনা-তাড়িত চোখে দেখে–
বারংবার;
ওদেরই কেউ একজন
নষ্ট করেছে আমাকে
তারপর টাইলস্ বসানো
সুদৃশ্য স্নানঘরে ঢুকে
গুনগুন করে গান করতে করতে
নিজেকে ধুয়ে পবিত্র করে
সত্যবান সেজে–
রাতভোর নিজের স্ত্রী'র কাছে
অখণ্ড পবিত্রতার প্রমাণ দিয়েছে,
আর সেই মেয়েটাও!
–যে স্বামী অফিস চলে গেলে
দামী কস্‌মেটিক্স-গয়নার লোভে
যোগ দেয় মধুচক্রে
স্বামী-সোয়াগী সীতা-সাবিত্রী সে'ও
অভিনয়ে আর ছলনায়,
আর আমি–নষ্টা! নষ্টা!
মনে পড়ে সেদিন–
রাস্তায় ছিল অনেক-অনেক
সুবেশ-সুবেশা, মার্জিত-মার্জিতা,
কই, কেউ তো আসেনি এগিয়ে?

BANGLADARSHAN.COM

বীরপুঙ্গবেরা চলে গিয়েছিল
অস্তাচলে,
টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল
শুধু নারীর কাছেই জেগে ওঠা
নির্লজ্জ পৌরুষ,
কুকুর সেজে খাবার নিয়ে
টানাটানি করা পৌরুষ!
ব্যস্তভাবে সরে পড়া মানুষগুলো
সেদিনের–
আজ বলে—নষ্টা মেয়ে! নষ্টা মেয়ে
ভেতরে পাষাণ-ভার বয়ে চলা
ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া
নারী আমি,
নষ্ট হয়ে নষ্ট করেছি
তোদের গর্ব
তোদের অহংকার
আমার নারীত্বে পদদলিত আজ
কত পুরুষের সযত্ন-লালিত অহমিকা
নষ্টা হয়ে,
ভ্রষ্টা হয়ে–
        গগন-চুম্বী পৌরুষের স্পর্ধায়
        হেনেছি আঘাত,
সে বড়ো নির্মম–
        বোঝো নি অনুভবে!!

BANGLADARSHAN.COM

থেকে যায় কেউ

কেউ যায়
কেউ আসে
অনন্তকাল ধরে চলে,
চলতেই থাকে...
বড়ো চিহ্নময়—বড়ো বর্ণময়
হয়ে থাকে—
কারো যাওয়া-আসাটা,
পদচিহ্ন গভীর থেকে গভীরতর হয়...
নশ্বর জীবন বিলীন—
মহাকালস্রোতে,
কীর্তিগাথা গাঁথা থাকে—তবু
হৃদয়-অলিন্দে;
স্বপ্নগুলো ছড়িয়ে যায়
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে
অপূর্ণ চেতনা-কুঁড়ি ফোটে
ফুল হয়ে ক্রমশঃ—
স্মৃতির মসৃণ সরণি বেয়ে
কখন যেন পৌঁছে যায়
তাঁর সৃষ্টি-বৃষ্টির কাছে
চিরসমাপ্তি ঘটে
একরাশ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার—
একটা নিশ্চিন্ততার পবিত্র আশ্বাস,
একটা নিশ্চিত নির্ভরতা
ইচ্ছে করে—
উত্তরাধিকারী হয়ে পৌঁছে যাই
ফুল-পাখি-ঝর্ণা,
পাহাড় আর—নদী-বনের কাছে
উদাস হয়ে উজাড় করি

BANGLADARSHAN.COM

তোমার গল্প

তোমার কথা

নস্টালজিয়ায় ডুবে তুলে আমি–

সাতরাজার ধন,

–কি তার দ্যুতি।

চোখ ধাঁধায় নিন্দুকের!

আমি যে দেখেছি

হৃদয়বৃত্তির কোমলতা

আমি যে দেখেছি

প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা–

কখনো দিশারি–কখনও

তমসাবিদারী

স্থিরচিত্র হয়ে থাকে–

একজন–কেউ...

আসা-যাওয়ার

অন্তহীন ধারাবাহিকতায়...।

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বর! তোমার কাছে

চিত্র-বিচিত্র রেখা
ললাটে,
বয়ে চলা প্রশ্নচিহ্ন
অবিরত, অনন্তকাল।
সার্থক ইঙ্গিত তোমার, কবি–
'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন',
নতজানু হয়ে
নতমস্তকে আকুল আবেদন–
স্নেহ-ঝর্ণায় প্লাবিত হোক্ পৃথ্বি
হে ঈশ্বর!
ভালোবাসা তুফান হয়ে
উড়িয়ে দিক কুটোর মতন
সন্দিগ্ধ কুটিল মনন
দুনিয়া-বদলানো প্রেম-প্রত্যাশী
আমি-আমরা।
মানুষ থাকে,
মানুষ-মানুষীর অবিরাম লীলায়
থাকে জেগে
মনুষ্যত্বের কাঙ্ক্ষিত বীজ,
স্বপ্নগুলো বুকে নিয়ে
এগিয়ে যায় সভ্যতার পূজারী
একটা দুরন্ত সকালে
ছড়িয়ে পড়ে নবীন সূর্যের লালিমা,
মানবধর্ম নাশ করে–
ধেয়ে আসা অমানবিক তমসা।
মন্ত্রে নয়,
দোয়াতে নয়,
নয় আ-মেন, আ-মেন বলে

BANGLADARSHAN.COM

চীৎকার করে–
মানুষের পাশে–মানুষের কাছে
ঈশ্বর আসে নেমে,
প্রশ্নচিহ্ন যায় মুছে
এমনি করে–
ভাঙনের খেলা হয় শেষ
আকাশ-ফুল তারাগুলো
ঠাঁই নেয় মানুষের
মনের কোণে–
হে ঈশ্বর!
তোমার পদপ্রান্তে দিই অঞ্জলি,
আসুক না–
একটা আশ্চর্য-সুন্দর সকাল।

BANGLADARSHAN.COM

সুবর্ণ পেয়েছিল উত্তরটা

তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম
ট্যুইশন পড়তে গিয়ে–
গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিয়েছিলাম
কটি ভালোবাসার কথা...
তোমার বাবা পরদিন এসে
ছাড়িয়ে নিয়ে গেল তোমাকে,
কিশোর মনের খবর
রাখল না কেউ...
রাস্তায় দু'-একবার দেখা,
নীরব জিজ্ঞাসা–
নাঃ, পাইনি কোনও উত্তর।
–সময় বড়ো করে দিল
একদিন।
তোমাকে নিয়ে পৌঁছে যাই
ঘুমের দেশে...
সাহস করে সেদিন
বড়ো রাস্তাটার মোড়ে
ধরিয়ে দিলাম হাতে
ছোট্ট একটা চিরকূট–
যাবে কি আমার সাথে?
বাধা-বন্ধনহীন কোনও
ভালোবাসার দেশে
    আমি সুবর্ণ,
    তুমি রেখা!'
–সান্ত্বনা নিয়ে ফিরি,
'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।'
    রাজত্ব চাইনি
চাইনি কলসভরা মোহর,

BANGLADARSHAN.COM

কিম্বা—হীরে-জহরত,
ভবঘুরে যৌবন জানে না হিসাব,
কে দেবে এগোতে—
সুবর্ণ-রেখাকে!
বাস্তবের জমি বড়ো রুক্ষ্ম,
আছড়ে ভেঙে—টুক্‌রো টুক্‌রো
সুবর্ণর প্রেম...
দামী চাকুরের হাত ধরে
চলে গেল ভালোবাসার মানুষী—
সুবর্ণ-রেখা হল কই?
বোদ্ধা অভিভাবক,
হিসেবী আর ধূর্ত অভিভাবক
সরল-রেখা দিলেন টেনে...
যাওয়ার সময়—
একবার,
শুধু একবার,
বিষণ্ণ চোখে দেখেছিল সুবর্ণকে
পিছনে ফিরে,
অসহায়তা-মাখা,
ভীরুতা মাকা—
হরিণীর চোখ;
—সুবর্ণ কিন্তু পেয়েছিল
জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তরটা।

BANGLADARSHAN.COM

আঠারো

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

আঠারোতে আজকের শিশু
আগামীতে তরুণ তরুণী
আঠারোতে হয় পূর্ণবয়স্ক
জীবনে যুবকযুবতী॥
আঠারোতে ছেলে মেয়ে হয়
শাবালক শাবালিকা
আঠারোতে থাকে না তারা
বালক বালিকা।
আঠারোতে জীবনে সম্মুখে
এগিয়ে চলা শুরু
আঠারোতে মানে না তারা বাধা
মেঘের গর্জন গুরু গুরু॥
BANGLADARSHAN.COM
আঠারোতে পূর্ণ শিক্ষার সময়
মনেতে থাকে না কোন ভয়
আঠারোতে অনেকে ঘুরে বেড়ায়
সারা বিশ্বময়॥
আঠারোতে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে
সূর্যের ন্যায় জ্যোতিতে
আঠারোতে জানে না থামতে
এগিয়ে যা দ্রুত গতিতে॥
আঠারোতে থাকে না লজ্জা
জীবনে সকল বাধা টুটে
আঠারোতে নতুনের সৃষ্টির জন্যে
দূর দূরান্তে যায় ছুটে॥
আঠারোতে অনেক গুরু দায়িত্ব
নিতে হয় আপন কাঁধে
আঠারোতে অনেক যুবকযুবতী

জীবনে নতুন ঘর বাঁধে॥
আঠারোতে ছেলে মেয়ের চোখে
জেগে ওঠে নতুন নতুন স্বপ্ন
আঠারোতে সৃষ্টি হয়–
নব নব প্রজন্ম।

BANGLADARSHAN.COM

আজকাল

আজকাল সমাজে এক সংক্রামক রোগে
মানুষ সর্বদা হচ্ছে শিকার একযোগে।
কোথাও নেই তার কোনো পূর্বাভাস
ফলে দূষিত হচ্ছে সর্বত্র আকাশ বাতাস।
বর্তমানে সমাজে যে হালচাল
ভালো মন্দের হিসাব নেই আজকাল।
যে শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে আজ মাতৃকোলে
পরিত্যক্ত হচ্ছে সে নর্দমার জঞ্জালে।
পাহাড়া দিচ্ছে তাকে কুকুর শিয়ালে
এই কি লিখেছিল বিধাতা তার কপালে?
ঠাঁই পাচ্ছে সেই শিশু অন্য মাতৃকোলে
না হয় মরছে সে অকাল মৃত্যুর ছোবলে।
মূক অসহায় মেয়েরা লাঞ্ছিত হচ্ছে অবাদে
কোনো পোড়ো বাড়িতে কিংবা ধানক্ষেতে।
নির্ভয়ে দুষ্কর্ম অন্যায় কাজ চলছে রাত্রিদিন
ভাবলে মনে হয় আজকাল মানুষ কত হীন।
গুরুজনদের সমাজে নেই কোন শ্রদ্ধা ভক্তি
আপন জনের কাছে তারা শোনে কটুক্তি।
আজকাল যা ঘটছে তার নেই কিছু বলার
প্রার্থনা করি ঈশ্বর তুমি এর কর প্রতিকার।

BANGLADARSHAN.COM

মাটি

জন্মভূমির মাটি হয় খাঁটি
এ মাটি বিধাতার সৃষ্টি
মাটির উপর জন্ম যাদের
জীবন হয় ধন্য তাদের।
এই মাটিতে জন্মেছিলেন
বিনয় বাদল দীনেশ
জন্মভূমির মুক্তির জন্যে
তারা জীবন করেছে শেষ॥
এই মাটিতে শষ্য ফলাই
সেই শষ্য খেয়ে জীবন বাঁচাই
মাটিই হয় সকলের জীবন
এসো এর করি সাধন॥
সকলে একসাথে হাত মিলিয়ে
মনে করি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা
প্রাণ দিয়ে গড়বো দেশ
সকলের জীবন করবো রক্ষা॥

BANGLADARSHAN.COM

সত্য-মিথ্যা

জীবনে যা কিছু আছে
শেষে সবই হয় বৃথা
অনন্তকাল ধরে থেকে যায়
জীবনে সত্য-মিথ্যা কথা॥
সত্য কথায় মনে আসে পরিপূর্ণতা
জীবনে কখনো আসে না ব্যর্থতা
মিথ্যা কথার নেই কোন সফলতা
জীবনে বাড়ায় শুধুই শত্রুতা॥
মনে আসে শক্তি সত্যের আবেগে
হৃদয় ভরিয়ে দেয় সুনীল মেঘে
সত্য কথা পৌঁছে দেয় জয়ের শিখরে
মিথ্যা কথা ফেলে দেয় ধোঁয়াশার গহ্বরে॥
জীবনে সত্যের একদিন হবেই জয়
মিথ্যার জীবনে শুধুই পরাজয়
এসো, সকলে সত্যের পথ ধরি
মিথ্যাকে সর্বতোভাবে অবজ্ঞা করি॥

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতি

বছর আটের একটি বালিকা
চেয়ে আছে অপলক নেত্রে
ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণে
দূর আকাশে মেঘের পানে।
মনে হয় মনে আছে তার কোন গোপন স্মৃতি
চুপচাপ বসে আছে শুকনো মুখে
যেন বেদনার হাহাকার ওঠে তার বুকে
কারও প্রতি তার আছে প্রাণের প্রীতি।
বর্ষায় সন্ধ্যায় কালো মেঘ জমেছে আকাশে
ছাদের পরে একা বসে বালিকা মুক্ত বাতাসে
সহসা স্মৃতিতে আসে তার মায়ের কথা
তবুও ভাবে সে এ তার নিষ্ফল ব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে ক্রন্দনহারা দুঃখে
হৃদয় বেদনা ধ্বনিত হয় তার বুকে।
তার মা চলে গেছে দূরে বহুদূরে
ঐ দূর আকাশে মেঘে ঢাকা স্বর্গে।
একটু-একটু করে তার স্মৃতিপটে আসে
মা আসবে না ফিরে আর আমার পাশে
অকারণে চেয়ে থাকি আকাশের দিকে
দূরে বহুদূরে হতাশার দুটি চোখে।
সহসা এক সময়ে তার ঠাকুমা ডাকে
তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আয় দিদিভাই
বালিকাটি নেমে এসে গুমরে কাঁদে
ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বাধীন দেশ

ভারত আমাদের দেশ
　　এই দেশ স্বাধীন দেশ
এখানে আমরা আছি বেশ
　　আছে পরস্পরে কলহ দ্বেষ॥
এই রবীন্দ্রনাথের সোনার দেশ
　　এখানে আছে রেশারেশীর ছদ্মবেশ
নজরুলের সাম্যের গানের
　　এখন আর নেই কোন রেশ॥
সুভাষ বোসের প্রাণের দেশ
　　তাঁর আদর্শ হয়েছে শেষ
ভায়ে ভায়ে হয় ছাড়াছাড়ি
　　বাপ-বেটাতে মারামারী
এই আমাদের স্বাধীন দেশ
　　এই দেশেতে আছি বেশ॥
চোর-ডাকাতের ছড়াছড়ি
　　খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ী
প্রতিবাদে হয় প্রাণহানী
　　জেনে শুনে কানাকানী॥
ব্যাঙ্ক ডাকাতির নেইকো শেষ–
　　এই আমাদের স্বাধীন দেশ
বি-পি-এল পায় ধনীলোকে
　　গরীব লোক মরছে ধুকে॥
স্বাধীনতা না পালাবদল
　　জোর করে সম্পত্তি দখল
খাদ্যে ভেজাল চলছে বেশ
　　দাম চড়ানোর নেই-কো শেষ॥
এ কেমন স্বাধীন দেশ
　　স্বাধীন দেশে আছি বেশ॥

BANGLADARSHAN.COM

যুবকদল

জাগো যুবকদল জাগো
জোর কদমে এগিয়ে চলো
ঘরের কোণে চুপটি করে না বসে
অন্যায়ের প্রতিবাদ কর আপন রোষে॥

সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার চলার পথে
আগামী দিনের নবীন প্রভাতে
চিন্তা ভাবনার ভ্রূকুটিহীন উন্নত ললাটে
প্রতিবাদে সোচ্চার হও মিলিতভাবে॥

সূর্য যেমন দীপ্ত আপন সাধনে
পূর্ণ কিরণে ঐ শূন্য গগনে
ক্লান্তি নেই এতটুকুও তার
আপনি টেনে রেখেছে সৌর পরিবার॥

BANGLADARSHAN.COM

যুবক দল সমাজে অন্যায় অবিচার চূর্ণ কর
প্রতিবাদের ধ্বনি তোলো ধূলিকণায় মিশে
ঈশ্বরের সেই মহাজ্যোতির আশিসে
নির্ভীক হৃদয়ে এক সুনির্মল পরিবেশ গড়॥

প্রেম ভালোবাসায় সুমধুর ভাষায়
সমাজে সকল অন্যায় দূরীকরণের আশায়
জাগো যুবক দল জাগো
পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে সকলে এগিয়ে চলো।

দুরন্ত আশা

মনে আছে দুরন্ত আশা
প্রকাশে তরঙ্গসম রোষে
বিফল হয় ভাগ্যের দোষে
না পেয়ে সর্পসম ফোঁসে॥

অন্নপ্রিয় সকল বাঙালি
স্তন্যপায়ী জীবসকল
সমস্ত দিন ছোটে খাবারের আশায়
কর্ম করে মনের ভরসায়॥

আশা পূরণে মন হয় মিষ্ট অতি
শান্ত হয় মনের গতি
উল্লসিত হয় আপন প্রাণ
শান্তিতে আসে মধুর শয়ান॥

BANGLADARSHAN.COM

ছুটছে মানুষ আশায় পড়ে
দিক হতে দিগন্তে
জীবনে এক করে নিশিদিন
হয়ে সকল বাধাহীন॥
আশা ভঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে
উত্তপ্ত তেলের মতো ফুটে
ছিনিয়ে আনে ক্ষুধার খাবার
মনে মত্ত আশা জেগে উঠে॥

দিনের বেলায় সূর্যালোকে
সাঁতার কাটে খরস্রোতে
ভয় পায় না তারা মৃত্যুকে
সিন্ধু হতে মণিমুক্ত আনছে লুটে॥

গোধূলি বেলায়

সূর্যের পড়ন্ত রক্তিম আভায়
আকাশপথে উড়ন্ত বলাকার পাখায়
কচিকাচারা মাতে তাদের প্রিয় খেলায়
গোঁধূলি বেলায় যথাসময়ে সূর্য অস্ত যায়॥

গোধূলি বেলার শুভ পুণ্য লগনে
মন মাতানো রঙে ভরে যায় পলাশবনে
কবিগণ গানের রাগিনী ধরে আপন মনে
গানে গানে রাগিয়ে তোলে হৃদয় বরণে॥

গোধূলি বেলার সেই শুভক্ষণে
নবমালতির কচিদল শ্যামল বসনে
নদীকূলে বৃক্ষতলে আনমনে কাটে দর্শনে
দোয়েল গান গায় আম্রশাখে বসি নিরজনে॥

গগনে সজল মেঘে গোধূলি বেলায়
ময়ূর সানন্দে তার পেখম নাচায়
সহসা নেমে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধানগাছ দুলে দুলে হয় সারা॥

যখনি গোধূলি বেলা নেয় বিদায়
পাখীরা ফিরে আসে তাদের বাসায়
ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজে সন্ধ্যা বেলায়
প্রদীপখানি জ্বলে সেথা মঙ্গল কামনায়॥

BANGLADARSHAN.COM

তুমি ও আমি

তুমি হও দুরন্ত বাতাস
আমি অনন্ত আকাশ।
তুমি পূর্ণিমার চাঁদ
আমি তব কলঙ্কের দাগ।
তুমি জ্বলন্ত অগ্নি
আমি তাপরশ্মি।
তুমি উজ্জ্বল সূর্য
আমি আছি অনন্ত বর্ষ।
তুমি বাসুকীর মাথার মণি
আমি হই তোমার ফণী।
তুমি বিশাল সমুদ্র
আমি তব ঢেউয়ের রুদ্র।
তুমি এক বিশাল প্রাণী
আমি অতি ক্ষুদ্র জানি।
তুমি আকাশের পরী
আমি ডানা মেলে উড়ি।
তুমি হও ঝর্ণাজল
আমি হই মরুস্থল।
তুমি হও ছায়া
আমি তোমার কায়া।
তুমি কালবৈশাখী ঝড়
আমি তোমার পরে করি ভর।
তুমি হও মেঘবৃষ্টি
আমি করি নতুনের সৃষ্টি।
তুমি হও প্রজ্ঞাবান
আমি তোমার জ্ঞান।
তুমি একজন নির্মিতা
আমি তোমার রচয়িতা।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি কে? আমি হই আশা

তুমি আমার প্রাণের ভালোবাসা॥

BANGLADARSHAN.COM

পিঁপড়ে

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

এমন ঝালায়
বিষের জ্বালায়
বাপরে বলে
সবাই পালায়।

মাটির ভীতরে
বাহিরে, সর্বত্র–
কোথায় নেই?

খাবার পেলে
নেচে কুঁদে
সার বেঁধে
এসে যাবে।
ভেবোনা যে শুধু খাবে!

ওর ওজনের
বিশ গুন
মুখে করে
নিয়ে যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

মাকড়সা

ঘুরছে আর ঘুরছে
জাল বুনছে।
উঠছে আর নামছে
প্যাঁচ কষছে।

নাভীর ভিতরে
জমে আছে আঠারে।
ঐ সুতো ছাড়ছে
আরে ও তো বিষ যে!
বিষে বিষে জরাবে!

ঐ ফাঁদ পাতছে
পেতে রাখছে
যারা পড়বে
শুধু মরবে।

BANGLADARSHAN.COM

ইঁদুর

আর পারিনা-বাবারে!
রুচি নেই আহারে
শুধু কাটাকাটি
আর ছাঁটাছাঁটি।

কাগজপত্র, দলিলদস্তা
কাপড়ের বস্তা–
কোথায় রাখবে?
কেটে কুটে
            পুঁটলি বেঁধে
তোমার হাতে ধরিয়ে দেবে।

নেংটি, ছিটকে,
            গেছো, ধেঁড়ে–
এসব নামে ওরা দাপিয়ে বেড়ায়।
শুধু কি তাইরে–
ওরা পাহাড়ও ফুটো করে দেয়!

BANGLADARSHAN.COM

কুমীর

ওরা উভচর
জলে ভাসে
চরে উঠে আসে।

আর যখন রোদ পোহায়
জানো–
কি করুণ চোখে তাকায়।
তখন ওদের চোখে দেখবে জল
তবে–
ওটা নাকি ওদের ছল।

আর যদি–
সামনে কাউকে পায়না,
একদম ভুল করেনা,
এক ঝাপটায়–
টেনে নিয়ে একেবারে জলের তলায়।
তারপর!
দাঁতে কেটে;
পেটের মধ্যে সেঁটে,
আবার উঠে আসে চরে–
পড়ে থাকে তেমনি মটকা মেরে।

BANGLADARSHAN.COM

অলস

ডাক নাম কুঁড়ে
কাজ করেনা যে
শুধু খায়
আর ঘুম যায়।
মনে হিংসা এত
তা বলব কত! তবে–
সহজে রাগে না
কথায় ভাগেনা
বড় নীচ মন আর–
জটিল জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

অভ্যাস

কঠিনও তরল
সহজ সরল
হয়ে যায়–
অভ্যাসের ঠ্যালায়।
যে কোন কাজে
সকাল সাঁঝে
ভাল করে জানতে
বশে আনতে
অভ্যাস করতে হয়–
নইলে সহজও কঠিন হয়।

আমাদের গ্রাম

সবুজে ঘেরা
নিঃস্তব্ধ নিরালা
        কাঁচাপাকা ঘর ঘুরে ঘুরে
        বাঁকা পথ গেছে কোন দূরে
গাছের আলো-আঁধারি ছায়া
যেন কোন যাদুকরী মায়া।
        আজও চাষী ফসল তোলে
        মনের আবেগে প্রাণ খুলে
গায় গান–
যার অনেক-অনেক দাম।
সেই আমাদের গ্রাম।

BANGLADARSHAN.COM

চাকা

চাকা দেশের অগ্রগতি
ওর কত কেরামতি
কারখানা ফুটপাতে
জলে শূন্যে মাঠে ঘাটে
ঘুরছে–
আর ছুটছে।

তাড়াতাড়ি পথচলা
বেশি করে ফসলতোলা
দেশকাল পিছিয়ে
ও সবার এগিয়ে।

আঘাত

সকলকে কাঁদিয়ে
চোখের জলে ভাসিয়ে
তুমি হাঁসছো?
কি ভাবছ–
বেশ জব্দ
টু শব্দ
আর করবে না–
তাই না?
অপেক্ষা করো–
সময় আসবে
সেদিন দেখবে
এমনি তোমারও
কেঁদে কিছু ফল হবে না
মনে আঘাত করো।

BANGLADARSHAN.COM

ধূমপান

ধূমপান
শেষটান
সুখটান
সুখটান।

টুকটুক
ফুকফুক
খুকখুক
খকখক।

কেশেচলে
কফ্ তোলে
আর করে
বক্‌বক্।

BANGLADARSHAN.COM

ঠাণ্ডায়
টান হয়
হাঁপানিটা
বেড়ে যায়।

নিকোটিনে
ভরে গেলে
ক্যানসার
দেখা দেয়।

ঘেটুর দোকান

পাড়ায় রটলো
ঘেটুর দোকান লাঠে উঠল।
জিনিসের দাম চড়া
তারপর ওজনে মারা
সহ্য হয়–
কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়।
খদ্দের পিছু পঞ্চাশ
রাখল কত?
একশো লোকের পাঁচকেজি
এরপর যদি দুফোঁটা বৃষ্টি ঝরেছে
আর দেখতে আছে!
দিনরাত হিসাব কষছে–
আর দাম চড়াচ্ছে।

BANGLADARSHAN.COM

ঢোল

গুঁড়ি কেটে ফাঁক করে
তার ’পরে চামড়া দিয়ে
দেয় টান–
ঢোল খানা পায় প্রাণ

এর পরে লাঠি পেটা
বেজে চলে ঢোল বেটা
দুমদাম মারে খুব
ঢোল, বাজে গুবগুব।

মেরে তোলে শব্দ
ঢোল বেটা জব্দ
ঢোল যত বাজছে
সকলেই নাচছে

ঢোল বলে আর না
কেউ কথা শোনে না
ঢুলি শুধু বলে চলে
সিন ক্রিয়েট কোরো না।

BANGLADARSHAN.COM

অলৌকিক মায়া

নিতাই মৃধা

ধূসর আকাশ নীলে
ডানা মেলে যাযাবর পাখি
উড়ে উড়ে যায় বহু দূর
রূপালী সে ডানা খোঁজে
একফালি সোনালি রোদ্দুর।

অনন্ত আকাশে উড়ে
মনে তবু লেগে থাকে
অরণ্যের ছায়া,
অন্তর গভীরে তার
ঢেউ তোলে সবুজের ছোঁয়া।
বিষণ্ণ বিকেল–
পড়ে থাকে শূন্য নীড়
স্বপ্নময় স্মৃতিসুখ
অলৌকিক মায়া।

BANGLADARSHAN.COM

শব্দের শরীর ছুঁয়ে

শব্দের শরীর ছুঁয়ে
গড়ে তুলি মানস প্রতিমা
তিল তিল অক্ষর বিন্যাসে
ফুটে ওঠে অপরূপ রূপ তিলোত্তমা।

শব্দের শরীর ছুঁয়ে
আনি আমি বৃষ্টিধারা
সাহারার বুকে,
ফুল না ফোটাতে পারি
দিতে পারি বসন্ত আশ্বাস।

শব্দের শরীর ছুঁয়ে
আগুন জ্বালাতে পারি
চক্‌মকি সে শব্দ পাথরে,
কিংবা, শব্দের অস্থিতে গড়া
সে অমোঘ শব্দাস্ত্রে
ধ্বংস হোক, পুড়ে যাক্
বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস।

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয়ের হিম ঘরে

হৃদয়ের হিমঘরে জমিয়ে রেখেছি আমি
পুরানো অনেক সে স্মৃতির বারতা।
জমিয়ে রেখেছি আমি বসন্ত পলাশ
জমিয়ে রেখেছি আমি
দারুণ সে শীতে ফোটা রক্তিম গোলাপ
শব্দের কফিনে বন্দি–
আমার সে শব্দের লাশ,
যদি কেউ কোনদিন শনাক্ত করে,
কোনদিন সঠিক পোস্টমর্টেম হয়,
সেদিন নতুন করে চেনা হবে,
সেদিন-ই পাবে পরিচয়।

BANGLADARSHAN.COM

কতদিনে বাল্মীকি হবে

ঘূণ-পোকারা কুরে কুরে খায় গোটা দেশ
সমাজের অস্থিমজ্জায় ধরে গেছে ঘূণ।
যেমন পানের সঙ্গে বেশি চুন খেলে–
গোটা জিভটাকে পুড়িয়ে দেয়।
তেমনি কিছু মিডিয়ার বাড়াবাড়িতে
পুড়ে যায়, জ্বলে যায় সমগ্র সমাজ!

সমাজের আনাচে-কানাচে
অদৃশ্য কীটেরা ঘোরে–
মুখে মাটি নিয়ে।
মাটির আড়ালে থাকে
করাতি সে মুখ,
কুরে কুরে খায় তারা জৈব লালা দিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধকার জমে ওঠে বুকের ভিতরে
জানে না তো কবে তারা
সূর্যস্নাত হবে।
রত্নাকর দস্যুরা আবার
কতদিনে বাল্মীকি হবে।

বদলানো যায় না হৃদয়

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে
কত কিছুর না বদল হয়
দিন, মাস, বৎসর, কিংবা
বাসি ক্যালেণ্ডারের মতন
বদলায় জীবন।
স্বাদেরও বদল হয়
বদলায় মুখ,
বর্ণচোরা প্রাণীর মতন
বদলায় মানুষ!
ছিঁড়ে যাওয়া সম্পর্ক বদলায়
ভাঙাচোরা অ্যালুমিনিয়ামের
হাঁড়ির মতন, বদলায় দিন!
সবকিছু বদলানো গেলেও
বদলানো যায় না হৃদয়।

BANGLADARSHAN.COM

দুটি তারা

মেঘালয় থেকে–আসে অতিথি সুজন
কাল সারারাত বৃষ্টি মেখেছে দু’জন।
রিম্‌ঝিম্‌ ছন্দ সুরে বেজে গেছে বীণা
বুকের গভীরে–যক্ষ, বড়ই অচেনা।
একজন শান্তধীর যেন, নিশ্চুপ ধরণী।
আর জন উদ্বেলিত কামনায় অধীরা রমণী।
কত কথা, স্বপ্ন গাথা, ভেজা বাতাসের গানে,
অব্যক্ত বেদনা তার, কান্না হয়ে ঝরে পড়ে প্রাণে।
নিদ্রাহীন দুটি তারা, নির্বাক দু’চোখ–
চেয়ে থাকে নির্নিমেষ এ উহার পানে।

BANGLADARSHAN.COM

দুটি হাত

আমি জেগে থাকলে
আমার হাতদুটো ঘুমায়।
আর, আমি ঘুমিয়ে থাকলে
আমার হাতদুটো জেগে ওঠে!
জেগে থাকলে আমার দুটি হাত
অন্যায়-অত্যাচারে নির্বিকার,
কিন্তু ঘুমিয়ে থাকলে
মুষ্ঠিবদ্ধ হাতদুটি
প্রতিবাদে প্রতিবাদে সোচ্চার।
ধর্ষক-শোষক কিংবা
ব্যভিচারের বিরুদ্ধে
সক্রোধে গর্জে ওঠে।
মুষ্টিবদ্ধ হাতের ঘুষিতে–
অশুভ চোয়াল রক্তাক্ত হয়–
প্রভাতের রক্ত-জবার মতো
দুটি হাত ফুল হয়ে ফোটে।

BANGLADARSHAN.COM

শব্দ ফেরি করি

তুমি অপরিচিতা, চিরন্তনী বনলতা
মনে জাত মনসিজ, রূপময়ী শ্বেতা
নন্দনকাননের সুগন্ধি পারিজাত
ছড়িয়ে দিয়েছি আমি–
তোমার সে অনাঘ্রাত অনাবৃত
বৃন্তকুসুমে,
মৃৎশিল্পী নই আমি–
আমি এক শব্দ-ব্যাপারি
স্বর ও ব্যঞ্জনের বর্ণময় চিত্রপটে
তোমার আবরণ উন্মোচিত করে
শব্দ ফেরি করি।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ভালোবাসা

আমি ভালোবাসা নদ-নদী বুকে সুমধুর কলতা,
আমি ভালোবাসা চির বসন্তের মর্মরিত গান।
আমি ভালোবাসা গোলাপের শাখে রক্তিম গোলাপ
আমি ভালোবাসা কপোত-কপোতীর প্রেমালাপ।
আমি ভালোবাসা মিলন-বিরহে কোথাওবা প্রেমনাম,
আমি ভালোবাসা শ্রদ্ধা-ভক্তি শতরূপে শতনাম।
আমি ভালোবাসা কামনা-আগুন, কী পুরুষ, কী নারী,
আমি ভালোবাসা মা-মাটির ঘরে স্বর্গ বানাতে পারি।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে

ভালোবাসা খুকুর মুখে মায়ের চুমু খাওয়া
ভালোবাসা ধানের শীষে মত্ত মাতাল হাওয়া।
ভালোবাসা বৃষ্টি সরস মিষ্টি পরশ ছোঁয়া,
ভালোবাসা নারকেলনাড়ু, মায়ের হাতের মোয়া।

ভালোবাসা মনের মধ্যে উথাল-পাতাল ঢেউ,
কখন আসে কখন যে যায় বলতে পারে কেউ?
ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে ফুরিয়ে যাবে ফুল,
মুছে যাবে হৃদয় থেকে রবীন্দ্র-নজরুল।

ঘুম আর খিদের দিন কথা

শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী

৩:২২:০৫

ঘুম, আসে না আর।
ওতপ্রত জড়িয়ে থাকে, না বলা উচাটন–
ফিকে হয়ে আসে নীরবতা।
নিঃশব্দে ওত পাতে বুধনা টুডু–
হাতে হাঁসুই, চোখে দাবানল।
জাল পাতে, রাত ধরে, রাত ধরে সন্তর্পণে
কোষাগারে তুলে দেয়–
মেঠো ঘরে একলা পোয়াতি, বুধনা টুডুর জালে ধরা।
জালে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে নিঃসঙ্গ শ্বাপদ
বনহাসনুহানার পাতা উঠে আসে শহুরে কার্নিশে–
আরেকটা দিন, আরেকটা সম্মোনহন ক্রিয়া
বনান্তে একাকী চুপি চুপি
বুধনা কবিয়াল।

BANGLADARSHAN.COM

৫:৩০:১১

উঠেছো সকাল? ঘুম থেকে?
কতটা ঘুমোলে? কতটা জেগে রইলে রাতে–
কতটা বাকি থাকল ঘুম ওই মণিবন্ধ কোটে?
ওতপ্রত প্রত্যঙ্গ জ্বালাতন ঢুকে আসা রোদে–
গতকাল শুয়েছিলে কার কাছে?
কার কোলে মাথা রেখেছিলে? মনে কর, বল কার কাছে।
কতটা নাব্যতা পেলে–এক আঁজলা জল দিয়ে
কতটা ভিজিয়ে নিলে নিজের কবিতাদের?
আগোছালো বিছানায় কার স্মৃতি মাখা?
ভেবে দেখ–চেন তুমি? কি চেন আর তাকে!
কবে যেন দেখা হয়েছিল? কবে? মনে কর–

আরেকটা জীবন দিয়ে, পারবে ভুলে যেতে?
একাকী কাটানো রাত, প্রতিবার শ্বাস প্রশ্বাস...

৮:৩১:১৭

এই তো আঁচিয়ে নিলাম, এই তো আমার দিনলিপি
অটুট ব্যস্ত মনে যেন কোন ব্যর্থ প্রতিলিপি।
বেড়িয়ে পড়েছি যেন, বলগায় জীবনের ঋতি
ছিনিয়ে নেবার পালা দিবি, তুই আমাকেই দিতি।
গতিতে চলেছি পথ, গতিবেগে বেথুনের গেট
গতিতে ধর্মতলা, গতি ঝড়ে ফায়ার ব্রিগেড।
হাতঘড়ি, টাই, পেন, বুক জুড়ে মণিবন্ধ কোট্
আজ প্রায় সারাদিন, আমার অলিন্দে, লেট্ লেট্।

১২:৩০:৫৮

খেয়েছো?
জিজ্ঞাসা কর না।
কত কি খাবার আছে!

BANGLADARSHAN.COM

পেট পুড়ে খাবার, হাড় মাস, মা, মেয়ে জল–
চানঘরে পচনশীল হতাশ কবিতারা–
চেটেপুটে খেয়ে নেওয়া প্রতিটি ধূসর অশ্রুকোষ।
খাদ্য অখাদ্য, খাবার কত কি আছে
শোণিত প্রবাহে মিশে মাদক মদিরা
মস্তিষ্কের মধ্যপাশে রসায়ন স্তব–
আদ্যোপান্ত খুঁজে পাই হাড়কাটা গলি
উঠোনে মালতি বসে, কোলে তার দেড় মাস শিশু
খাদ্য না খাদক লোভ, কোনটা আজ বেশি ওর কোলে!
শিশুটা কাঁথা চাপা, খাট দোলে, মৃদুমন্দ দোলা
দোল খেয়ে, দোল দিয়ে খাদ্য খাদক হয়, খাদক খাদ্য...ইতি উতি
হাড়মাস পেটপুড়ে খাদ্য অখাদ্য

কত কি খাবার আছে...

খেয়েছো?

জিজ্ঞাসা কর না! আর...

১৪:২২:৪৩

আজ হাসপাতাল ঘরে পেলাম উড়ো চিঠি

অনেলগুলো সংক্রামক ব্যধি তার আনাচে কানাচে

চিঠি পড়ে উঠোন এক বৃষ্টিভেজা মড়াই হল যেন।

সেখানে শহুরে আরশোলা, মেঠো মূষিক, মাকড়সা জাল

এ খাটের এপারে ওপারে!

১৪:২৩:৫৮

আরেকটা শব্দ এল কানে

জানলার কাচ দিয়ে আলকাপ এল কোন

দোতারা সামলে নিয়ে, বেনোজলে পাড়ি দিয়ে দেখি,

আবারও জটিল রোগে সংক্রামিত

সবুজ দুপুর।

BANGLADARSHAN.COM

১৬:২০:০০

কি লিখি সারাদিন?

দোল খাওয়া অপরাজিতা এক বুক বুকপকেটে

রোদ্দুর আর অভিমানে টান টান অ্যাস্ফল্ট্ পথ

যেটুকু যাবার ছিল, যেতে যেতে যেতে পথ, নদী হল!

নদী হল ক্ষরস্রোতা, পাহাড়ী লেবঙ্ বা সোনাদা

নাম দেওয়া হয়নি পাখিটার...

ঘুমঘরে রয়ে গেছে এলোমেলো নখের আঁচড়–

ঢেউয়েরা আফিম হয়ে আছড়ে পড়ে ঘুমের দেয়ালে।

পুরুষালী আঁকড়ে নেয় পাখির পালক

ঝট্ পট্ ঝট্ পট্...ডাহুক ডেকে নেয়।

ডাহুকেরা মোমরঙ হয়।

আকাশ রাঙিয়ে যায়, প্রসবের পরে পরে রক্তস্রাব যেন!

দেয়ালে দেয়ালে যেন খরতর ক্রেঙ্কার ধ্বনি–

আকাশে মেঘেরা অস্তে যায়,

লিখি সারাদিন।
কি লিখি? কি যেন লিখি সারাদিন!

১৬:৫৮:২০

এইবার এস অবসর। এস বস পাশে–বস গা ঘেঁসে
আমার অবসর খাতা…বস পাশে
সরীসৃপ হয়ে, নিশিপথ প্রিন্সেপ্ ঘাট…
ওপারের প্রেম এস ভেসে…
নদীপার, শানবাঁধা পথ, পথের দুধারে আলো পাখা
ঋভুদের মতো
জড়িয়ে নিচ্ছে যেন শীতের আলোয়ান
বুকের উদগ্র উষ্ণতায়।
এই পথে আসা পথ ভুলে–
নয় নয়, কিছুমাত্র নয়। ধর্মতলার ঘণ্টাঘর–
থামের সামনে টুকু হঠাৎ উছলে ওঠে স্রোত
ঢেউরা আছড়ে পড়ে থামের সিঁড়িতে–
দিকদানা মাঠজুড়ে ভেসে ভেসে থাকা গাঙচিল।
বসে পাশে। খাতা জুড়ে।
অভুক্ত হাত টেনে নেয়–
ফ্যাকাশে ওষ্ঠাধরে ফুটে ওঠে শিলালিপি
অজন্তা ইলোরা কোনারক।
এস। বস পাশে। নিশিপথ। প্রিন্সেপ ঘাট।

১৮:০০:০১

এই মেঠোপথ, শহুরে জ্যামিতি
ফিরে এসে বাস করা অন্ধ সিন্দুক।
যেখানে রজস্বলা বহ্নি বালিকা
আলিঙ্গন শ্বাপদ শ্বাপদ।
অলিগলি মিশরের স্মৃতি
নীলনদ বাসভূমি, অতীতের ধুলো অধিরথ
জেগে আছে অস্ফুট স্বরে
আবেগের আনাচে কানাচে ডানপাশে।

BANGLADARSHAN.COM

ফিরে এসে চার ফুট, খোপ করা ঘরে
এইটুকু অবসর, শাওয়ারের জল
এতটুকু প্রাক্তনী ঘিরে
বসতি গড়ছে সর্বভূক।

২১:১২:৫৩
এক পশলা বৃষ্টি এলে তুমি, আজ
কাঁচা-পাকা সিফোন ওড়ানো
গেল রাতে ভুলে গেছি, ভুলে গেছি আদর জানাতে
আজ তাই নিষেধ হারানো।

ভেবে দেখ হাল্কা ফিস্‌ফিস্‌ হয়ে ছিলাম, চিরদিন...
আসে পাশে নিতান্ত নাবালক হয়ে–

তুমি শুধু বসতে দিয়েছিলে।

২১:২০:৪০
এক মনে কি দেখ মানবী?
বুক জুড়ে আবার কি অদেখা শৈশব হয়ে গেল?

মরামের গা বেয়ে নেমে আসি স্রোতে
হাতের আগলপাশে খুলে যায় পথ–
অনেকটা যাতায়াত বাকি।

গতরাতে তুলেছ কি বসন্তের তান...?
অমন আঁচল দিয়ে সরোবর ঢাকা যায় নাকি!

ভেসে যেত মরুপাশে সাবধানী জল বন্দর
আরেকটু প্রেম যদি দিতে...

২২:১১:২৫
সাবধানী স্রোতে ভাসে
...শ্বাস প্রশ্বাস।
খানিকটা আলভোলা শালুকের মতো
জাগ্রত হয়ে ওঠা বন্য উচাটন–

...এভাবেও থাকে

BANGLADARSHAN.COM

মিলে মিশে আসে পাশে ভেসে ভেসে আসে
গুড়ো সাবানের ফেনা–
সুফেন সমুদ্রকণা, মনে হয় যেন

...চেপে ধরা শব্দের আগলবদ্ধ নাগপাশে।

২৩:১৯:১০

আরও কি লিখতে হবে?
চিবুকে চিবুকে, ওরা পাশ ফিরলে
তুমিও ফিরে যাবে বুঝি?

...চেনা আর অচেনার ভীড়ে।

২৩:৫৯:৫৯

এতটুকু অস্ফুট ফোঁটা দাও শুধু
কি হবে আকাশপাতাল ভেবে?
জঙ্গম ছিল এই বুকে, ছিল শুধু বেঁচে থাকা চাঁদ
হিমেল আরোগ্য হ্রদ ঘিরে।

BANGLADARSHAN.COM

তবু এক ফোঁটা
এক কণা রোদ্দুর, অন্ধ কোষাগারে
আমার রক্তে রক্তে রাঙিয়ে নিক
নিটোল নবীন কোজাগরে।
বন পারে একাকী সাবধানে...

শেষ দিনের কল্পচ্ছবি

শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দরজা খোলা ছিল
গভীর রাতেও

এ্যাতো রাতে যদিও কোনও পোস্টম্যান আসে না
কৃষ্ণচূড়ার চিঠি হাতে
তবুও খোলা ছিল বুকের দরজা।

উত্তুরে হাওয়ার প্রসন্ন মহিমায়
ইদানীং প্রায়ই দেখি শান্ত করতলে
শুভ্র দিনের স্বর্গ-শোভা
ধ্যানে-জ্ঞানে, প্রাণে-মনে বসন্ত বয়েস–
তবু ব্যাকুল হই এই রাতের জন্যই।
একা থাকতে পারি না বলেই
হাট করে খুলে রাখি বুকের দরজা...

BANGLADARSHAN.COM

ভাবি এই বুঝি পোস্টম্যান
তারার খামে আনলো বয়ে চাঁদের চিঠি
থৈ থৈ আলোর নিঃশব্দ বন্যায়
নীলকণ্ঠের পালক...

তবু সে আসে না
আসে না কিছুতেই
না ফুলে-না ফলে...
অথচ সেই আজ এলো কিসের সুগন্ধে...

চমকে তাকিয়ে দেখি–
আমার কপালে চন্দনের সাজ
শরীরে ফুলে ভার...
আর নীলকণ্ঠ পাখির পালক?
দেখি আমারই হৃদয় ছুঁয়ে ছুটে যাচ্ছে নীলাকাশে
শুধু আমিই পড়ে আছি ভগ্নাংশে
পঞ্চস্তম্ভ বলে!

শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসকে মনে রেখে...

অবশেষে শরীর আসে নিথর হয়ে।
বুকের বাঁদিকের বহু দিনের চেনা ব্যথাটা
আবারও জানান দেয়—সে আছে।

দূর থেকে প্রগাঢ় অন্ধকারের মাঝে
তবু আলো আসে।
নিরাশার কালো মেঘের মাঝে যেন মাথা তোলে
আশার এক চিলতে রোদ্দুর...
সেই আলোই যেন জানান দেয়—
অন্ধকারে হারিয়ে যায়নি সব
এখনও অবশিষ্ট আছে অনেক আলো।
তাই এখনও আসতে পারে বসন্ত—
সময়ের এই পোড়া মাঠেও...

BANGLADARSHAN.COM

ক্লান্ত স্নায়ু যেন সেখান থেকেই
সংগ্রহ করে নিতে চায় বাঁচার রসদ
মায়ের ঋণ শোধ করার ইচ্ছা বুকে নিয়ে
এগিয়ে যেতে চায় সামনের পথে
মিশে যেতে চায় সবার মাঝে—
আবারও আবারও ঘনীভূত জাগরণের মহা কল্লোলে...

হঠাৎ-ই মনের কোণে ভীড় করে
ফেলে আসা দিনের কথা—
সেই সব চেনা মুখ, বন্ধু-স্বজন
সবাই এসে জড়ো হয়
হৃদয়ের কাছে...

বুকের বাঁদিকটা আবার টনটন করে ওঠে
মনে হয়, এবার জীবন সূর্য ডুববে...
সেই বেদনায় রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ
চোখের কোণে জমাট বাঁধে জল...

মৃত্যুর ভয়ে নয়,
আশার প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতায় বেদনায়
যতীন্দ্রনাথের সারা শরীর টনটন করে ওঠে।
বুকের বাঁদিকের ব্যথাটা যেন ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে।

যতীন্দ্রনাথ বোঝেন–
স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলা আর হলো না–
নিষ্ঠুর সময় দেবে না সে সুযোগ...

তাই শেষ বারের মতো আকাশের দিকে
ওঠার চেষ্টা করে বজ্র মুষ্টি
ওঠার চেষ্টা করে উন্নত শির।
অবশ হাত শেষ বারের মতো
ভূমি স্পর্শ করতে চায়।
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ বন্দী
রেখে যেতে চান শেষ প্রণাম।
তবু শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হতে দেয় না বাস্তব।
হাতে তুলে নিতে দেয় না মহাশঙ্খ
জাতির জাগরণের পাঞ্চজন্য...

৬৩ দিনের শেষে চলে যাবার জন্যে
শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত হয় শরীর...
মর্যাদার দাবিতে মাথা না নোয়ানো মাথাটা
অবশেষে শায়িত হয়ে যায় চিরদিনের জন্যে...।
একটানা অনশনের শেষে যতি পড়ে যতীন্দ্রনাথের জীবনে।

তখন দূরে দেখা যায় আলোর বন্যা
দেখা যায়–সেখানেই আলোর সঙ্গে
মিশে যাচ্ছে আলো।
প্রতিবাদের একক কণ্ঠ পরিণত হচ্ছে বজ্রের সহস্র কণ্ঠে
স্বপ্নের একক মেঘ ছড়িয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ চোখে...
উঠছে নতুন সূর্য
নতুন স্বপ্নের সওদাগর হয়ে...।

BANGLADARSHAN.COM

শেষ চিঠি

আজ অনেকদিন বাদে এল সেই দিনটা।
সেই বৈশাখের পঁচিশ–যে দিন তোমায়
প্রথম দেখেছিলাম।
আজ থেকে ঠিক ত্রিশ বছর আগে...

তখন আমি সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া তন্বী।
পড়াশুনোর সাথে সাথে ভারতনাট্যম, কথাকলি ধরে
সৃজনশীল-রবীন্দ্রনৃত্যে পা মেলানো উচ্ছল বন্যা।
আর তুমি তখন–সম্ভাবনার আলোয় ঝিক্‌মিক্‌
কাঁধে শান্তিনিকেতনের কাজ তোলা ঝোলা ব্যাগ বওয়া
তরুণ কবি। উজ্জ্বল ছাত্র।

মনে আছে, প্রথম দেখার সেদিনে তোমাকে দেখেছিলাম
রবীন্দ্রসদনে। পরনে নীল জিন্সের লেগ উয়্যার, গায়ে
BANGLADARSHAN.COM
অফ্‌ হোয়াইটের জমিনের ওপর ফুল-পাতার নক্‌শা তোলা পাঞ্জাবীতে
সে দিন তোমায় দারুণ লাগছিল। প্রথম দেখাতেই
তোমায় ভেবেছিলাম দারুণ সপ্রতিভ–ঠিক যেন কাঁচ কাটার হীরে।...
বারবার ভেবেছিলাম–এসব কথা একদিন তোমায় বলব–
কিছু বলা হয়ে ওঠেনি। তাই আজ ভাবছি–সবই বলব।
তবে মুখের কথায় নয়, লেখার ভাষায়।
আর সে জন্যই আজ লিখছি। বড্ড বেশি করে লিখছি।
লিখতে চাইছি।

সে দিন তোমার কবিতা পাঠের পরেই ছিল আমার নাচ–
“মন মোর মেঘের সঙ্গী।”
কিন্তু পরে জানলাম তোমার কবিতা পাঠের পরে নয়
আমাকে নাচতে হবে আগেই।
তোমাকে না কী দেওয়া হবে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিময় কবি পুরস্কার
রবীন্দ্র জন্মদিবসে। তাই তোমাকে চলে যেতে হবে একটু আগেই।
তখন তোমার ‘আজ বসন্ত’ কিংবা ‘হঠাৎ যদি’-র পাঠ আমার

সঙ্গে করে মন দেওয়া ‘অবুঝ বেদনা’-য়।
তাই স্বপ্ন ছিল ‘অবুঝ বেদনা’-র কবির সামনে নিজেকে মেলে ধরার।
সে সুযোগ সহজে আসার ছিল না।
তবু তোমার সামনেই এলো আমার নাচার সুযোগ–
মন বললে, এই তো সুযোগ। ব্যাস্, মেলে দিলাম নিজেকে
কলাপের মতো শত বিভঙ্গে, সহস্র বিন্যাসে...
তারপরটা প্রশংসার, হাততালির, তুমিও বললে–
“খুব সুন্দর। গানের ভেতরটার মূর্তিটায় আপনি প্রাণ দিলেন।
সঙ্গীত পূর্ণতা পেল নৃত্যে। যেন চিত্র প্রাণ পেল মূর্তিতে–কী আশ্চর্য! না!”
আলতো আলোর নীলচে আবেশে সে দিন লক্ষ করেছিলাম
তোমার চোখে-মুখে খেলা করছে অদ্ভুত উপলব্ধির হেম-কিরণ,
যেন থৈ থৈ গঙ্গার ওপর প্রভাত সূর্যের প্রথম রশ্মিচ্ছটা।
আজও সেই আলো আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই।
দেখতে পাই তোমার সেই ক্ষণিক মুগ্ধতার পথ বেয়ে আসা
আমাদের ফেলে আসা সম্পর্কের দিগন্ত রেখা।
তোমার ‘অবুঝ বেদনা’ থেকে ‘নীল অনন্ত’-র সাফল্য–

BANGLADARSHAN.COM

সম্ভাবনা থেকে বাস্তবায়নের অগ্নি-আলোক স্ফুরণ
আজ সেই আলোকের অগ্নি স্নান সেরেই–
তোমার তৃষ্ণা তোমার ‘মরুতৃষা’-র নায়িকা চন্দ্রিমার মতোই আজ
নীল জ্যোৎস্নায় অনুরাগের রক্তরাগের খোঁজে তার প্রশান্তের জন্য
ঘর ছাড়া।
তবু তো চন্দ্রিমা নিষিদ্ধের অন্ধগুলি পেরিয়ে তার অগ্নীশকে পেয়েছিল–
আর আমি! কী পেয়েছি?
না পেয়েছি স্বামী–না পেয়েছি সংসার–না পেয়েছি মর্যাদা।
শুধু পেয়েছি সমাজের লাঞ্ছনা, সহানুভূতি, সমবেদনা।
কাগজে-কাগজে তোমার না-বলা প্রেরণার সাথে
তোমার সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে
জল্পনা-কল্পনার রামধনু রচনা
আর তোমার নির্লিপ্ত সাহচর্য।
আজ সে পথও বন্ধ। কারণ তুমি আজ সহেলী-র।

প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে কবিতার সঙ্গে স্থাপত্যের ঘর-বাঁধা...
তাই আমি আজ শ্লথবৃন্ত শিউলি। আলোর পিছে ছায়ার আল্পনা।
তোমার তৃষ্ণা আজ এক অনন্ত তৃষ্ণা নিয়েই সমুদ্র অভিমুখী।
আশ্রয়ের খোঁজে আত্ম বিনাশের অভিলাষী...

কোনও দিন তোমার কাছে কিছু চাইনি।
ভেবেছিলাম–চাইবও না।
কিন্তু আজ মনে হচ্ছে–একবার অন্ততঃ তোমায় বলি–
যদি খোঁজ পাও আমার কথা না বলা সত্তার কিংবা
এই লেখার তাহলে অন্ততঃ একটা কবিতা লিখো।
আমাকে নিয়ে অন্ততঃ একটা কবিতা লিখো প্রশান্ত।
প্লিজ লিখো, শিউলিরা কীভাবে ঝরে যায়–
ঝরে যাওয়াটাই কেন হয় তাদের বিধিলিপি...
আর কী? ভালো থেকো, সুখে থেকো।...

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেটা

আজ থেকে ঠিক এক মাস আগে
কলেজে ভর্তি হয়েছিল ছেলেটা।
বনগাঁর একটা অখ্যাত স্কুল থেকে
এইচ. এস. পেরিয়ে
কলকাতার এমন একটা নামী কলেজে ভর্তি হওয়াটা
কোনও রূপকথার গল্পের থেকে
কম আশ্চর্যের ছিল না।

ছেলেটি যখন বুকে একরাশ আশা নিয়ে
ভীরু পায়ে কলকাতার বুকে পা রেখেছিল–
তখন তার মনে পড়েছিল–
তার ছোট্ট গ্রামটির সাথে সাথে
বাবার ছোট্ট মুদির দোকান,
মার সারা দিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে
ঠোঙা বানানো, বড়ি দেওয়া…
আর বিবাহযোগ্যা দুই দিদির স্বপ্ন ভরা দু জোড়া চোখ…

তাই কলকাতার বুকে পা দিয়েই
সে প্রতিজ্ঞা করেছিল–
বড়ো তাকে হতেই হবে।
যে ভাবেই হোক মোছাতেই হবে–
মায়ের চোখের জল…
যেমন ভাবেই হোক তাকে যে সার্থক করতেই হবে
এতগুলো মানুষের এইসব অপূর্ণ স্বপ্ন…
তাই ক্লাস শুরু হতেই
সে মন দিয়েছিল পড়ায়।
ক্যালকুলাসের জটিল জটিল সব সমস্যার
নিমেষে সমাধান–
তাকে ঝড়ের বেগে এনে দিয়েছিল পরিচিতি।
ডি.সি. থেকে বি.কে., এম.জি. থেকে

BANGLADARSHAN.COM

এন.ডি.–সব্বাই মুগ্ধ হয়েছিলেন ছেলেটির প্রতিভার...
বারোটা দশের ক্লাশ শেষে এন.ডি. তো
ক্লাসের মধ্যেই বলেছিলেন–
"তোমরা দেখো, এই ছেলেটা
অনেক দূর যাবে...দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে এর নাম...
হ্যাঁ, হ্যাঁ সেদিন একে দেখিয়ে
আঙুল তুলে আমরা বলবো–
হ্যাঁ, হ্যাঁ এ ছেলেটা আমাদের কলেজে পড়তো..."
–আবেগের সেই সোনালী রং মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে
সে দিনই মুখে-মুখে, কথায়-কথায়
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল নরম রোদ্দুরের মতো...
এত দিন যারা ছেলেটার বাইরেটা দেখে
নাক সিঁটকাতো, মুখ ব্যাঁকাতো
সেই তারাই ওর দিকে এগিয়ে এসেছিল
বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে–

BANGLADARSHAN.COM

এর ঠিক দু দিন পরে
ওর জীবনে নিজেই এসেছিল তন্বী।
ওই কলেজেরই ফিজিক্সের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী–
দারুণ স্মার্ট, অসামান্য সুন্দরী–
শিল্পপতি বাবার একমাত্র মেয়ে।
পড়াশুনোতেও তুখোড়–
ছেলেটির মতো রেজাল্ট না হলেও
এইচ.এস.-এর মেধা তালিকায় প্রথম দশের শেষ দিকে নাম ছিল...

সবাই বলেছিল–
জুটিটা জমল ভালো।
ম্যাথের সাথে ফিজিক্স।
দারুণ জোড়–তাই না...

তারপর দুজনে মিলে–
বাইপাস থেকে টালা
কলেজ স্ট্রিট থেকে জোকা

নন্দন থেকে ভিক্টোরিয়া...
এতে অবশ্য–
ছেলেটির থেকে তন্বীর উৎসাহ-ই
বেশি ছিল।
বেশি ছিল–কফি হাউজে বসে স্বপ্নের বুনোন
আর আকাশে মেঘ হয়ে ভেসে যাওয়া...

কিন্তু–
তার আড়ালে বজ্রও ছিল।
সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখা তন্বীর বাবার
কানে খবরটা পৌঁছাতেই–
তিনি মেনে নিতে পারেননি বিষয়টা।
আর পারবেন-ই বা কী করে–
কোথায় তাঁর রাজকন্যা
আর কোথায় অজ পাড়াগাঁ-র চাল-চুলোহীন একটা ছেলে...

BANGLADARSHAN.COM

তবু ভালোবাসা বাঁধ মানেনি।
স্তব্ধ হয়নি আবেগের স্রোত...

তাই শেষ পর্যন্ত–
পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন–
তন্বীর বাবা নিজের হাতে হাতকাটা পল্টুর হাতে...

সব মিলিয়ে প্রেম-জীবনের
সাতাশ দিনের মাথায়
মাত্র বারো ইঞ্চির ইস্পাতের একটি টুকরো বসে গেল ছেলেটার শরীরে
আর গোটা চারেক বুলেট
সোজা ঢুকে গেল শরীরের নানা স্থানে।

শেষ পর্যন্ত খবরটি গেল তন্বীর কানে।
বাবা কিছু না জানার ভাণ করে মেয়েকে বললেন–
'দেখেছো মামণি, তোমাদের কলেজের
বিতান না কী–ওই নামের একটি ছেলে খুন
হয়েছে...। কাগজেই পড়লাম...। কী যে হলো দেশটার...।'

না আর শুনতে পায়নি মেয়েটি।

ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সে।

বুঝল–এ কাজ তার সেই পাপার–

যাঁর জন্য সে সব কিছু হারাতে রাজি ছিল…।

তারপর–

তারপর মেয়েটিও এগিয়ে গেল

তার ঘরের বাঁ দিকে–

সেখানেই তার ভীষণ প্রিয়–ভীষণ পছন্দের

দুধ-সাদা তাজমহলটার পাশে রাখা ছিল

নেপাল থেকে আনা

সেই ভোজালিটা…

তারপর

তারপর…

সে-ও নিজের বুকের মাঝে বসিয়ে দিল সে-টা!

আর তখনই–কী আশ্চর্য–তখনই

সে যেন শুনতে পেল

সেই লাজুক ছেলেটি যেন বলছে–

“আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ, তন্বী

আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ…”

BANGLADARSHAN.COM

যন্ত্রণা

জয়দেব বিশ্বাস

তীব্র এক যন্ত্রণা কুঁরে কুঁরে যায়,
অব্যক্ত বেদনায় কেঁপে ওঠে হৃদয়,
যখন মন চলে যায় নাগাসাকি, হিরোসিমায়।
যখন মন চলে যায় টুইন টাওয়ারে,
যখন মন চলে যায় এক মরু প্রান্তরে।
যখন মন চলে যায় সুনামি বিধ্বস্ত এলাকায়,
যখন মন চলে যায় বন্যাপীড়িত এলাকায়।
যখন মন চলে যায় কালাহান্ডির বুভুক্ষার পাশে,
যখন মন চলে যায় সোমালিয়ার এক গ্রামে,
যখন মন চলে যায় ইথিওপিয়ায় বা ভুজে।
যখন মন চলে যায় মুম্বাই বিস্ফোরণে,
যখন মন চলে যায় নারী নির্যাতনে,
যখন মন চলে যায় ভূকম্প বিধ্বস্ত জাপানে।
যখন মন চলে যায় নিরাশ্রয় অভুক্তের পাশে,
যখন মন চলে যায় চিকিৎসা না পাওয়া রোগীর কাছে।
যখন মন চলে যায় শিশু শ্রমিকের কাছে,
যখন মন চলে যায় শিক্ষার আলো না পাওয়াদের কাছে,
যখন মন চলে যায় বৃদ্ধাশ্রমে বা অনাথ আশ্রমে।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি

সারা রাত হলো বৃষ্টি,
লাগলো ভারি মিষ্টি।
বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি,
দু'জনে ফেরানো গেল না দৃষ্টি।

সকালে বৃষ্টিস্নাত বাগানে গিয়ে দেখি,
ফুলগুলি বিধ্বস্ত,...চমকে গেলাম, একি!
সোনা রোদ ঝলমল করে উঠলো,
নতুন ফুলের কুঁড়ি ফুটলো।

মধু আহরণে পতঙ্গেরা জুটলো,
আমার চঞ্চল মন কাছে পেতে চাইলো।
আমার প্রাণ নতুন সুরে গাইলো,
আমার হৃদয় আবার খেলায় মাতলো।

BANGLADARSHAN.COM

ঘাসের বিছানায়

সবুজ ঘাসের বিছানায় একাকী বসেছি,
পূর্ণিমার চাঁদ দুচোখ ভরে দেখেছি।
চাঁদের ভরা যৌবন দেখে মুগ্ধ হয়েছি,
মধু জ্যোৎস্নার আলো সারা দেহে মেখেছি।
মনে মনে স্বপ্নের নানা ছবি এঁকেছি,
নিজেকে কখন যেন হারিয়ে ফেলেছি।
না পাওয়ার বেদনায় নিজেকে পুড়িয়েছি,
তোমাকে আমার ভেবে কল্পনায় সাজিয়েছি।
শুধু তোমার কথা ভেবে ক্লান্ত হয়ে গেছি,
ভাবতে ভাবতে কখন জানি না ঘুমিয়ে পড়েছি।

BANGLADARSHAN.COM

শীতকাল

শীতকাল মানেই বনভোজন, পিকনিক,
পিকনিক মানেই মন-প্রাণের টনিক।
পিকনিক মানেই হৈ হুল্লোড়, ভালো খাওয়া,
পিকনিক মানেই মনের মানুষকে কাছে পাওয়া।

শীতকাল মানেই বেড়ানো,
শীতকাল মানেই সারাদিন ছোটাছুটি।
শীতকাল মানেই লেপ, কম্বল,
শীতকাল মানেই রোদ ও আগুনের পরশ।

শীতকাল মানেই মোটা পোশাক,
পোশাক মানেই নানা রঙ,
রঙ মানেই মনের নানা ঢঙ,
ঢঙ মানেই মনের পছন্দ।

BANGLADARSHAN.COM

শীতকাল মানেই নানা খাবার,
খাবার মানেই পিঠে পুলি।
খাবার মানেই নানা সবজি, কপি, মটরশুটি
খাবার মানেই নানা ফল আর কমলা লেবু।

শীতকাল মানেই খেজুরের রস, নলেন গুড়,
শীতকাল মানেই ডালের বড়ি।
শীতকাল মানেই নানা মরশুমী ফুল,
ফুল মানেই ডালিয়া, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা।

শিশু

যিনি ভালোবাসেন না শিশু, ফুল, গান,
তিনি তো স্বাভাবিক মানুষ নন।
কোনো শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়,
সে থাকে ফুলের মতো নিষ্পাপ, নির্মল।
সেই শিশুটি ক্রমশ বড় হতে থাকে,
পারিবারিক ও সামাজিক নানা কারণে
ঐ শিশুটি ভালো হয় বা খারাপ হয়।
কোনো অভিভাবকই চান না তাঁদের শিশুটি খারাপ হোক,
কিন্তু পরিবেশই অনেক ক্ষেত্রে খারাপ করে তোলে।
শিশুরা হলো নরম মাটিমাখা এক মণ্ড,
এই মণ্ডটিকে শিল্পীর মতো রূপ দেওয়া যায় যেমন পছন্দ।
কিন্তু কখনো কখনো সেটা করা সম্ভব হয় না,
তার জন্য দায়ী কে? সেটাই করতে হবে ভাবনা।
বয়ঃসন্ধিকালে যারা অভিভাবকের কথা শোনে না,
তারা নিজেকেই অভিভাবক বলে মনে করে।
ছোট বেলায় অমূল্য সময় যারা অপচর করে,
তারা নিজেরাই ফাঁকেতে পরে।
তারা সব দিক থেকে পিছিয়ে পরে।
সারা জীবনের তরে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতির শোভা

অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার বাসনা,
মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির রয়েছে কামনা।
কখনো মন যেতে চায় সবুজের কোলে,
কখনো মন যেতে চায় সাগর জলে।
কখনো মন যেতে চায় বালির আবেশে,
কখনো মন যেতে চায় পাহাড়ের দেশে।
কখনো মন হারায় টাইগার হিলের সূর্যোদয়ে,
কখনো মন হারায় কেদারনাথের পাহাড় চূড়ায় সূর্যাস্তে।
পর্বত চূড়ায় রামধনু রঙের পরিবর্তন হয় ক্ষণে ক্ষণে,
যে না দেখেছে ভাষায় বোঝানো যাবে না সেই জনে।
কখনো রূপালী, কখনো সোনালী, কখনো রক্তিম আভা,
প্রকৃতি যেন যৌবনের রূপছটায় চূড়ায় তার অপরূপ শোভা।

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্রপ্যাথি

হরেক মানুষের হরেক রোগ,
রোগীদের সইতে হয় নানা দুর্ভোগ।
রোগ হয় নানা প্রকার,
প্রধানত শারীরিক ও মানসিক।
মানুষের বাড়ছে আরাম,
তেমনি বাড়ছে ব্যারাম।
অ্যালোপ্যাথিতে মানুষ যায় ডক্টরের কাছে,
হোমিওপ্যাথিতে মানুষ যায় ডাক্তারের কাছে।
আয়ুর্বেদে মানুষ যায় কবিরাজের কাছে,
ইউনিনানিতে মানুষ যায় হেকিমের কাছে।
কেউ ছুটে চলে তান্ত্রিকের কাছে,
কেউ ছুটে চলে উপাসনা স্থলে।
বায়োকেমিক, অলটারনেটিভ, ন্যাচারোপ্যাথি,
শিবাম্বু চিকিৎসা, বেঙসুই, বাস্তু আরও আছে নানা প্যাথি।
কারও মতে রোগ সারে
যোগ, ব্যায়াম, প্রাণায়াম করে।
কারও মতে রোগ সারাতে,
যেতে হবে লাফিং ক্লাবে।
ওষুধের অপপ্রয়োগে ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হচ্ছে আরও রোগ,
প্রতিদিন তিলে তিলে বাড়ছে মানুষের দুর্ভোগ।
কোথায় গেলে হবে রোগের সঠিক সুরাহা,
সর্বত্র মানুষ আজ হচ্ছে দিশাহারা।

BANGLADARSHAN.COM

পাশে থেকো

পাশে থেকো তোমরা চিরদিন,
পাশে থেকো বিপন্ন পৃথিবীকে রক্ষা করতে,
পাশে থেকো উদ্ভিদ ও প্রাণীর অকারণে হত্যার প্রতিরোধে।
পাশে থেকো দূষণমুক্ত বিশ্ব গড়তে,
পাশে থেকো কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ করতে।
পাশে থেকো অনাথ গরীব দুখীর,
পাশে থেকো রোগক্লিষ্ট অসহায় মানুষের।
পাশে থেকো ক্ষুধার্ত জীর্ণ মানুষের,
পাশে থেকো আশ্রয়হীন মানুষের।
পাশে থেকো প্রবীণ মানুষের,
পাশে থেকো শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্দীদের।
পাশে থেকো খেলাধূলা, শিল্প সংস্কৃতি চর্চায়
পাশে থেকো স্বাস্থ্য চর্চায়।
পাশে থেকো নারী নির্যাতন প্রতিরোধে,
পাশে থেকো জনবিস্ফোরণ রোধে।
পাশে থেকো শিশুদের সুস্থ মানবিক বিকাশে,
পাশে থেকো সবার সুস্থ বিনোদনে।
পাশে থেকো অসামাজিক কার্যকলাপ রোধে,
পাশে থেকো দেশের ও নারীর সম্মান রক্ষায়।
পাশে থেকো সমাজের অগ্রগতিতে,
পাশে থেকো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের।
পাশে থেকো ঝড় ও ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্তদের,
পাশে থেকো আগুন ও দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের।
পাশে থেকো দুস্থদের,
পাশে থেকো শিশু শ্রমিকের।
পাশে থেকো দেশ ও জাতির উন্নয়নে।
পাশে থেকো সব মানুষের কল্যাণে।

BANGLADARSHAN.COM

শীতের গ্লামার

শীতকালের ঠাণ্ডা ও উষ্ণতা,
এই দুটির মধ্যে আছে দারুণ বন্ধুতা।
শীত পড়লেই চাই উষ্ণতা,
শীত পড়লেই চাই গরম কফি বা চা।
গরম পোশাকের আলিঙ্গনে সঁপে দেওয়া,
একটু গরল পেলেই মনে হয় পরম পাওয়া।
শীতের কামড় থেকে বাঁচার জন্য দরকার,
হরেক রঙের চাদর, শাল, সোয়েটার, মাফলার।
অনেকেই পোশাকে রঙিন, মনে রঙিন,
দ্রুত ফুরিয়ে যায় শীতের দিন।
শীত মানেই শুধু নয় কোল্ডক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার,
মরশুমি ফল, মূল, শাক, সবজিও দিতে পারে গ্লামার।
শীতে থাকে তীব্র ঠাণ্ডা ও শুষ্কতা,
শীত থেকে বাঁচতে চাই প্রতিরোধ ক্ষমতা।
শীত মানেই নানা উৎসব বইমেলা, শিল্পমেলা,
গ্রামে শহরে হয় নাটক, যাত্রাপালা।
শীত মানেই কেক, পিঠেপুলি,
শীত মানেই সবাই মিলে চড়ুইভাতি।
শীত মানেই যখন তখন ভ্রমণ,
কাছে দূরে যেতে চায় মন।
শীত মানেই লেপ ঢেকে শয়ন,
একটু উষ্ণতার জন্য ছটফট করে মনে।

BANGLADARSHAN.COM

শিক্ষা

শিক্ষা মানে জ্ঞানের আলো জ্বালানো,
শিক্ষা মানে সুপ্ত প্রতিভাকে জাগানো।
শিক্ষা মানে সঠিক পথ দেখানো,
শিক্ষা মানে কুসংস্কার দূর করানো।
শিক্ষা মানে নিজের পায়ে দাঁড়ানো,
শিক্ষা মানে পরনির্ভরতা কমানো।
শিক্ষা মানে চেতনার প্রকাশ পাওয়া,
শিক্ষা মানে প্রেরণার বৃদ্ধি হওয়া।
শিক্ষা মানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন নয়,
শিক্ষা মানে জীবনে চলার পথের সব জ্ঞান অর্জন হয়।
শিক্ষা মানে গুরুজনদের কথা মেনে চলা,
শিক্ষা মানে শিক্ষালয়ে ঠিকমতো শেখা।
শিক্ষা মানে সর্বত্র মানিয়ে চলা,
শিক্ষা মানে ষড়রিপু দমন করা।
শিক্ষা মানে শিক্ষার্থীর জীবন গড়ে তোলা,
শিক্ষা মানে সমাজে ও দেশে এগিয়ে চলা।
শিক্ষা মানে যাহা দান করলে আরও বৃদ্ধি পায়,
শিক্ষা মানে সর্বত্র পায় সম্মানের স্থান।
শিক্ষা মানে যতদিন বাঁচা, ততদিন শেখা,
শিক্ষা মানে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতির প্রসার।
শিক্ষা মানে উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষা করা,
শিক্ষা মানে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা।
শিক্ষা মানে স্বার্থপরতা ভোলা,
শিক্ষা মানে সবাইকে নিয়ে চলা।

BANGLADARSHAN.COM

বাইশ বছর বাদে

রমেশ পালিত

বাইশ বছর বাদে তুমি এলে
কনকনে শীতের মধ্যরাতে
পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে
অবিশ্বাস্য নীরবতায় এ কী আশ্চর্য অভিসার!
সেদিন তোমাকে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল
ফিরে তাকাবার শক্তি ছিল না
বাইশ বছর বাদে তুমি এলে
এতদিন ভেবেছি সমস্ত যন্ত্রণা সে শুধু আমার
তোমার বুকের মাঝেও তবে কি
প্রতিদিন জ্বলেছে দুঃসহ অগ্নিশিখা?
মৃত্যুর চেয়েও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল
দেখা হবেই একদিন না একদিন
শমন এসে দুয়োরে দাঁড়িয়েছে বারবার
অপারেশন টেবিলে সবকিছু প্রস্তুত
যাইনি
মরিওনি
শমন এসে দুয়োরে দাঁড়িয়েছে বারবার
মৃত্যুর চেয়েও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল
দেখা হবেই একদিন না একদিন আবার
অবাক হচ্ছি এই ভেবে
তুমিও এত যত্ন করে ‘ভালোবাসা’কে
এতকাল পুষে রেখেছিলে বুকের মধ্যে!
একদিন হৃৎপিণ্ড চিরে লিখেছিলে রক্তলেখা
‘আজীবন ভালোবেসে যাব, আমৃত্যু অপেক্ষা করব’
এ যে শুধু ছেলেখেলা নয়
এ যে শুধু কথার কথা নয়
প্রতীক্ষার পারাবার পেরিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

জীবন্ত সত্য হয়ে দেখা দিলে
বাইশ বছর বাদে তুমি এলে
এসেছিলে
ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাতে
দেখা হল না
সূর্যতপা
বাইশটি বছর পাঁজরভাঙা প্রতীক্ষায়
দিন গুনেছি
চোখের ধারায় বয়ে গেছে নদী
একটিবার দেখা হত যদি!
তুমি এসেছিলে
সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করে
পৃথিবীকে চমকে দিয়ে
দেখা হয়নি
সযত্নে রেখে গিয়েছিলে উপহার
সূর্যতপা
মনে পড়ছে সেই রক্ত-লেখা চিঠি
এখনো কি সাক্ষী হয়ে আছে
বুকের সেই বুক-কাঁপা ক্ষত?
সূর্যতপা
পৃথিবীতে সকলেই যেন তোমার মতো মন পায়
সকলেই যেন তোমার মতো ভালোবাসতে শেখে
শুধুই দিয়ে গেছ তুমি
পাওয়ার প্রত্যাশা করোনি কোনোদিন
তোমাকে পাইনি
পাওয়া হবে না এ জীবনে আর
বাইশ বছর বাদে এসেছিলে
দেখা হল না
তুমি জানতে চেয়েছ–
'আমি কেমন আছি'

BANGLADARSHAN.COM

সূর্যতপা

এখনো আছি

হয়তো রয়ে যাব আরো অনেকগুলো বছর

‘কেমন আছি’

প্রশ্ন করো না

শুধু এইটুকু জেনো

সহস্র আঘাতেও আমি আগের মতোই আছি।

BANGLADARSHAN.COM

আমি সুজাতা বলছি

আমি সুজাতা বলছি:
আমি এক অন্ধ মেয়ে
ছত্রিশ বছরের জীবন-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে
সেদিন আমি প্রথম অনুভব করলাম–
আমি দৃষ্টিহীন,
আমার দুটো চোখই হারিয়ে গেছে
মহাকালের গর্ভে!
তখন আমি সিক্সে পড়ি
মা স্কুলে যাওয়ার সময় আমাকে
হাত ধরে নিয়ে যেত
আমি হাঁ করে তাকিয়ে দেখতাম–
আমার বিধবা মা ধপধপে সাদা শাড়ির
আঁচলে এক রাশ আশার আলো
লুকিয়ে রেখেছে
একদিন আমি বড়ো হব
অনেক বড়ো
আমার মায়ের বহুযুগের সঞ্চিত ব্যথা
যা অহরহ মাকে কুরে কুরে খাচ্ছে
সেদিন আমাকে দেখে
আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
মায়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে
আমি নিশ্চিত, সে অশ্রু সুখের, তৃপ্তির,
সেই আঁখি স্রোতে ভেসে যাবে
তার ব্যথার স্তূপ।
আমার বুকভরা আশা ছিল–
আমি বড়ো হব অনেক বড়ো
দশের একজন দেশের একজন
পৃথিবীর একজন।

BANGLADARSHAN.COM

আমি আর পাঁচজন হাসিখুশিভরা
মেয়েদের মতোই উল্লাসের
রাগিণীতে তনু ভাসিয়ে দিয়ে
জীবন কাটাতাম
সে জীবনের নাম প্রাণ-ভরা জীবন
সে জীবনের নাম স্বপ্নময় জীবন।
একদিন শুক্লা তিথির রাতে
পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে
সমস্ত আকাশটা জুড়ে,
রুপোলি আলোর রোশনাই সে
ছড়িয়ে দিয়েছে উদার হাতে
আমি চোখ মেলে দেখলাম সে দৃশ্য
অবাক হ'য়ে দেখলাম সে দৃশ্য
প্রাণভরে দেখলাম সে দৃশ্য
হাঁ ক'রে গিললাম সেই ছন্নছাড়া দৃশ্য।
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল
শরতের ভরা জ্যোৎস্না আমাকে
হাতছানি দিয়ে ডাকছে
আমার রক্তের প্রতিটি কণায়
কী এক অনাবিল নেশা ধরিয়ে দিয়েছে
একটা দুর্দমনীয় দুর্বোধ্য মোহ
আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল
আমি এক অনির্বচনীয় আবেগকম্পিত
দেহে লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম
আমি চমকে উঠলাম
আমার চারিদিকে অথৈ অন্ধকার
মনে হ'ল আমি এক অগাধ আঁধার
সাগরবক্ষে ডুবে যাচ্ছি
আমি চিৎকার করে উঠলাম
'মা আমি দেখতে পাচ্ছি না!'
আমার চিৎকার শুনে সেদিন

BANGLADARSHAN.COM

কেঁপে উঠেছিল ডালিম গাছটা
জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে
সে আমাকে নতুন আশ্বাস দিয়েছিল
সে আশ্বাসে ছিল নতুন জীবনের দিশা
নতুন পথের সন্ধান
তার স্পর্শে ছিল জীবনকে ফিরে
দেখার এক অমূল্য বাণী।
তারপরের ইতিহাস হ'ল:
        আমি এক দৃষ্টিহীন মেয়ে
আমাকে হ্যান্ডিক্যাপ্‌ডের
        খাতায় নাম লেখানো হল
আমি নতুন স্কুলে ভর্তি হলাম
সে এক অন্য জগতের স্কুল
পাঠক, আপনারা তার ঠিকানা
        জানেন কি?
না জানারই কথা
        সে জগৎ আপনাদের জগতের
        অনেক বাইরে
        অ-নে-ক দূরে
দূরে বহুদূরে!
সেই অন্ধকার দুনিয়ার খবর আপনারা
        রাখেন না
কোনোদিন রাখেননি
কখনো রাখবেন না।
শুরু হ'ল আমার নতুন অনুভূতি
আমি পৃথিবীকে নতুন করে
                দেখতে পেলাম
আমার স্পর্শের অনুভূতি দিয়ে,
আমি জীবনকে দান করলাম,
                এক নতুন প্রাণ
        আজ আমি বড়ো হয়েছি

BANGLADARSHAN.COM

আমার মায়ের আশা পূরণ করেছি
আমি হেরে যাইনি
আমি সেদিন রাতে ডালিম গাছকে
কথা দিয়েছিলাম
সে কথা আমি রেখেছি
আমি বড়ো হয়েছি
শ্যামনগর স্টেশনের পাশেই
ছোট্ট বাজারের বুক চিরে রেললাইন
চলে গেছে,
ওর পাশেই অন্ধ স্কুলটা
আমি ওখানেই থাকি
আমি ওদের 'বড়দিমণি'
চিরঅন্ধকার কারাগারে যারা নির্বাসিত
আমি তাদেরই আদরের দিদি
আমি ওদের যখন পড়াতে বসি
স্পষ্ট দেখতে পাই–
ওরা বাঁচতে চায়
ওরা বড়ো হতে চায়
ওরাও আমারি মতো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
ওরা নয়ত অন্ধ
আমি ওদের এক অভিনব আলোর
জগতে নিয়ে যেতে চাই
ওদের বুকের মধ্যে যে ব্যথা
অবিরত আছড়ে পড়ছে
আমি তার অবসান ঘটাতে চাই
আমি ওদের মহান হেলেনের
জীবনী শোনাই
অন্ধকারে এক অভিনব
আলোর জগৎ দেখাই।
আমি উচ্চকণ্ঠে বলি–
আমরা মহাকালের কালচক্রে

BANGLADARSHAN.COM

দৃষ্টি হারিয়েছি বটে
তবে অন্ধ হইনি মোটেই।
নিষ্ঠুর নিয়তি আমাকে থামাতে
পারেনি
আমাকে আমার সংকল্প থেকে
টলাতে পারেনি
আমি বড়ো হয়েছি
অনেক বড়ো
আমি আমার মায়ের কথা রেখেছি
রেখেছি আমার আদরের
ডালিম গাছটার কথা।
আমি সুজাতা বলছি–
আমি ধন্য, আমি গর্বিত
আমি অভিমানিনী
আমি ঐ দৃষ্টিহীনদের বড়দিমণি।

BANGLADARSHAN.COM

কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ

জেগে ওঠে কুলকুণ্ডলিনী ভাষা পায় মগজের শিরা
কেউটের কারসাজি শুরু হয়ে গেছে
সর্বগ্রাসী দাঁত, উদ্ধত ফণা
সময়ের হৃৎপিণ্ড কালাজ্বর ফুসফুসে ফোবিয়া
ওসব খোঁড়াখুড়ি অর্থহীন হাস্যকর
ইটের পাঁজরে কী লেগে আছে অথবা নেই
পণ্ডশ্রম পাবে কি খুঁজে খেই?
খঞ্জর নয় অদিতির আজ প্রয়োজন খঞ্জনি
বলাৎকারে বলাৎকারে ছয়লাপ বাতাসের বুক
মূল্যবান মুখে কুলুপ কলকাঠিরা সব মূক
তিলোত্তমার ইজ্জত বাঁচাতে কলির যূপকাষ্ঠে যুবকের বলি
এখানেই শেষ নয়, বেজে ওঠে নরকের শেষ হুইসেল
মাত্র এগারো বছরের মামনি দে–নালিশ জানাবে কার কাছে?
বর্বর আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত ঝুপড়ির অমূল্য রতন রাজু সাউ
সদর মফস্সল সর্বত্র পাশবিক হত্যার ইতিহাস জ্বলে দাউ দাউ
বিপন্ন নারীর অস্তিত্ব বাঁচাতে এরপর কে আসবে ছুটে?
সবটুকু চেটে নেওয়া চালবাজ চালকেরা আছে তালে যে যার
চোখ মেলে দেখেছ কি অবনি অর্ধেক পৃথিবীর পেটে এখনো অনাহার?
কেন এই উন্মাদনা কীসের সুদিন?
মানবতার চূড়ান্ত অপমান সুদে আসলে
ফিরিয়ে দিতে হবে একদিন।...

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের সংজ্ঞা

বিপন্ন রোদ্দুর নামে আনত মাথায়
সতীর মেলায়
শোনা যায় ভয়ার্ত কণ্ঠ–
'হরিহর সর্বনাশ!'
মাঝরাস্তায় লুট হয়ে গেছে মাল
ওরা সব?
সন্ধান মেলেনি আর
আলোর আড়ালে কত কারবার
ওরা সব?
সন্ধান মেলেনি আর
এগিয়ে আসে কুর্সি বদলের খেলা
কোটি টাকার কুশীলব করজোড়ে
দরজায় দরজায়
'ঘরের ছাউনি ছেয়ে দেব
বাড়িতে বসিয়ে দেব কল'
হাতে হাতে ভাঙে ফরমান
রাতারাতি ফিরে আসে
হাঘরে হাভাতের দল
আবার কিছুদিন নিশ্চিন্ত আশ্রয়
আবার বিয়োবার পালা
তারপর?
বিপন্ন রোদ্দুর নামে আনত মাথায়
সতীর মেলায়
এবারের কেদারা আরো বেশি নির্মম
বিনা নোটিশেই ছুটে আসে বুলডোজার
আবারও শুরু হয় খেলা হাজার
আকাশের ছাদে নামে উদ্বাস্তু শিবির
ওরা সব পরগাছা ওরা সব উৎপাত

BANGLADARSHAN.COM

অর্ধচন্দ্র দাও সীমানার ওপার
ওরা সব?
সন্ধান মেলেনি আর
ওপারে লাথি এপারে পদাঘাত
ওপারে বেআব্রু ইজ্জত
এপারে রক্তাক্ত আঁচল
ফারদিন নারায়ণী সন্তোষ গুলজার
ওরা সব?
সন্ধান মেলেনি আর...

BANGLADARSHAN.COM

আমরা সব

পাশবিক যৌনতার ঘ্রাণ উড়ে আসে হাওয়ার ডানায়
ন'বছরের নারায়ণী শ্মশান-যাত্রার আয়োজন সারে
কবির হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে আসে
কবির সর্বাঙ্গ বিবশ হয়ে আসে
আট দিন অবিশ্রান্ত রক্তক্ষরণ শেষে শেষ হয় নিষ্পাপ শিশু
সভ্যতার কফিনে লেখা হল অন্তিম বার্তা
অবিশ্বাস্য যৌনলীলায় ছয়লাপ আমাদের সংসার
মনুষ্যশাবকের সংসার
এর চেয়েও লজ্জার
এ কলঙ্ক আরো বেশি ভয়ঙ্কর
রেহাই পায় না মাতৃসমা নারীও
এক একটা দিন এক একটা নারকীয়তার স্মরণীয়
ও কাল
BANGLADARSHAN.COM
আমরা সব মুক্ত বিহঙ্গ
আমরা সব উদারপন্থী
আমরা সব রমণপন্থী
আমরা সব বমনপন্থী
আমরা সব যুগাবতার
আমরা সব মানবতার
আমরা সব সভ্যতার
আমরা সব সর্বহারার
আমরা সব...

পরিব্যাপ্তি

নীলাদ্রি বিশ্বাস

'...আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ।
অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।'...
–তৈত্তিরীয় উপনিষদ্।

আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি
অগ্নি হতে জল–আর
জল হতে পৃথিবী।...

দীর্ঘ পর্যটনে এই মাটি,
মাটির মানুষ।

পাখি ডাকে, বয়ে চলে নদী
সমুদ্র-মেখলা ঘেরা এই সজীবতা
স্নেহ, প্রেম, বন্ধুত্ব...বিরহ, মিলন।
অণুতে অণুতে অভিকর্ষের টান
ঘূর্ণিবলয়ে সুনীতি, শৃঙ্খলা।

মহাকাশ: সূক্ষ্ম, রুক্ষ, কঠিন, কোমল–
নিরন্ধ্র অন্ধকারে জ্যোতির্লেখা, অরব-গুঞ্জন।
ডুবু ডুবু নক্ষত্র মরে যায়
তিমিরে বন্দি থাকে বন্ধ্যা সময়।...
আকাশগঙ্গা'র অণু রেণু, ধূলিকণা
পুনরায় জন্ম দেয় সশক্ত তারার,
জন্ম নেয় নতুন পৃথিবী...
ধীরে ধীরে শীতল হ'য়ে আসে বায়ুস্তর
ফুলফোটার মত সুন্দর হ'তে থাকে
জটিল গ্রন্থিগুলো–
হাওয়ার পরিবর্তনে
আঘাত, প্রতিঘাতে
অবসাদ মুছে–

BANGLADARSHAN.COM

কথা ফোটাতে থাকে মাটিতে।
স্নানশেষের শিরা, উপশিরা
দৃপ্ত, সুন্দর, দুরন্ত আবেগে
জেগে ওঠে বলিষ্ঠতা নিয়ে।

স্বয়মপূর্ণ সংঘট্ট' নির্জন নিঃসীমে
প্রতি পলে পলে।
যুগ-যুগান্তের ঋজু ছন্দের ভারসাম্যে
লীলায়িত অগ্নিস্নান...

পৃথিবী সংলগ্ন মহাকাশে–
ভূমার স্পর্শ ভূমিতে।

BANGLADARSHAN.COM

বিস্ময়-বৃত্তান্ত, কিংবদন্তী...

গভীর স্মৃতি থেকে গান–
বাতাসে ফিরে তাকানো, আর
পরিপাটি পথ চাওয়া
ডুবে থাকা নিজের গভীরে।

সূর্য এসে ঘুম ভাঙ্গায় সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত ক'রে;
জানলায় তার ঠোঁটের চুমু প্রথম কণ্ঠস্বর–
প্রান্তর ছাপিয়ে ওঠা ঢেউ, সবর হাওয়ার।
পাথর নিঃসৃত জলকল্লোল টিলায়, টিলায়;
কালের দেবতা নিপুণ হাতে পৃথিবীর মত–
গড়ে তোলে আরও পৃথিবী।
ঘটনাবলী...বিস্ময়-বৃত্তান্তের কিম্বদন্তী;
অভ্যস্ত ধারায় নতুন অভ্যুদয়ের শব্দ শুধু বৃষ্টি ফোটায়।
আদি কথার দ্যুতি আঁকা–পাথর, সমুদ্র, নিশীথের পুষ্প সুবাসে:
ঝাঁক বেঁধে ওড়া পাখির তরঙ্গধ্বনি–
প্রাচীরে উপচে পড়া রোদে, তাৎপর্যময় অনুভূতি।

দিনের আলো ছায়াতটে ফেরে
শব্দের আচ্ছাদন হ'তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে
মাটির অঙ্গরাগ ধুয়ে ফেলে
নিঃশব্দ মর্মরে ফুটিয়ে তোলে অসাদৃশ্যরূপ।

BANGLADARSHAN.COM

চেতনা

মনে মনে প্রত্যাশিত রং খোঁজ ক'রতে ক'রতে
সেদিন যখন চিলেকোঠার দিকে এগোচ্ছিলাম
ঠিক তখনই, দু'পাশের ইটের দেয়ালফাটা উচ্চকিত হাসি
সচকিত ক'রলো–
ব'ললে, বাঁকাচোরা, বিবর্ণ-পোড়ামাটির পিন্ডও
ব'লে দিতে পারে যে খবর–
আশ্চর্য! তুমি, সেটুকুও জানো না!
রং খুঁজতে হন্যে হ'য়ে ছুটছো কোথায়?
প্রত্যাশিত রং পেতে হ'লে মনকে তুমি মনে মনেই
আকাশমুখী করো,
দেখবে নীলের অগাধ সাগর উপচে প'ড়ছে তোমার
চোখের পাতায়,
সাতরঙে আঁকা রামধনুর অপ্রমেয় সুধা
বিন্দু বিন্দু ঝ'রে প'ড়বে তোমার দৃষ্টির সম্মুখে।

BANGLADARSHAN.COM

পাখির পালকের যা-কিছু রং
প্রজাপতি ও বন-উপবনের শাখা-পত্রের রং
সবই তোমাকে রাঙিয়ে তুলবে।

হে সময়, তোমায় নমস্কার

দিনে দিনে অনেকগুলো দিন হয়েছি পার–
হে সময়, তোমায় নমস্কার।
নিঃসীম আঁধার ভেঙে শুভ-সন্ধিক্ষণে
উত্তীর্ণ-অর্ধশতবসন্তের প্রফুল্ল ব্যজনে
অতীত ও বর্তমান আজ একাকার–
হে সময়, তোমায় নমস্কার।

দুঃসহ, বিশাল এ ধুম্র-মায়াজাল
উত্তরণ অধিকার পেয়েছি বারবার,
পেয়েছি পূর্বাপর-মর্মগাথা এই চরাচর–
হে সময়, তোমায় নমস্কার।

সন্ধিতে সন্ধিতে পূর্ণায়ত কাল
ছন্দ-বন্ধে নিত্য, শিল্পিত বিশাল
আজন্ম তুমিই ধ্রুব, মৃত্যু ইশারার–
হে সময়, তোমায় নমস্কার।

শতচ্ছিন্ন উত্তরীয় শোণিতার্দ্র ভূমি
সিক্ত পদতল–
শুদ্ধ, নিত্য, এ-জীবন তবু জানি
মহাসম্ভার;
হে সময়, তোমায় নমস্কার।

BANGLADARSHAN.COM

শব্দাবলী দীর্ঘঃ দীর্ঘতর

কেউ কেউ বর্ণমালার
বিচিত্র বর্ণের কাছে দাঁড়িয়েও
চোখে রাখে কৃষ্ণ-যবনিকা;

খরস্রোতা ব'য়ে চলে পাহাড়ের ঢালে
মাটির সাম্রাজ্য এই–
উচ্চারিত, অনুচ্চর শব্দকে পাওয়ার জন্যে
এই জীবন, এই বাঁচা,
সময়ের এই মূল্য দেওয়া।

কথায় গাঁথা শব্দাবলী দীর্ঘঃ দীর্ঘতর
এক, দুই পরম্পরা সাত...আট...নয়...
গাণিতিক কারুকাজ বিচিত্র যাত্রার
সহজাত ভাষা
হায়ারোগ্লিফিক কিংবা ক্যাল্ডীয়-দীপ্র নামাবলী
অনিন্দিত স্বর্গ হ'তে সপ্তসিন্ধুতটে।

BANGLADARSHAN.COM

পাথর মহল

সূর্য মুঠিতে ধরা, সূর্য খে'লে শাখায়, পল্লবে–
নৃত্যরত মাটির গম্বুজে।
কোন্ ধৃতিমান–ভৈরবের বিচিত্র বয়ান লেখে
কারুকার্যময়?
ঠোঁটের মাপেই ভাষা আঁকা-বাঁকা হ'য়ে যায়
সমান্তরাল শুধু চিত্রভাষা–
এগিয়ে চলে, সুষম গতিতে।

মাটির গভীর থেকে অর্ঘ্য তোলে হিমায়িত গুহাচিত্র–
কণাগুলো দ্রুতগামী আলোকের চেয়ে।
অগ্ন্যুৎগার, ঝ'ড়ো হাওয়া বিপ্রতীপ স্রোতে
স্নায়ুকে এগিয়ে নিয়ে চলে;
কল্পনার আপেক্ষিক সীমারেখা নয়–
এ এক বিবর্ধক মননের কাচ।
পাথর মহল যুগ যুগ চেয়ে আছে
মুক্ত অরুণাভো–
মুছে গেছে মানচিত্র হ'তে সেই সব প্রবুদ্ধ মানুষ।

BANGLADARSHAN.COM

সেইকণ্ঠ অন্যধ্বনি

কঠিঁ প্রত্যয় রাখি প্রতিপায়ে, এ-জীবন জানি
শত শত শতাব্দীর দিগ্‌নির্ণয়ে
উজ্জ্বল আলোর বার্তা
এই পৃথিবীর।
দু'হাতে আমার–
প্রসন্ন পাপড়িমেলা ফুলের কৌতুক।
নিঃশব্দ পথচারী নই,
যে কাল প্রলয়নৃত্যে ভেঙে দেয় সব
তারে বলি থাম, আমি নবজন্মের কবি
বসন্তআবেশ আনি মৃতপ্রায় জীবনের মূলে;

আমার তীরের ছায়া ম্লান নয় কভু–
সূর্য ওঠে, যুগে-যুগান্তরে নামে অজস্র আলোক
তরণীর পাটাতনে ব'সে মনে হয়–
আমাকে ডাক দেয় সেই সব শিলা
অযুত, নিযুত, কোটী বৎসরের পারে,
হিমগর্ভ-স্রোতস্বিনী অরণ্য কুহক–
মেরুণ আলোকে তীব্র শীতার্ত বলয়।
জনরবহীন রাত্রি মৈনাক পাহাড়ে–
অজস্র রূপালী ডানা পাখিদের নীড়ে,
সুপ্ত অঙ্গীকার ওঠে জলদ গম্ভীর:
এ মানুষ পৃথিবীর পথচারী শুধু
রেখে যায় জীবনের অমেয় সম্ভার...
সময়সাম্রাজ্যে জুড়ে প্রান্তরে প্রান্তরে
জেগেছে প্রাণের বন্যা, যুগোত্তীর্ণ জীবনের বাণী,
ভাস্বর দিগন্তে মুক্তবিহঙ্গের সুর–
রাত্রি শেষ হয় ঐ–
থরো থরো কম্পমান প্রতিটি প্রহর
মেঘমুক্ত দিন-আগত, বিজয়কেতন
উদয়ের পথ...।

BANGLADARSHAN.COM

বাতাস হাল্কা ঠোঁটে হেসে ওঠে

ব'সে, উঠে, ধিকিধিকি গড়িয়ে গড়িয়ে
প্রহর কেয়ে যায়,
এখন, এই বেলায়–এই ভালোলাগা...।

কাঠবিড়ালীর পিরিং...পিরিং...ডালে, ডালে লুকিয়ে যায়
কচুর পাতায়, বটেরঝুরি, জিউলি ডালে
আগুন ঝরে।
ধরতা ধ'রতেই যেন সঞ্চারীর খেই হারিয়ে যায়:
ছড়ায়, গানে চাকবেঁধেছে, ফুল-ঝরোকা চতুর্দিকে।
এইসব ছোট-খাটো দৃশ্যের ওঠা, পড়া–
অনুরাগের খেলা,
নির্জনের সোরগোল...
রঙ পেন্সিলের আঁচড়লাগা দিন–
ভিতরের স্বর ও প্রসঙ্গ ব'দলে দেয়।
স্মৃতি খুঁড়ে স্বপ্ন-ধোয়া চেনা মুখ
ভাসিয়ে তোলে সময়।
ভূমিকা না করেই লেখা হ'য়ে যায় (সেই) প্রাচীন
লিপিকারেরা যেমন লিখে গেছে প্রাগৈতিহাসের কালে;
একটু একটু ক'রে ছবিগুলো ফুটিয়ে তুলতেই–
ধারালো বাতাস তার ঠমক্‌দেয়া হালকা ঠোঁটে হেসে ওঠে।

BANGLADARSHAN.COM

সময়-সংলাপ

এই-যে রণন গভীর প্রত্যয় থেকে উঠে আসা
অভিনব উচ্চকণ্ঠ হৃদয়বৃত্তির–
অন্তর্গত ভাব, গাঙে গাঙে ভেসে যাওয়া
এ এক আবিষ্কার–, রেখার পরশে জাগা
বিশুদ্ধ আকাশ।

মেঘরাশি আর ছায়ার বিন্যাসে, লতার বাঁধনে
নিজেকে সাজানো,
মন ও মনোযোগ হাতের মুঠিতে ধরা–
বেড়ে ওঠা গান,
লিপিবদ্ধ স্বর–
ফুটন্ত বিভারা শিলিভূত রঙের আঁচড়ে।
রূপের নিশ্চয়তা সহজ ভাষায়: হিরন্ময় প্রাসাদের মতো
যেন এক ছবি, প্রথম প্রকাশ পাওয়া আনন্দ-সংগীত
অনামী শিল্পীর–
কথাগুলো যার বেড়ে বেড়ে উঠেছে লতিয়ে,
কৌতূহল মনে মাখা, কখনও উত্তীর্ণ হওয়া আত্মজিজ্ঞাসায়
আর, তারই ফলন সময়ের চারণ-সংগীতে।

BANGLADARSHAN.COM

জয়

পিন্টু চক্রবর্তী

ত্রিবর্ণ পতাকা জানিয়ে দিল–
মা তুমি স্বাধীন।
নীল আকাশের নীচে আমার স্মারক তোমার জয়।
তোমার বুকে যারা ঘুমাচ্ছে–
নীল মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়েছে
সিক্ত হয়ে উঠেছে তোমার বুক,
তাদের বুকের লাল রক্তে
তারা তোমার সন্তান, কেবল তোমার।
তোমার স্নেহ
রক্ত হয়ে তাদের দেহে বইছে,
তাইতো তোমার ব্যথা সইতে পারে না তারা,
প্রয়োজনে সেই রক্ত–
রূপ নেয় ভূগর্ভের পুঞ্জিত লাভার
ভূকম্পের মতো ফেটে পড়ে, ধ্বংস করে শত্রু
তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়ে
চিরনিদ্রার সুখ স্বপ্নে।
এ রক্ত নয়, রক্তজবার মালা
পরিয়ে দেয় তোমার গলে,
তাদের জয়ের বিশ্বাসে
তোমার সন্তান তারা–
তারা হারবে সেকি সম্ভব?
যার অতীত সন্তানেরা চলে গেছে
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গড়িয়সী।
তারা কখন হারতে পারে না
তারা শুধু জানে জিততে।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন মানচিত্র পথে

হয়তো বিলীন হয়ে যাবে–
হারিয়ে যাবে অনেক কিছু
থেকে যাবে স্বার্থ,
যা এতদিন ব্যর্থ জনতার সাথে ব্যবহার হতো
শালিনতা হারিয়ে গেছে–
হারিয়ে গেছে ভালবাসা
হারিয়ে গেছে মানবিকতার অর্থ,
শুধু রয়ে গেছে "আখেরী গুছাও" নামে স্বার্থ।
ঘৃণা হয় আজ মানুষকে–
ঘৃণা হয় আমাকে, তোমাকে, সবাইকে
যেন সম নির্জীব
অকাল মৃত্যুর ঘড়ি
বেজে চলেছে সময়ের সঙ্গে।
আমরা যেনো পৃথিবীর জঞ্জাল
পরিষ্কার হবার তাগিদে
প্রহর গুনছি
শুধু স্মৃতিগুলো হাতড়ায়,
যা কিছু ভালো–
তার কঙ্কাল কাঠামো
পাহারা দিচ্ছি আজ।
পারিনা আমার?
বেহুলার মতো–
স্বপ্নের লখিন্দরকে ফিরিয়ে আনতে
এই পৃথিবীর জন নাট্যে।
আগামী প্রজন্মের শিশুদের জন্য
এসে অঙ্কন করে যায় নতুন মানচিত্র।
তাতে–

BANGLADARSHAN.COM

তারা ফোটাবে ফুল–
স্মৃতির কুঁড়িতে
ভবিষ্যতের স্বপ্ন দিয়ে
নিস্বার্থের আঙ্গিনায়।

BANGLADARSHAN.COM

বিড়াল

ইঁদুরের ভবিষ্যত বাণীর দিগন্ত পথ পিছিয়ে
বিড়ালটি এলো।
হয়তো অতীতের অভিশাপ, নয়তো অন্ধকার নিয়ে।
ছিন্ন ইঁদুরটিকে ভালো করে দেখো–
দেখো বিড়ালটির ক্ষুধার্ত চোখ,
হয়তো পেয়ে যাবে সমাধান
        কঠিন অঙ্ক শেষ হবে।
লাল রক্ত দেখতে পাচ্ছই
বিড়ালটির মুখে,
গ্রাস করছে উদিত সূর্যের ছটা
তাই–তাই এত অন্ধকার আজ পৃথিবীতে
        আমি দেখি
সমস্ত রক্তিম ছটা গ্রাস করতে পারেনি।
        ঐ তাকাও–
যেখানে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেছে
        নতুন আলো।
ওখানে, এখনও
জ্বল জ্বল করছে রক্তিম রক্তের ছটা
ঐ দেখো দেখতে পাচ্ছ তোমরা।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন জগৎ চাই এমন

নব বিদ্রোহ ঘোষণা করো–
সাহসী কণ্ঠস্বরে গেয়ে ওঠো সৃষ্টির গান।
চির বিদ্রোহী হে যুবক
ইতিহাস রচনা কর তোমাদের জয়গানে।
হে সৃষ্টির সন্তান সৃষ্টির প্রাসাদ গড়ো।
পাপি নয় ধ্বংস করতে হবে পাপ,
সদ্যজাত শিশু জন্ম নেয়
নব প্রেরণার শোভাময় উদ্যামে।
তাদের জীবন যেন গড়ে ওঠে–
ত্রিবর্ণ পতাকা সৃষ্টির সন্ধানে,
আকাশ বাতাস নতুনত্ব
সব স্বাধীন–
পাখি মনের খুলিতে মুক্ত বাতায়নে
বসন্তের আগমনে কোকিল উঠবে গেয়ে
গ্রাম হয়ে উঠবে স্বর্গসম–
শহরের ব্যস্তময় মঞ্চে।
সুর দেবে প্রকৃতি–
সেই সুরে বাঁধা হবে গান
সবুজ ঘাস দুলে উঠবে
সেই তালে সৃষ্টি হবে নাচ।
সাদা পেজা তুলোর মতো মেঘ
তেমনি স্বাধীন সচেতন শুভ্র হবে আমাদের মন
গাছে গায়ে যে সুন্দর ফুল ফুটবে
তেমনি মাতয়ারা গন্ধে হবে আমাদের শ্বাস।
যে শিশু জন্ম নেবে
তারা হারিয়ে যাবে না জীবনের কষাঘাতে
এক একটি হয়ে উঠবে মহীরুহ–
তারা শান্ত স্নাত ছায়া মেলবে পৃথিবীতে।

BANGLADARSHAN.COM

সূত্র

ইতিহাসের পথ ধরে–
সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে থাকা স্বপ্ন
রঙিন ঘুড়ির মাঞ্জা দেওয়া রেশমি সুতো
শিশিরের গন্ধে মাতাল।
কেবলের সিরিয়াল–
এলোমেলো শব্দের কঙ্কাল
হাসির ফোয়ারা তুলে–
অবিকল বসে।
কবি কবি মুখে আমি বসে থাকি
শতাব্দীর একগুঁয়ে কবিতার প্রলাপ হয়ে।
মৌমাছি ওখানে চাক গড়ছে
স্বপ্নের ফেরিওয়ালার মতো,
থমকে দাঁড়িয়ে।
টিভিতে খবর দেখি–
খবরের আড়ালে কোন খবরের প্রতিক্ষায়।
ইতিহাসের পথ ধরে আমি চলি–
ম্যাথ সাইন্স জিওগ্রাফি,
সব এক হয়ে যায়।
ব্যস্ত সময়ে প্রেক্ষাপটে–
সামি খুঁজে পায় না ব্যস্ততা
জীবনের সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক
ইতিহাসের হাত ধরে
আবার পৌঁছে গেছে ইকনোমিক্সে।
খবরের কাগজে শব্দের ছক
আবহাওয়া দপ্তরের
ভুল রিপোর্টের মতো–
জীবন অঙ্কের সব ভুল

BANGLADARSHAN.COM

শূন্যের থেকে শূন্যে,

ফিরে যাওয়ার

শুধু-ই সূত্র।

BANGLADARSHAN.COM

নভঃনীলে

সাহানা গুপ্ত

গরম পেয়ালার মতো ছুঁয়ে দিলে ঠোঁট
তরল চায়ের মতো নাভি ছুঁলে
মোমবাতি জ্বেলে

গরম পরশে দিলে নষ্ট কষ্ট থু-তু
সাদরে রেখেছি আমি জড়ায়ু গহ্বরে
ইচ্ছে ডানা মেলে

প্রজাপতি যেভাবে মরে উর্ণনাভ জালে
সেভাবেই...
মরবার মতো সুখ নেই অন্য কোনো সুখে

জামাখুলে থাকি আজো সকালে-বিকালে
স্তনবৃন্তে ক'টা নাল গুনেছো কি!
ততবার দিন রাতে মরবার সুখ অনুভব করি।

BANGLADARSHAN.COM

সাধু দর্শন

এদিক ওদিক দেখে
দেখতে দেখতে চোরের মতো বিড়ালটা ঢুকল

মাংসপিণ্ড...জ্যান্ত ইঁদুর দেখেও
ছুঁলো না, সাধুর মতো চলে গেল মাথা উঁচু করে

আধ ঘণ্টা পর
ইঁদুরকে বলছে দূর থেকে 'সহবাস করেছিস কখনো!'

আমার ভয় হচ্ছিল
আমাকেই যদি খেয়েনিস পুরো...
আমার স্বামী আছে গৃহস্থ আমি
আছে ছেলে-মেয়ে সমাজও!

নিরুত্তর ইঁদুর বোরখা পরে নিল।

BANGLADARSHAN.COM

কাপুরুষ

আজো আমি পিঠ চাপড়ে বলি
যা করেছো যা করছো ভালোই করেছো
সৃষ্টি তো রাখছো পৃথিবীতে

যদি অশিবকে ছাই করে দিতে পারো
তোমার চরণে মাথা নত করি
যদি অস্ফুটকে ফুটিয়ে কিছু সৃষ্টি করো
তোমার চরণে মাথা নত করি
যদি অশিব ধ্বংস, শিব জাগরণ কিছুই না করো
তোমার মতো কাপুরুষ ধ্বজভঙ্গের ছায়াও মাড়াবো না।

BANGLADARSHAN.COM

ওই রবি, বড়ই চঞ্চল

যদি আসো কাছে
উড়ে যাব সুদূর আকাশে
দেহ দুটি থাক পড়ে থাক
‘মোর মোর বৃন্দাবন’ চলো তরাসে
মননের দেশে যাই ভেসে প্রেমের বাতাসে

কল্পনা ছিঁড়ে যায়, ছিঁড়ে গেলে
জন্ম নেয় বহুত কল্পনা
বহুত মেঘের সমাবেশ
উষ্ণতায়, শীতলতা জানায় সান্ত্বনা
এক পশলা বৃষ্টির ’পরে আবার সূর্য হাসে

যদি আসো কাছে
কর্তব্য অকর্তব্য ধর্মাধর্ম ফেলে
স্বার্থপরের মত প্রাচীনতা ভুলে
ইচ্ছে ডানা মেলে
বিপরীত মুখী হই, যেমন ক্ষুদ্র মাছ জলে

মানো বা না মানো
আমি তো প্রতিদিন বাউন্ডুলে হই
আমার স্থিতপ্রজ্ঞ দেহটাকে দেখে
কত লোক জানায় শ্রদ্ধা ও সম্মান
আমি কিন্তু ফেরোসাস ও আল্টামর্ডান

যদি আসো কাছে
তোমায় দেখাতে পারি স্বর্গ ও নরক
একদিন শুধু একদিনের উদাসী জেলাসে॥

BANGLADARSHAN.COM

বিন্দাস

এক সমুদ্র চাওয়া পাওয়া আশার আঁচে
এক সমুদ্র ঢেউও আছে বুকের পাতায়
লেলিহান আগুন নিয়ে মরিস লাজে
উপোষ তাপে সতী যৌবন কেবল শুকায়

থাকলে কি হয়! চাওয়ার মত হাতড়াতে হয়
বন্ধ ঘরে একা একা শঙ্খ লাগে!
টিক্‌টিকি আর আরশোলাও করছে জয়
তুই শালা বোকা বোকা...
পরের পাতে খাবার খেতে সতীত্ব জাগে!

জল মাটি শিকড়-বাকর যৌবনেতে সব বাকরণ
ভোগের জন্য এতটা লোভ ভোগর জন্যই জীবন-যৌবন
কারো বা একটু অশান্তভাব কেউবা একটু লাজুক লাজুক
ঢেউ উঠলে স্রোতের বেগে পোশাকটা যায় খুলে
আসলে লাজ বলো আর বেহাগ বলো
সময়কালে চেনা পথও যায় ভুলে...

আমিও পর তুইও পর
নিশ্চয় এক বাপের নয়
জন্মের সাথে তবুও তো কেউ আনিনি তোকে
তবে! আয় কাছে আয়, নে দেখে নে
বছর বছর পথটা কেমন বাড়ে এবং কমে।

BANGLADARSHAN.COM

যৌবনের বসন্ত

ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে শীত গ্রীষ্ম
যৌবনের পদাবলী
যৌবনের দালানে স্মৃতির স্তূপ জমে
ঘরে ঘরে কাকলাস নামাবলী

আকাঙ্খার মেঘ ছেয়ে আছে জীবন আকাশে
উঁইপোকা মাপে চাল
স্মৃতির পাতাগুলি ওল্টালে নষ্ট পারফিউম ঢালে বিষ
চতুর্দিকে ক্ষ্যাপা হালচাল

আজ যে মুখে দেয় যৌবনের স্বাদ
প্রথম ঋতুতে তার বেখেয়ালে বাঁচা-মরা
কৃষ্ণের পাঁচালী পাঠ ঘরে ঘরে
পরকীয়া প্রেমে বসন্তকালের ওঠা-পড়া।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম-বৈরাগ্য

খোলস বদলে ফেলি নিষ্ঠার দেয়ালে
আমি জানি কতটা অপূর্ণ থাকলে মাথা ঠোকে ঠাকুরের চরণে
শতসিদ্ধ কামনা অনলে ডুবে যেতে পারে ভক্ত
পরকীয়া শিকড়ের রক্তে জেগে প্রেমের স্ফুলিঙ্গ
মৃত্যুর জন্য আত্মার শান্তি
বাঁচার জন্য কামনার প্রশান্তি
আমি জানি তাই খোলস বদলে ফেলি নিষ্ঠার দেয়ালে
ইতিহাস কথা বলে আজো
বৈরাগ্য কামনার চরণ ধোয়
প্রেম বৈরাগ্যের নৈষ্ঠিক পূজারী।

BANGLADARSHAN.COM

নাও শিখে স্বরলিপি

তুমি জীবনে অনেক বড় হতে চাও!
বেশ তো আমার সিঁড়ি বেয়ে ওঠ
ওঠার চেষ্টা তো করো

হোঁচট খেয়ো না সাবধানে চলো
আমাকে সরল বলে পৃথিবীর যুবক ছেলেরা
হয়তো বা, তবে এ বন্ধুর পথে অনেকেই
হোঁচট খেয়েছে, অনেকে নিয়েছে তুলে
সোনার মোরব্বা আর আকাশের তারা

যেখানে জঙ্গল পাবে শ্বাস ঠিক রেখে
খেলাটা চালিয়ে যেও, কখনো উঠেছো ছাদে
চোখ মেললে আশ্চর্য হবে।

আমার কাছে চন্দ্র ও সূর্য আছে
নেই শুধু এক ধ্রুব তারা
তুমি যদি ধ্রুব হয়ে আসো
সকাল বিকাল আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেব
চরিত্রের দোষ দেবে যারা তারা যেন
ধ্বজভঙ্গ ও আস্ত বলির পাঁঠা

সকাল সকাল এসো দিনের আলোতে নাও গুনে
শরীরের ছোট বড় লোম
তাড়াতাড়ি যেতে হবে ছাদে
এইবেলা জাগাও উদ্যোম।

BANGLADARSHAN.COM

ফলের আস্বাদ

সারাদিন বেশ ভালো থাকি
রাতে ফুটি যৌবনের ঘায়ে
সকালেতে ইচ্ছে যাকে পাই
তাকেই যেন আস্ত চিবিয়ে খাই

তারপর সারাদিন আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা
যেন আমি ঈশ্বরের নবাগত দূত
রাতেতে যখন খুলি শ্রদ্ধার পোশাক
চতুর্দিকে উপহাস করে পঞ্চাত্মক ভূত

চৌদিকে ফল দেখি আমাকে দেখে
চৌদিকে ভক্তেরা আমার দৌলতে
আমারই গুণ গায় ভোগের মানব
অথচ ভোগ ত্যাগ করুণভাবে দেখে

নষ্ট দেখ হাইটেনশন লাইনের তার
পাপ না পুণ্যের ফল কোনটা আমার!

BANGLADARSHAN.COM

চলো যাই পৃথিবীর কাছে

সেদিনও যেভাবে তাকাতে
এখনও সেইভাবে
কি দেখ! সেদিন ছিল টেপের তলায়
কুল আঁটি জামরুলের মাথায়
এদিন পাঁকা পেঁপে তার ’পরে ব্রাউন গুটি
এরপর বোঝা বয়ে বেড়ানো বাকিটা কাল
একতাল দলা মাংসের মধ্যে শিরা-উপশিরা
রক্ত চলাচল সকাল-বিকাল
কেউ পায় সুখ, কেউ গড়ে জীবন, কেউ আবার
বোঝা বয় কষ্টের আর রোগের পীড়া
কি দেখ! কি দেখ! ও চোখের সুখ আর দুখ
ডাংগুলি খেলা শিখলে পরে, কাঁচের গুলি যদি
ফেলতে পারো পিলে, তুলতে তুলতে যদি গভীর
হয় পিলের আকার, পেলেও পেতে পারো জল-জীবন
করতে পারো চাষ—ছাড়তে পারো জ্যান্ত মাছ
টেপ নয়, জামা নয়, আব্রুহীন দেহের ভার তোমার
যেভাবে দেখছো তুমি আদেক্‌লার মত, ঠিক নয়
অধিকারে এসো...একে একে পাপড়ি খসিয়ে
বন্ধুর দেহেতে তুমি ওঠো আর নামো
এ নরক ঘাটতে হয় প্রথাগত
এ স্থানেই অতীত তুমি আর ভবিষ্যৎ...
এসো...গড়ো...দুর্বার কাহিনী
কেবল দেখে গেলে লোকে তোমায় বলবে ডাকিনী।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলাদেশ

হরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

পৃথিবীর মানচিত্রে, ওদের একখণ্ড জমি আছে, যাঁর উপরে আছে
আকাশের সীমানা। যাঁর স্থলে জলে, সমুদ্রে আছে,
চিহ্নিত কোনো, স্বায়ত্ব শাসনী দংগ। আছে বুকে,
অজস্র খালবিল। আছে ধান সিঁড়ি,
পদ্মা-মেঘনা যমুনা। মধুমতির জলচাদরে,
আষাঢ় শ্রাবণ, ভরা সে ভাদরে,
মাঝি মল্লার বদর ধ্বনিতে
ছেড়ে দিত বেনে নাও!

সুখেই ছিলো। সুখেই কাটাতো। খাটতো মাঠে। শ্রমিক
কলে। আওয়াজ উঠত ভাটিয়ালী সুর। মরমী গানের কলি
মুখে নিয়ে, জেলেরা ছড়াত জাল। মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের
প্রীতিতে, সন্তান যেত স্কুলে। অলপথ বেয়ে, নদীঘাট ছুঁয়ে
নায়রে যেতো বৌ!
বাগ বাগিচায়, ফোটা ফুলের গন্ধ মদিরায়
নাচত ভ্রমর অলি। পাখির ডাকে রাত পোহাত,
অজানা সংকীর্তনে।

হায়রে কপাল! এত সুখ বুঝি কপালে ওদের সইল না।
ঝড় উঠলো, ঘর ভাঙলো, জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে গেল, কাঙিক্ষত
জমিখান। এখানে কবর, ওখানে চিতা, খিলি খিলি রবে
হেঁসে উঠল করোটি কঙ্কাল। ঐ বুঝি ধায় কুকুর শেয়াল।
হানা দেয় পাক সেনা। ওদের গুলিতে, তাজা বোমা খেতে
সোধাতে হবে কি দেনা? আর নয় আর ক্ষমা, আর নয় কোনো
কোনো অজুহাতি আপস সমঝোতা!
মুজিব কণ্ঠে বজ্রঘোষিত, কাঙিক্ষত স্বাধীনতা!
গুড়ুম-গুড়ুম গুম্ গুম্ গুম্
ফটাফট ছোটে গুলি, হোহো হোহো হিহি হিহি
হেঁসে ওঠে পাক বুলি! মান ইজ্জৎ লুটে নিল পাক

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের আঁচল টানি। ধর্ষিতা দিদি, ধর্ষিতা বোন
বেছে নিল চিতাখানি, কদম কদম
আগে বাড়ল দামাল নওজোয়ান, মারল মরল, শহীদ হল।
নিল তারা বলিদান। কতনা মায়ের বুক শুকাল, বৌ হারাল
সিঁদুর, স্বাধীনতা পেয়ে সিংহাসন নিল, সবে যারা ছিল বিদুর।
স্বাধীনতা এলো রক্তজোয়ারে, স্বাধীনতা এলো ত্রাসে।
অবশেষে, স্বাধীনতার পতাকা উড়লো কত যে ভালো লাগে।

এবার, পৃথিবীর মানচিত্রে ওঁদের একখণ্ড জমি, নিঃশঙ্ক হল।
এবার পৃথিবীর বুকে মাটির সীমা
জলের সীমা
আর
আকাশ সীমায় আবদ্ধ হল
বাংলা মায়ের আঁচল!
সাহস ফিরে এলো। শান্তি ফিরে এলো।
রূপ বদলের পালা বদলে, সেখ হাসিনাও ফিরে এলো।
কিন্তু বন্ধু
যাঁকে হারায়ে বাংলা কাঁদে,
যাঁকে হারায়ে বিশ্ব কাঁদে,
আর বজ্রকণ্ঠী মমতা মাখানো সেই সুর,
"এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
যাঁর মুখসৃত বাণী, অপ্রত্যাশিত ভাবেও কি
পাব তাঁকে ফিরে?
সে যে ওঁদের, সে যে আমাদের
সেখ মুজিবর
মূর্তিমান বাংলাদেশ!

BANGLADARSHAN.COM

সান্ত্বনা পাই

রক্ত দেখলে ২১এর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ৫২ আর
৭১এর কথা। পাতা ঝরা দেখলে,
রফিক, জব্বার–
বরকত, সালাম–আর
অগণিত ভাষা শহীদির কথা মনে পড়ে।

১৫ই আগষ্টতো দুঃস্বপ্নের কাল!
১৫ই আগষ্টতো এক ঝাক নক্ষত্র খসার অভিশপ্ত রাত
রেশ টেনে মনে পড়ে, ২১, ৫২ আর ৭১ এর কথা।
সংখ্যা ক'টা যেন কেমন লাগে। কফিন বন্দী তরতাজা
লাশের টাটকা গন্ধ জাগে! এত রক্ত, এত শহীদ! ভাবলে
সারা শরীর সিউরে ওঠে। সারা শরীরে ভূমিকম্প হয়
আতঙ্কে কাঁপতে থাকে মন!

BANGLADARSHAN.COM

আজও আগুন জ্বলা দেখলে অ আ ক খ আঁৎকে ওঠে
ভীষণ। আজও পরাধীন কোনো দেশ দেখলে, ১৫ই আগষ্ট
আর ৭১, ৪৭এর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে পদদলিত
কোনো মাতৃভাষার করুণ আর্তনাদ, কী আশ্চর্য
কামান মর্টার নজরে এলে ইদানিং, শান্ত চোখ মুখ বুক
গর্জে ওঠে। পাক সৈনিক চোখে পড়লে
(যদিও তা অসামাজিক) কিম্বা
স্বপ্নের যাত্রাপালায় ছায়াছবিতে সেই সব রাত, উজ্জত লোটার
রাত, খুন জখমী কাল রাত মনে পড়ে! তখন বন্দুক
সামনে এলে ট্রিগার টিপতে ইচ্ছে করে।
ইচ্ছেগুলো সংগ্রাম হলে, ইচ্ছেগুলো দেশপ্রেম হলে
মুজিব ঘাতকের গলা টিপে লাশকটাকে
গুম করে দিতে ইচ্ছে জাগে।
শহীদ মিনারে মালা দেবে? দাও। শহীদবেদীতে ফুল
ছড়াবে? ছড়াও। তখন দেখবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন দেখতে পাবে
২এর ডানদিকে ১ এসে,

৭এর ডানদিকে ১ এসে,

৫ এর ডানদিকে ২ বসে অশ্রু ঝরানো রক্তলেখার এক

বিশ্ব কাঁপান ইতিহাস!

আর ইতিহাসগুলো, ৫২, ৭১, ৪৭ আর ১৫ই আগষ্ট

ছুঁয়ে কবির কবিতায় নাট্যকারের নাটকে, গীতিকারের

ছন্দে, গায়ক আর সুরকারের নান্দনিক সৃষ্টিতে

জেগে আছে। জেগে থাকবে আবহমানকাল!

পাঠশালায় শিশুর শেখা, দুই দশ এক একুশ ধ্বনি,

প্রতিধ্বনিত হয়ে ২এ মিলে ১ হতে বলে। ১ হয়ে

বাংলাভাষাকে বাংলামাকে কর্মে ব্রতে সত্য ন্যায়

প্রতিষ্ঠাতে,

প্রয়োজনে আবার একনদী রক্তের বিনিময়ে,

এক ঝাক জীবনের বিনিময়ে

টিকিয়ে রাখতে শেখায়।

তাইতো বন্ধু,

রাইফেল হাতে পেলে আজও ১৫ই আগষ্টের

ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে সামনে রেখে ৫২, ৭১, ২১কে

সাক্ষী রেখে, ‘যুদ্ধং দেহিঃ’ উচ্চারণ করতে,

ইচ্ছে করে ভীষণ।

এখন রাতে ঘুমের ভেতর রক্ত আতঙ্কে স্বপ্ন দেখা।

এখন রাতে অতন্দ্র চোখ আতঙ্কিত বুক রক্তলেখা।

সব ভুলে যাই তব ভুলি নাই–ঘরের ছেলে বঙ্গবন্ধু

সান্ত্বনা পাই গর্বিত হই–বাংলামায়ের প্রতীক সমান

সেখ হাসিনা পাল তুলেছে, হাল ধরেছে। চলছে সেনাও

বাংলাদেশে।

BANGLADARSHAN.COM

একুশের গান

এবার গান গাইব। গান গাইব এবার, ২১এর সেই
সেই একুশের রক্ত ঝরানো গান।
বুঝতে পারি না, এক বাংলার, বাংলার বুকে ভেঙে কারা করে
করেছিল দুইখান। আজ ২১শে বন্দী তাঁদের
বধ্যভূমিতে আন।
আকাশে কেন রক্তপতাকা? পুড়ল কার কপাল?
উড়ছে কেন, মাথা খসানো, বাঙালির কঙ্কাল?

এসো আমার সাথে, শহীদ মিনারে এসো।
রক্তরেখা মুছে দিয়ে করো বিজয় মাল্যদান।

আমি মানব না। মানতে পারি না, উর্দুশাসক ষড়যন্ত্রীর
অন্যায় আবদার। সালাম, বরকত, জবাব দিয়েছে
সাথে নিয়ে জব্বার

BANGLADARSHAN.COM

আমার কোমরে, কোমরে আমার, ঝুলে আছে কৃপাণ।
শানিয়ে রেখেছি সড়কী বল্লম শানিয়েছি রামদা।
ভয় করি না। ভয় আসে না! অভয় শঙ্খ বাজে। মসজিদে
আজ আজানের সুর। অ আ ক খ-র বর্ণধ্বনি
উঠছে পাঠশালায়।

সাধের বাংলা, বাংলাভাষাকে যারা জ্বালিয়েছিলো আগুনে,
ঘর শত্রু বিভীষণ তারা, দেশের সর্বনাশ
গান যদি আজ গাইতেই হয়, তাই একুশের গান গাইবো।
বাংলা ভাষার শত্রু বেছে বেছে জ্যান্ত কবর দেব।
তাই, আমি বন্দুক, আমি অসি। আমার বুকে
জেগে আছে কোন পৃথ্বি–অ্যাটম বোম। শহীদমিনারে
কালি লেপে দিলে করে দেব লাশ গুম।

এসো, ২১এর গান গাই। কি পেয়েছি, কি পাইনি
এসব কথা থাক। পেয়েছি যা অনেক পেয়েছি।
দাম দেবে কি তার?

বজ্রকণ্ঠে যে উচ্চারণ...

বজ্রকণ্ঠে যে উচ্চারণ, সে তো বাংলাভাষা। বজ্রকণ্ঠে
যে উচ্চারণ, সে তো বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাতৃভাষা
বাংলাভাষা, আমার আশা, তোমার আশা নয় যে তা নয়।
বিশ্বভাষা দিবসের আশা, ভালোবাসা প্রেম মৈত্রীর
মহান বাংলাদেশ

বজ্রকণ্ঠে যে উচ্চারণ, সে তো নদীনালা। বজ্রকণ্ঠে
যে উচ্চারণ সে তো লাউয়ের মাচা। মোচাঘন্ট, শাকপিটুলী
সবি বাংলাভাষা। বিড়াল পোষা, কুকুর পোষা। সাবান ঘসার
ধুঁধুল খোসা খাটি বাংলাভাষা। সে তো বঙ্গবন্ধুর আবেশ।
দোয়েল কোয়েল ভুঁইয়ের চাষা নদীর জলে, কুঁড়েঘরের
রাবণ খুড়ো রহিম চাচা। বুকের খাঁচা বেরোনো তবু
গান গেয়ে যায় বাংলাভাষা। সর্বনাশা পাকের বাসা ভাঙতে
এসে ক্ষণেক ভাসা, বড়ই মধুর। সে তো বাংলাভাষার দরবেশ।

BANGLADARSHAN.COM

বজ্রকণ্ঠে যে উচ্চারণ, সে তো রক্ত-স্নাত ২১শে ফেব্রুয়ারীর
বাউলের একতারা। বজ্রকণ্ঠে যে উচ্চারণ, সে তো রফিক,
জব্বার, বরকত, সালামের ছবি—নক্সিকাঁথা। সুখ দুঃখের
জীবনযাপন, ৫২ আর ৭১কে স্মরণ সেওতো বাংলাভাষা।
‘এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম,
স্বাধীনতার সংগ্রাম।’—এও বাংলাভাষা। তাইতো আসা,
পাশে বসা, বাংলাভাষায় কাঁদা হাঁসা, অক্ষয় সিঁদুর
সে তো বাংলার পরমেশ।

দুপারেই

তোমাকে ছুঁয়ে কেউ নষ্ট করুক
আমি তা’ চাইছি না।
বেশ বড় হয়ে গেছি।
বেশ সাবালক!
আমি এখন নৌকা বাইছি না।
চাইছি না, ওপারে যেতে।
অযথা মেতে!
এপারেই বেশ আছি।
এপারেই মিলেমিশে
সুখ-দুঃখে
বসে আছি।
বেশ আছি!
তবু,
তোমাকে ছুঁয়ে কেউ কষ্ট বাড়াক,
আমাকে সরাক,
তাঁ, আমি চাইছি না!
গাইছি না মনসা-মঙ্গল
চণ্ডীমঙ্গল
গৌর কীর্তন!
নদীটির ওপারে কেউ নেই।
এপারেও!
অথচ,
দু’পারেই, জনগণমনঅধিনায়কের
পথসভা,
পথ মিছিল,
এবং
মানব বন্ধন!

BANGLADARSHAN.COM

তখন খুঁজে পাবো

তুমি তোমার বাবাকে এত ভালোবাসো,
তুমি তোমার মাকে এত শ্রদ্ধা করো,
মনে হয় আমি ফিরে যাব সত্য-ত্রেতায়,
মনে হয় তুমিও আমার সাথী হবে।
        পথিক মেয়ের পাথেয় কে?
        তবু,
তুমি যেন আমার মনে ঢুকে যাচ্ছ,
        আমার মনে বাসা বাঁধছে
        অজানা পথিক বঁধূ!
তখন পৃথিবী একদমে কল্কের ভেতর
নিঃশেষিত হলে যৌবনের শেষ সীমায়
        পৌঁছতে কালবেলাতীক্রমী
                অংশ বিশেষ
                যোগাযোগী সেতু!
                তবু,
তুমি তোমার বাবাকে এত ভালোবাসো,
তুমি তোমার মাকে এত শ্রদ্ধা করো,
মনে হয়,
        যেতে চাইছি দুঃখ সংহারী
                সুখের ভেতর।
মনে হয়,
        খেতে চাইছি ভদ্রমহিলার
                খারাপ কিছু
                        দর্প-অহংকার।
তখন খুঁজে পাবো বেঁচে থাকার
        সুরধ্বনিময় নন্দন ঝংকার।

BANGLADARSHAN.COM

যত হাঁটি

যত হাঁটি তত শ্লথ গতি,
আমার!
হতচ্ছাড়ার মরণ আসেনা,
কোনো ভাবে!
মাকে ছেড়ে বৌ-এর আদর?
বড্ড, গৃহকর্ত্রী ভাব!
ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি।
বাবুদের পায়ে নমস্কার।
বাবুদের গায়ে নক্সীকাটা চাদর।
বলুনতো, মনে বসি কার?
হারিয়ে যেতে ভালোই লাগে
অজানা অচেনা কোনো
মনের ভেতর!
অতীতটাকে প্রণাম করতে
কার না ইচ্ছে করে?
ইচ্ছেতো করেই নতুন গা-গতরে
চুমুক লাগাতে!
তবু, আমি নেই।
আমি, উপরের বাড়িতে নেই
পাশের বাড়িতে নেই,
নেই,
স্বর্গের নরকেও!
তার মানে, যত হাঁটি তত শ্লথ গতি,
আমার,
যত হাঁটি ততই মাটির ধূলো,
মাঠের ধূলো, লাগে আমার পায়ে!

BANGLADARSHAN.COM

দারুণ মানিয়েছে

দারুণ মানিয়েছে আকাশ
তোমার খন্ড মেঘপুঞ্জিত কপালে
আধো জাগা সূর্যটা আমার
দিবাশেষী রং মহল!
রক্তিমাভ আলোক দ্যুতি
পশ্চিম সীমানায়!
বরং,
কোনো জবাব নেই অভাব নেই,
বরং,
কেউ জাবর কাটছে না সম্পদ বাঁটছে না,
তবু,
জীবনের অভিনয়ী প্রচ্ছদ-পটে
অযথা জোটে
যানজট জনরোশ!
জবাব নেই, যদি আমার স্মরণ শক্তি
লোপ পেয়ে পেয়ে
ক্ষুরধার সম না হয়!
তবু,
শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে
প্রতিহত করব
বহুবিধ দূষণ!
বরং,
দারুণ মানিয়েছে আজ আকাশ তোমায়
বিকেলের প্রান্ত বলয়ে পড়ন্ত পশ্চিমী
নিভন্ত গতিময়তাকে
রাতের হাতে অর্পণ করে চাঁদটাকে
বলে যাচ্ছে বাগানবাড়ি মাতিয়ে রাখতে!

BANGLADARSHAN.COM

হাল বেহাল

সুনীতি পোদ্দার

ঐ তো ফ্লাটে চারটে ঘর
ছোট্ট রান্নাঘর, ডাইনিং কাম ঠাকুরঘর,
একটা বাবা-মা'র শোবার ঘর
আর তোমার ছোট্ট বাসরঘর।
তাতেই কথার ফুলঝুরি অষ্টপ্রহর
অহংকার ছাড়া কি আছে তোমার?

সামান্য পরিসরে ব্যালকনি
দাঁড়ানো গেলেও বসা মুশকিল
আবার বেসিন, বাথরুম রান্নাঘরের
একটা কলেও ঠিকমত জল পড়ে না।

শোবার ঘরের লাইট-ফ্যান দীর্ঘদিন খারাপ
কিছু পয়সা তবু বাঁচে।
ঝুলপড়া হারমোনিয়াম,
ধুলোপড়া তানপুরার তার ছেঁড়া
অথচ হার মানো না।

উঃ শোফাটার কী যে হাল!
কুশনে জমাট বাঁধা ময়লা।
ঘরের মেঝে, আসবাবপত্র
সর্বত্রেই আলস্যের ছাপ
কারুর সেখানে হাত পড়ুক চাও না।

দরজার কোনওটাবা ছিটক্যানি লাগে না
রং পড়েনি ঘরে কোনওদিন।
তবু নিজেকে বড়লোক বলে থাক।
দ্বিধা নেই ইজার কিনতেও
পরমুখাপেক্ষী।
হায়রে ধনীর দুলাল!
মায়াবীর মুখে প্রশংসা শুনতে ব্যস্ত।

BANGLADARSHAN.COM

আকাশে জলো মেঘ

ঋতু বর্ষা আকাশে জলো মেঘ
গৃহস্থের ভাঙা বেড়ার কিনারে জল
মাটির মেঝে ভিজে
কেন্নো কেঁচো বেঁধেছে বাসা
গৃহে খাদ্য দানা নেই
অবিরাম বর্ষণ। কাজ কোথাও নেই
দূর থেকে গ্রানইন্দ্রিয়ে আসে খিচুড়ির গন্ধ
আহা সৌগন্ধ, গঙ্গার ইলিশ

অশ্রু মিশেছে বাদলে
ঘন কালো দেয়া পৃথিবী ছেঁয়ে আছে
অঝরে নামছে চালের উপর, ঘরের ভিতর
নতুন তৈরি বাঁশের সাঁকো খালের মাঝে
চুনোপুঁটি, ল্যাঠামাছ এসেছে উঠোনের ধারে
জাল ফেলেছে হাফপ্যান্ট, ল্যাংটো শিশু
ভেলায় খেলছে কতকগুলো

বিছানায় অসুস্থ গৃহিনী
ওষুধ পথ্য নেই
আবছায়া নীরদ ঢেকেছে অর্ধগোলক
ছয়দিন হতে চলেছে
সে গত হলে দাহ করার থাকবে না উপায়
ভাসিয়ে দিতে হবে কলার মান্দাসে

বুড়ি মা কাঁঠালের বিচি ভেজে আনে
আঁচল মাথায় সংগ্রহ করেছে পাড়া থেকে
ছেলেটা সানন্দে দিয়েছ মুখে
কাগজের নৌকা ভাসাতে গিয়ে ভিজে একশা
মা রোগীর জন্য এনেছে ফ্যান

BANGLADARSHAN.COM

চামচ ভরে খাওয়াচ্ছে
এমন সময় ভাজা ইলিশ, খিচুড়ির গন্ধ

তালের ডোঙায় রঞ্জন তুলে এনেছে শাপলা
অফুরান বৃষ্টিতে শরীর কাঁপ উঠছে
তেল নেই, আগুন জ্বালবার কাঠ নেই
কাঁদুনে বর্ষা, জলদ মেঘ প্লাবিত করেছে গ্রাম
প্রচণ্ড শব্দে প্রতিবেশীর মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ল
চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে
বড় বাড়ির পুরোনো আম গাছটাও উল্টে পড়ল বুঝি

ক্ষুধার দরজায় দিয়েছি শিকল
কানে আসছে স্ত্রীর গোঙানি
কানে আসছে–এদিকে আয় খোকা জল দে মুখে
আঁখিবারি ঝরছে মুশল ধারায়, কে রোখে
এখনো আছে ইলিশ ভাজা, গরম খিচুরির গন্ধ
আহা সৌগন্ধ থেমেছে কান্নায়।

BANGLADARSHAN.COM

কেউ কি হাত বাড়িয়ে আছ?

কেউ কি হাত বাড়িয়ে আছ?
আমি দেব হৃদয়ের–সমস্ত সঞ্চয়
চন্দনের বন উপড়ে এনে দেব সৌগন্ধ
মাখিয়ে দেব পাখির নরম পালকের উষ্ণতা

কেউ কি হাত বাড়িয়ে আছ?
নিশীথ সূর্যের দেশ থেকে দেব আলো
অষ্টপ্রহর ঝলমলে থাকবে মুছে আঁধার

শক্ত করে হাতটা দাও, অনেক পথ হবে চলতে
বৃষ্টি দেশের ঘাস ফুল দেব
গোলাপের চেয়েও এর সৌন্দর্য বড়

কেউ কি হাত বাড়িয়ে আছ?
নরম মায়াবী বিকেলে খুশির জন্য
একটা নয়, একশটা স্বর্ণমৃগ এনে দেব

মৃত্যুর পরপারে কী জানি কী আছে!
চোখ বুজে শুধুই অন্ধকার দেখি
দুঃখ নয় আলোর মাখামাখি দিতে চাই

BANGLADARSHAN.COM

সুখ অন্বেষণ

আমার ট্রেন ছেড়ে আসার পর
তোমার আর কোনও কর্তব্য থাকে না
বুকের ভেতরে বোকা ব্যথা
তোমাকে মৃত্যুর পরপারে রাখে।
এভাবে নিঃশ্চল থাকাকে কি
ভালবাসা বলে?

কখন যে জেগে ওঠো দামামা হাতে
কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে, জান না
তোমার শেষ চাওনি, পদক্ষেপ
অন্তরে বিঁধে নিয়ে দিন গুণি
কী জানি কখন বেজে উঠবে
শরতি মালকোষের মূর্ছনা!

BANGLADARSHAN.COM

স্টেশনটির পশ্চিমে নীল ফ্লাটের দিকে
প্রতিবার চেয়ে ভাবি
এটাই হতে পারত স্বপ্ন পূরণের ঘর,
বাস রাস্তাটা চোখের অ্যালবামে ভেসে যায়।
আমি চুপ বসে থাকি রেলের কামড়ায়
পরের স্টেশনে নেমে, মিথ্যে সুখ খুঁজি।

দাঁড়াব কার কাছে!

খাবার চিবোতে পারি না
গলা টেপে। অজ্ঞান আমাকে
সাঁড়াশির আঘাতে চোঁয়ালের হাড় গুঁড়ো করে
মুখের মাংস তোলে টেনে টেনে

আমিতো মরেই ছিলাম
হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে আছি দীর্ঘদিন
আর চলছে সরকারি বে-সরকারি
চিকিৎসাগার পরিবর্তন

মাথা তুলতে পারিনি সাতদিন
মৃতপ্রায় আমাকে যারা দেখেছিল
ভেবেছিল এবার কোনওমতে ফিরব না
অবসান হবে অশ্রুঝরা

BANGLADARSHAN.COM

মুখের আকৃতি বদলে গেছে (চেয়েছিল এটাই)
মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছে বহুবার
শেষ হতে হতে ধড়ে প্রাণ পেয়েছি
শরীরে প্রতিনিয়ত প্রহারে পঁচন আমার

দুটি কন্যাসন্তান নিয়ে কি করে বাঁচব
আশ্রয়হীনার কে দেবে আশ্রয়!
বিবাহের পরে খেতে পাইনি পেট ভরে
এখন কে ভরাবে তিনটি উদর!

কে আছে স্বজন, দাঁড়াব কার কাছে!
ক্ষমতা নেই কারো পলাতককে ধরার।

নারী

নারী তো পতিতা
কোনও এক পুরুষের ধর্ষিতা
কোনও এক পুরুষের লাঞ্ছিতা
অত্যাচারিতা, লালসা কামনার বশিতা।

অথবা কোনও এক পুরুষের
ছুঁড়ে দেওয়া ঘৃণা।
পৃথিবীতে ধর্ষিতার বারবার
আত্মঘাতিনী হওয়া
বেঁচেও না বেঁচে
জীবনকে জলাঞ্জলি দেওয়া।

কিন্তু সে নারী ছিল–
কোনও এক পুরুষের প্রিয়তমা,
মমতাময়ী মা, স্নেহময়ী বোন,
স্নেহের ধন আগলে রাখা দুহিতা।

BANGLADARSHAN.COM

যে নারীটি আজ ধর্ষিতা পতিতা,
সে হতে পারত–
বিশ্ববরেণ্যা মাদার টেরিজা,
স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরা।
ভগিনী নিবেদিতা।

সে হতে পারত
নভজয়ী কল্পনা চাওলা।
সুরের সম্রাজ্ঞী লতা, সন্ধ্যা।
সরোজিনী নাইডু কিম্বা আশাপূর্ণা।
পুরুষের এক নারীতে সয় না
ধ্বংস করে শত শত
উজ্জ্বল নারী তারকা।
তার অন্তরে জমায় রক্ত পুঁজ,

অসহ্য যন্ত্রণা।
যে নারী সংসারকে করে
শান্তি নিকেতন–
তার গায়ে লাগায়
মিথ্যে কলঙ্কের কালি।
পিঞ্জর ভেঙে নির্দ্ধিধাট
জ্বালিয়ে দেয় হাড়গোড়
তাকে ভস্ম হতে দেখে
কুমিরের হাসি হেসে
নাচে নর পিশাচের অন্তর।

BANGLADARSHAN.COM

মা-পড়তে বল না

মা আমাকে কেন পড়তে বল না!
আমি তোমার শাসন ছাড়া চলতে পারি না।
দুবছরের অযত্নে শুকিয়ে গেছে মন,
কেবলই তাই মনে হয় ঘর ছেড়ে যাই বন।

তুমি বল—বড় হয়েছ নিজেই সব বোঝ,
পথঘাট দেখে শুনে তবেই তুমি চল।
আমি যে তা চাই না মাগো শাসন আমায় চালাও।
প্রেরণা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে আমার মনটি জাগাও।

মন যে কেন শুকিয়ে গেছে কেন বোঝ না।
তোমার স্নেহ ছাড়া মাগো কিছুই চাই না।
তুমি ভাব রুষ্ট আছি দিতেই পারি না ভাত
কোন সাহসে শাসন করি পিঠে মারি আঘাত।

BANGLADARSHAN.COM

কষ্টে আছি তাতে কি মা বেঁধে রাখ আমায়
দুঃখ কষ্ট কোনও কিছুতে নেই যে আমার ভয়।
মানুষের মতো মানুষ হয়ে তোমার পাশে থাকব,
সবার সেরা মা যে আমার প্রমাণ করে যাব।
দেবতুল্য, অন্যতুল্য নয় যে আমার বাবা,
শ্রীচরণে তাইতো আমি ঠেকাই আমার মাথা।
মা আমাকে শাসন কর, পড়তে বল, পড়তে বল না,
নিজের থেকে পড়তে আমার ভালই লাগে না।

পিছে তাকাও শিক্ষিত

শিক্ষিত মানুষ খোল মুখোশ
চেয়ে দেখ পায়ের নীচে,
ডুবে আছে যারা অন্ধকারে
তাদের দাও জ্ঞানের মশাল ধরিয়ে।

মুখ ফিরিয়ে দেখ–
কচিকচি মুখ যায় শুকিয়ে,
বর্ণমালার আজন্ম পরিচয়ের অভাবে
রইল সে পৃথিবীর বোঝা হয়ে।
অমানুষ মূর্খের মতো–
কায়ক্লেশে দেহ যন্ত্রটাকে, মৃত্যুপথে
টেনে নিয়ে যাওয়াই তার ব্রত।

যেমন অভিশপ্ত অন্ধ,
অসার্থক পশুর যায় দিন,
থাকে নিরক্ষরও অসাড় আলোহীন।
শিক্ষিত, তোমার একটু আলোকদীপ্ত
ছড়িয়ে, দেশের একোণ ওকোণ
সমৃদ্ধির উৎসবে দাও ভরিয়ে।

বর্ণাঢ্য উৎসব আলোর পাশে
বিরাজমান নিরক্ষরতার অন্ধকার
এটা কি নয় সুতীব্র অভিশাপ?
আধুনিক পৃথিবীতে আজও
মানুষ থাকে যন্ত্র হয়ে।
মুখে ভাষা নেই, চোখে আলো নেই,
তোমাদের আদর্শ, স্বপ্ন কি এই?

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধু প্রজাপতি

অবেলাতে গিয়েছিলে কোথা?
বন্ধু প্রজাপতি–
অচেনা কোন দেশে
আমার কাছে থাকবে তুমি
আঁচলখানা ঠেসে।

নীল আকাশের নীচ দিয়ে
যাও সে তুমি কোথা!
ফুলের সঙ্গে রং মিলিয়ে
দাও না মোরে দেখা।

আমার ফুলের উপর বসে
কর কানাকানি।
ধরতে আমি চাই যখন
উড়ে পালাও তুমি।

আমায় তুমি একটিবারও
ডাকলে না আর ডাকলে না।
খেলার সাথী হবো আমি
একটিবারও চিনলে না।

তুমি শুধু একা একা
ফুলের সঙ্গে খেল।
আমায় তুমি সঙ্গে নিলে
হতো নাকি ভাল?

মধু খেয়ে যখন তুমি
ফিরে যাও কোথা।
তোমার সঙ্গে মনে মনে
বলি কত কথা।

BANGLADARSHAN.COM

বিদায় বেলা বলো নাকো
বন্ধু প্রজাপতি–
পরের দিন দেখব বলে,
বসি আসন পাতি।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মা

কাজী হাবিবুর রহমান

আমার মা চুপ করে বসে আছে
এগ্‌নের কাছে দু'চুলোর ধারে
কাগজ বিছিয়ে শুইয়ে ছিল
তার কোল ঘেষে জেগে থাকা
সারমেয়টা।
সেই দৈব্যকের কথা আজ মনে পড়ে
গহীনরাতে ঘরের চার্দ্দিকে
বালি পেরেক খুরি বসিয়ে
মৌলভী হেঁকে যায় আজান...

ফাঁ-ফোকর থেকেই উড়ে আসে বাজ
শকুনের মুখে ভর করে নামে হেথায়
রাতজাগা পাখিটা!

BANGLADARSHAN.COM

আমার মা
আমার মা দিনরাতে
জোড়া পুকুরের ধারে
থানকুনি গ্যাঁদাল হিন্‌চে শাক তুলে
ডেকে আনে তাকে
আমার মা
উদোম গায়ে শীত হজম করে!

সূর্য ডুবে গেছে আজ
চোখের তারায় ভেসে বেড়াই:
হুরপরীদের নাচ খেলাঘরে।

শরের উপর আছি বেশ

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

মারতে নয় মারতে নয় কৃষ্ণ, মরতে এসেছি আমি ভীষ্ম
রাজ্য পাবে রাজা—দাসত্ব করবে প্রজা আর এ অধম।
তুমিও এড়িয়ে যেতে, বিকলাঙ্গ হলে
তোমার দর্শন তোমার চরণ পাব বলে
তোমারই সম্মুখে তুলি অহং ধনুক
মন আমার শুধু তুমি তুমি—এ জড় দেহে থাকবে তোমার ছোঁয়া
চোখেতে দেখব শুধু অমলিন কৃষ্ণ জপ
কণ্ঠ ও হৃদয় গাইবে অকৃপণ অমায়িক কৃষ্ণ নাম
এভাবেই আবর্জনা দেহ ফেলে এগিয়ে যাব তোমার ধাম।
বিকলাঙ্গ হলে
তুমিও এড়িয়ে যেতে, তাই
তোমার গড়া বিশ্ব মঞ্চে আমি সৈনিক অভিনেতা
অভিনয় করে যাই যতটা বিশুদ্ধ করা যায় নাট্যমঞ্চে
আমি শরসজ্জায় স্থিত কেন—তা তুমি জান
মায়াবী মানবের দল হাহাকার করে এ জড় দেহের ব্যথায়
আমি জানি—এসব লজ্জার রূপ
তুমি কৃপাময়
শত জন্মের পাপের কীটানুকীট শরের আগায় খুঁটে
আমাকে করেছো বিশুদ্ধ
‘দুর্যোধন শুনছে না কথা—আমি যদি আদেশ একটি করি’
কৃষ্ণ, যার মনের ঈশারা শোনে জড় সজীব, স্থাবর-অস্থাবর
তাঁর কথা—ঈশারা শোনে এ কোনজন।
দুর্যোধন!
আমি ভীষ্ম, আমি জানি তোমার এখানে আসার কারণ
ভক্ত বৎসল প্রভু আমাকে দেখাও সেই রূপ
যে ধূপ পুড়ে পুড়ে গন্ধ ছড়ায় সবাকার তরে
সে পার্থসারথি রূপ

BANGLADARSHAN.COM

সব যুগে ভক্তকে রেখেছো তুমি তোমার সিংহাসনে
তাঁর নীচ থেকে তুমি শত শত অক্লেশে নিয়েছো বুকে
হে নাথ, সিংহাসন রাজ্যপাট আমার চাহিদা নয়
রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এসেছি নিজেকে ধৌত করতে
তোমার নিঃশ্বাসে বাতাসে
যে কটা ছুঁড়েছি শর তোমাকে স্মরণে রেখে
সেকটা স্মরণ শর নিয়েছো বুকে অক্লেশে
আজ শরবিদ্ধ আমি
আজ শরবিদ্ধ চেতনাবিহীন মানব-মানবী
প্রভু পার্থসারথি রূপে তুমি জাগাও ধরণীকে
আমায় দেখাও পার্থসারথির রূপ
দেখতে দেখতে বুনে যেতে চাই তোমার ভালোবাসার বীজ ধূপ
তুমি আছো তাই
শরের উপর আছি বেশ।

BANGLADARSHAN.COM

আমি বলি: জীবন মৃত্যুর কথা–১

জীবনকে খুব সামনে থেকে দেখেছি, আজো দেখি
মৃত্যুকে দেখেছি আমার বালিশে মাথা রেখে শুতে
বলো–আমি কার সাথে যাবো।

বলো, আমি কার সাথে যাবো
জীবন বাস্তব, তার সাথে মিশে
ভারতের নীচজাতি, দুঃখী খেটে খাওয়া জন-মজুর
তাদের চোখেতে জল, তৃষ্ণার জল নেই কোথাও
তাদের বুকেতে বাড়ে ব্যথা, স্বান্ত্বনাও জোটে না কপালে
খেতে শুতে তাদের সাথে কথা বললে–জীবনে আনন্দ আসে
স্থাবরে-অস্থাবরে দেখি তোমাদের তৈরি করা ছ্যুঁৎমার্গ ঠাকুর
বলো আমি কার সাথে যাবো!
মৃত্যু! সাধন সঙ্গিনী। সাধনে সিদ্ধি এসে গেলে
বাহ্যিক দেহখানা রেখে মিশে যাই পরা প্রকৃতিতে
সেখানেও
সেখানেও চেয়ে দেখি–
স্থাবরে-অস্থাবরে দেখি তোমাদের তৈরি করা ছ্যুঁৎমার্গ ঠাকুর
'সর্ব ভূত হিতে রত' সকল জীবের মধ্যে
'যেখানে দেখবে প্রাণ, সেখানেই নিত্য চলাচল' সে ঠাকুর
কৃমি-কীট থেকে ব্রহ্মলোক...

যে ঠাকুর পূজা নেয় ছোট বড় সবাকার থেকে
সে ঠাকুর দরিদ্রের হাড়ি খুঁটে খায় অন্নকূট
যে ঠাকুর ত্রিলোকের পতি
সে ঠাকুর সুদামা-অক্রুর পদ ধৌত করে
যে ঠাকুর প্রসাদ রাখে ভক্তের তরে
সে ঠাকুর সবরি বুড়ির থেকে এঁটো ফল খায়
যে ঠাকুর–সেই ঠাকুর সবার হৃদয়ে হৃদয়ে
তাকেই সামনে রেখে চলিফিরি খাই শুই সবাকার সাথে

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যুকে দেখেছি তাই
মৃত্যুর সাথে রোজ ঘর করি বলে
জীবনের গায় পায়
বাস্তবের গায় পায় থাকি
বিভেদে জ্বলি না আমি
জীবন-মৃত্যুর অভেদ তত্ত্বে সারাটাদিন মশগুল।

BANGLADARSHAN.COM

আমি বলি: জীবন মৃত্যুর কথা–২

আমি আমাকে ভাঙতে পারি
গড়তেও...
আগুন ও জলের মাঝামাঝি আমার চলাচল
আমি ডুবি প্রতিদিন দু'য়ে
তারপর
মাঝামাঝি বসে স্বরলিপি আঁকি জীবন ও মৃত্যুর
তুমি!
সবার উপদেশ শুনি আমি, শুনতে থাকি
তবে আজ স্বীকারোক্তি রেখে যাই
হৃদয় না স্পর্শ করলে সে উপদেশ যত্নে রাখি
টেবিলের নীচে।
তুমি ভাবো অন্ধ আমি, আমি ভাবি তুমিও...
অন্ধের সাথে আমি রাস্তা পার হ'ব না
আগুন ও জলের মাঝামাঝি আমার চলাচল
আমি ডুবি প্রতিদিন দু'য়ে
তুমি!
তুমি তো বিচার করো তোমার মতন
ও ওর মতন
আমি আমার মতন
বলো তবে কোনটা গ্রহণ করি, কোনটা বর্জন!

বাতাসে ভেসে আসা ধূলা ও বালি
যেভাবে অযাচিত গায়েতে পড়ে
ঝেড়ে ফেলি, ঝেড়ে তে ফেলতে হয়
সেই মত
অযাচিত আদেশ-উপদেশ নষ্ট ফাইলে রেখে
আমি কাজ করি
আমার মতন
আমি পুড়তেও পারি আমার স্বভাবে

BANGLADARSHAN.COM

আমি ডুবতেও পারি আমার বৈভবে
কে বলে সাধু! বলোই বা কেন তা!
আমি কাজ করি বহু
ইউনিফর্ম তোমরা দেখ, আমি দেখি
পৃথিবীর লোক–
সরিয়ে সরিয়ে সব পোক
খুঁজে নিই মান-হুঁশ
ধর্ম আমায় দেয় কস্তুরী স্বাদ
সেই স্বাদ ভাগ করে নীচে তোমাদের পাশে বসি
সাহিত্যের জন্য শুধু নয়
গোপনীয়তা আর যত ছাই চাপা পাপ-পুণ্যও
সাহিত্যের প্ল্যাটফর্মেই রাখা যায়, তাই তো
আকাশ, মাটিকে ছোঁয়
মাটিও আকাশের প্রতি নিষ্পলক প্রেমচোখে তাকায়
আর জল আকাশ ছোঁয়, মাটি ছোঁয় আর ছোঁয়
জীবের হৃদয়
সত্যের জন্য আমি ধর্মের পথে পাই অমৃতের ভাণ্ড
সাহিত্যের জন্য আমি সে অমৃত
ভাগ করে দিতে আসি তোমাদের মাঝে

আমি তোমাকে ভাঙতে পারি
গড়তেও...
তুমি!!!

BANGLADARSHAN.COM

আত্মা

ধান গাছের গুঁড়ি ও ছড়ানো ছিটানো ধান ক্ষেতে ক্ষেতে
পাখি যায় ইঁদুর কিছু মাটির ভিতর টানে
কিছুটা কুড়িয়ে কুড়িয়ে তোলে অভাগীর মেয়ে
সূর্যি মামা ও সবার ’পরে অকৃপণ ঈর্ষাহীন তাপ দেয়
দুলিয়ে দুলিয়ে মাথা গরু ও ছাগল খায় আলোর ঘাস ও মাটির আঘ্রাণ
ওদিকে স্বরলিপি আঁকতে থাকে চিল ও বাজের বিবেক
সাপের ফণার সাথে বেজীর কৌশলী গীত
যেয়ো না, যেয়ো না তুমি শুধু শোনো হরবোলা বিরোধী বিদ্রোহ
সবাকার মৃত্যুর মতো তুমি ও আমি শোবো
শিশির ঝরার মতো
নষ্ট ফুলের মতো এদিকে ওদিকে
আত্মা বলে যদি কিছু থাকে
অবেলায় আমার মতো অদৃশ্য অস্পৃশ্যরা হবো এক
তারপর
বিদ্রোহ ঝকৃত হবে
স্রোত জলে স্থির ছায়া রেখে
যাব বলে
বাড়ি করো, জল করো, পাহাড় বা গাছ করে রাখো
জলাশয়ের পাড়ে বসে দেখে যাব প্রকৃতির
শত লীলা বেলা।

এমনকি কখনো সে সব হয়
শব কি কখনো সে সব হয়
যদি হয়
গাছ পাখি ইঁদুর মানুষের সে এক বৃহৎ সংসার
তারপর
তারপর
কি করে তারা! কোথায় বা যায়!

BANGLADARSHAN.COM

সাত্ত্বিক আত্মাগুলো অদৃশ্যে কি
সংসার বাঁধে...
ত্যাগ তপস্যায় দিন পার করে–না কি
শুধু অলীক কল্পনা স্থাবরে-অস্থাবরে।

BANGLADARSHAN.COM

খুব সেয়ানা

তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখতে ভালই লাগে
তোমায় নিয়ে গল্প লিখতে
তোমার কাছে মিথ্যা বলতে
ভালোই লাগে, যখন তুমি ঝলসে ওঠো একটু রাগে।

যখন তুমি হাসতে থাকো দুষ্ট সুখে
একটু টানি বুকের মাঝে
ভালোবাসার খেয়ালি ঝাঁঝে
কপট হই। তখন তুমি ওঠো রুখে

যখন তুমি দিন-দুপুরে পিয়াল বনে
শিয়াল দেখে ভয়তে কাঁপো
তখন আমি সুখ পুকুরে আনন্দ মনে
'তোমায় ফেলে চলেই যাব'

BANGLADARSHAN.COM

'তোমায় ফেলে চলেই যাব' বলছো মুখে
ভাবো আবার শিয়াল এলে
খেয়াল সুরে গান ধরলে বেজায় সুখে
আমি তো বেশ ডুববো জলে

তোমায় নিয়ে যতই ভাবি ভালোই লাগে
তোমায় নিয়ে গান বাঁধতে
তোমার সুরে সুর গাঁথতে
ভালোই লাগে, লজ্জাবতী হও যে রাগে

যখন তুমি বলতে থাকো আমার কথা
আমি তখন স্বপন দেখি
মুছতে থাকি স্বভাব মেকী
মুচড়ে ওঠো যখন দেখো আমার ব্যথা

যখন তুমি গাইতে থাকো তোমার গান
স্বরলিপিতে তুলতে থাকি

তোমার হাতে হাতটা রাখি
এবং মুছি ভেসে আসা সব অপমান

যখন তুমি ভাবো বসে দূর ভবিষ্যৎ
আমি তখন জলের মাঝে
আঁকতে থাকি খুব উচ্ছ্বাসে
তোমার আমার জীবন নিয়ে মহারথ

যখন তুমি বলো আমায় হদ্দ পাগল
এক পৃথিবী হাসি ও সুখে
মেতে উঠি এগরীবি বুকে
দেখি উচ্ছ্বাসে চতুর্দিকে পাঁচ-ছ ছাগল

যখন তুমি কর্মের চাপে হাঁপিয়ে ওঠো
তখন আমি জ্বালাতে থাকি
নষ্ট সুখে, দুষ্ট কাজে বাজি রাখি
ভালো লাগে শুনতে তখন শাসনগুলো

ভালো লাগে ভালোর সাথে পাগল হলে
কিন্তু তুমি খুব সেয়ানা
অল্পে ধরো খুব রাহানা
জলে নেমেও বলতে থাকো ভিজিনি জলে

BANGLADARSHAN.COM

একাকী

মনে আছে
একদিন লতানো একাকীত্বের অসহায় ক্ষণে
বলেছিলে–
কখনো জড়িয়ো না তুমি অন্য কোন গাছ
শিকড় উপড়ে যাবে
সেই থেকে
এই আমি একাকীত্বে বহুকাল
মহাকাল
মায়াচ্ছন্ন মায়াকাল নিয়ে গেছে অন্ধকার শিয়ালের বনে
আখের গাছের মাথায় শিশির ও রোদের কণা লেগে
সরে যায় গোড়ার মাটি–মনে পড়ে
এমনি উর্বর মনে
মরচে ধরেছে এই জীবন যৌবনে
দেখি চেয়ে
ছেঁড়া মেঘে বস্ত্রহীন তোমার উল্লাস
বাতাসের উপহাসে সাইক্লোন যখন তখন
ভেঙে পড়ে শিশুসহ পাখির বাসা
মাটির দেয়াল ভেঙে, ভেঙে যায় আসার তরণী পাটে পাটে
কার্তিকের কুকুর যখন গেয়ে ওঠে গান
হঠাৎ বসন্ত আসে–ফেউগুলো ভেঙায় মুখ অনন্ত আবেগে
প্রতিদিন জ্বলতে থাকে শ্মশানে আগুন
বিশ্বাস-অবিশ্বাস আশা ধীরে ধীরে লয় হয়
অস্থিতার কিছুই থাকে না, বাতাসে বাতাসে ওড়ে
উপহাস আর আগামীর শিশুদের অবজ্ঞা
এইভাবে
শুধু নই আমি
আরো কতো বীণার তার কেটে গেছে
কেটে যায়

BANGLADARSHAN.COM

কেটে কেটে কেঁচো চলে দুই ভাগে কিছুটা যন্ত্রণা নিয়ে
তবু চলে
আবার মাটির ’পাড়ে তোলে মাটি
সবুজ ফসল ওঠে, তৃণ খায়, কৃষক গায় গান
মানুষও উত্তাপে রাখে জীবন যৌবন
কেঁচো দুই ভাগ হয়
ভাগ হতে থাকে
ভাগ হতে হতে
ভাগ হতে হতে
একাকীত্বেই হারিয়ে ফেলে নিজের নিজেকে...

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ জ্বালায় প্রদীপ

ধর্মেন্দ্র বিশ্বাস

দূর আকাশে চোখ রেখে
খুঁজে পাই শান্তি
সময়ের ধারার মতো
শীর্ণকায়া মূর্তি এখনও বয়ে চলে—
পাথরের বুক চিরে।
বনানীর সিঁথি ছুঁয়ে
বুনো ফুলের গন্ধ মেখে
মিঠে সকাল পেরিয়ে
যাত্রা আমাদের অস্তমিত সূর্যের দিকে।

দিগন্তের পানে নির্বাক চেয়ে দেখি
পাহাড়িয়া জঙ্গল-মেঘেদের সাথে
কানাকানি খেলায় মত্ত।
কুয়াশা চাদর জড়িয়ে রাখে গোধুলিকে
তবু, সন্ধের আকাশ জ্বালায় প্রদীপ।

BANGLADARSHAN.COM

পঁচিশের আগমনে

শাশ্বত ভাবনা জুড়ে বাস্তব কবিতার বিচরণ
রাগ-অনুরাগ, অভিমানী চেনা মুখোশের আড়ালে
অচেনা জগত সব ভুলে যায়।
ক্যানভাসে জলছবি রোদ্দুরে মুছে যায়
অবাক চোখে সারাটা দুপুর কোপাই চরে
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বৈশাখী বেলার গানে।

তখনও নদী সব ভুলে উজানের অনুকূলে,
সূর্যটা নিভে আসে–শব্দের পথ ধরে
ঘরছাড়া মানুষগুলো নির্বাক চেয়ে আছে
ঝলসানো রবীন্দ্রমূর্তির দিকে।
আমিও তাকিয়ে–রবীন্দ্রনাথও আমার দিকে
হিংসা ডানায় রক্তের দাগ
তবুও সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু একা রবীন্দ্রনাথ আর আমি
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পঁচিশের আগমনে।

মেয়েটা আসেনি

ছেলেটা ভোর থেকে দাঁড়িয়ে আছে
একে একে সব ট্রেন চলে গেল,
সকালের সূর্য অস্তমিত সন্ধ্যার দেখা পেতেই
রাতের আকাশ হলুদ ফুলে ভরা
গভীর থেকে আরো গভীর অন্ধকার হাঁটে।

দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম নিস্তব্ধ নিঃঝুম
তারাগুলো নিভে গেল
আবার নতুন দিনের সূর্য উঠল

একমাত্র প্রকৃতিই বুঝল সে প্রতীক্ষাকাহিনি
মেয়েটা কথা দিয়েও
কথা রাখতে পারেনি।

BANGLADARSHAN.COM

জেগে থাকা শুধু স্বপ্ন

পৃথিবীর দিকে আঙুল তুলো না
স্পন্দনহীন কথা থমকে দাঁড়াক মাঝে মাঝে
নিদ্রায় অভিভূত অন্ধকার জেগে থাকে একা
পথের দিকে ফিকে চাওয়া
নিঃশব্দে স্মৃতি দোলা দেয় মনকে

তবুও মাটির প্রদীপ আমাদের ঘরে
জ্বলে ওঠে সভ্যতার ইতিহাস ওই
দুরন্ত প্রত্যাশা মহাসমুদ্রে জমে ওঠা ঢেউ...

স্বচ্ছ, অদম্য তৃষ্ণা চোখে দেখি বারবার
জেগে থাকি শুধু আশার স্বপ্ন নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

না ফেরার যাত্রা

মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকা অমোঘ সময়
সবকিছু নিয়ে চলে যায়
মায়া ত্যাগ করে,
সংসার-আমিত্ব পড়ে থাকে সব
ভস্মীভূত দেহ বিলীন হয়ে যায়।
জন্মের ঋণ গুনে গুনে যায়
তবু ডাক আসে–ফিরিয়ে দেওয়ার নয়
চলে যেতে হয় সে যাত্রা বহুদূরের,
ফিরে আসা যায় না কোনো মূল্যেও
সে যাত্রা শুধুই না ফেরার।

তবু উঁকি দেয়

কান্নার সুর বাঁচার আশ্রয় খোঁজে
অনাবিল গভীর চিন্তা বুকে বেঁধে
তাকায় বারবার খোলা আকাশের দিকে।
তবু অন্তরের অজ্ঞাত ভাষা
জীবনের আলোতে ফিরতে চায়।

লতাপাতার মতো বাড়তে হবে জেনে
এক ঝাঁক কালো মেঘের কাছে
কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি চেয়েছিলে।
শূন্যের পথে যাত্রা করেও
দুঃখ সাগরের অসীমে ধরা দাও,
সেতারটা বাজে–
মিটিমিটি তারা আজও জ্বলে
মরা চাঁদ তবু উঁকি দেয়।

BANGLADARSHAN.COM

যদি পাখিটা আসে

সমুদ্রের ধারে একা একা বসে
শুধু তোমার কথা ভাবি
নীল আকাশের গায়ে
তোমার মুখটা ভেসে ওঠে।
তুমি এতটায় সুন্দর,
একটা সাদা পাখি উড়ে যায়
দূর দিগন্তরেখায়–
হয়তো ওই পাখিটাই
আমার ভালবাসা–
তোমার কাছে পৌঁছে দেবে।

BANGLADARSHAN.COM

তবু জেগে থাকি

শুধু নূপুরের শব্দ শুনতে পাই
তুমি আলেয়ার মতো–
দেখা দাও আর মরীচিকা হয়ে যাও
চতুর্থীর চাঁদের অপেক্ষায় বসে থাকি
মধ্যরাতের পর চাঁদও আসে না আমার কাছে
তবু জেগে থাকি তোমার অপেক্ষায়।

দিতে কিছু পারি না বলে
তুমি রাগ তো করোনি কখনো
ভালবাসতে তো পারি তোমাকে–
তোমার থেকে বেশি।

BANGLADARSHAN.COM

রিমেক ছড়া: হাট্টিমা টিম টিম

তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

হাট্টিমা টিম টিম
এখন পাল্টে গেছে থীম
এখন লাইফ টাইম সীম
আমরা হাট্টিমা টিম টিম।

হাট্টিমা টিম টিম
এখন পাল্টে গেছে থীম
এখন খাচ্ছে উচ্ছে নিম
আমরা হাট্টিমা টিম টিম।

হাট্টিমা টিম টিম
এখন পাল্টে গেছে থীম
এখন ছুটছি সবাই জিম
আমরা হাট্টিমা টিম টিম।

BANGLADARSHAN.COM

হাট্টিমা টিম টিম
এখন পাল্টে গেছে থীম
এখন শরীর লোহার ভীম
এখন হচ্ছি সবাই স্লিম
এখন সবই ঘোড়ার ডিম
আমরা হাট্টিমা টিম টিম
আমরা হাট্টিমা টিম টিম
আমরা হাট্টিমা টিম টিম!

নবীন বরণ

রমেশ মণ্ডল

বয়স এমন কিছু নয়,
তবুও পঞ্চাশ–
বিক্ষিপ্ত জীবন, দারিদ্রতা সাথী
প্রতিকূল সময়–
বিনিদ্র রজনী, ক্ষুধার জ্বালা,
এই নিয়ে জীবন হাঁসফাঁশ।
তার মধ্যে বয়স পঞ্চাশ॥
জ্বালিয়ে দিলে ধূপ জ্বলে,
মর্মে মর্মে পুড়ে ছাই–
মানুষ বলে এর থেকে,
শান্তি আর নাই–
প্রশ্ন একটাই,
উত্তর আসে, অনেক হাসে
মেটেনা মনের আশ,
এমনি করে কাটল পঞ্চাশ॥
নদীতে জোয়ার আসে
আবার ভাটা–
ভরা বুক শুকিয়ে গেলে,
সেই বুকে যায় হাঁটা।
কি করে এমন হয়,
বুঝিনা ছাই পাশ।
এত কিছুর মাঝে কখন বয়স পঞ্চাশ॥
বারোটা মাস ছ-টা ঋতু
ঘুরে ফিরে বারে বারে আসে,
আমাদের চার পাশে,
গ্রীষ্মের পর বর্ষা–
চাষারা পায় ভরসা–

BANGLADARSHAN.COM

অঝরে বৃষ্টি নেমে করে সন্ত্রাস,
দু-নয়নে দেখেছে সেই পঞ্চাশ॥
রাখালের বাঁশী বাজে মাঠে
ক্লান্ত সেই গরু বাছুর–
গোঠে ফেরে সূর্য যাবার পাঠে।
ভোরের আলোয় চারিদিক হইচই–
চাষারা মাঠে করে চাষ,
তাই দেখে কেটে গেলো পঞ্চাশ॥
কতবার কত স্থানে হয়েছে বন্যা
কখনো নিম্নচাপ কখনো সাইক্লোন,
হুড়মুড়িয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প
মুহূর্তে ধ্বংসের স্তূপাকার–
কত নিষ্পাপ প্রাণ হল বলিদান,
কত পশুপাখী গেলো মরে,
তারপর সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে না কোন ঘরে।
এত কিছুর পরেও মানুষ করে আশ,
ফিরে দেখি বয়স পঞ্চাশ॥
নিয়ম মেনে সূর্য ওঠে,
আবার পাটে যায়–।
গভীর রজনীতে তারারা তাকায়,
প্রবীনেরা করে স্মরণ,
পঞ্চাশ বছর দেখেছে
ক্লান্ত রজনী ভোরের আকাশে
করছে নবীন বরণ॥...

BANGLADARSHAN.COM

তারপর! কল্লোলিত আকাশ

কালাচাঁদ দাস

হাতের মুঠো, তবুও আল্‌গা
যত-ই বাড়াই-না হাত–
যত-ই প্রসারিত করি না–
বাকী অংশের হাত।
হাতের মুঠো, তবু-ও আল্‌গা,
এখনো হাতে পাইনি আকাশের নীল রং টুকু,
পেয়েছি যা’ আজ, আকাশের আবর্জনা
আর, দ্বিতীয় আকাশ–।
হাতের মুঠো, তবু-ও আল্‌গা,
কিছুটা নূব্জ, দু-হাতে ক্রাচ্‌-ভর করে হাট্‌ছে;
এলো-মেলো বাস-করা গাছগুলো–
অবিন্যস্ত চুলের আঁচল; আর পাচ্ছি, হৃদয়ের ভাঁজগুলি–
হাতের মুঠো, তবু-ও আল্‌গা;
ভেতরে ভেতরে তোল্‌পাড়, কুক্‌ড়ে যাচ্ছে সব,
স্বাস্থ্যবান বা স্বাস্থ্যবতী লিখনে পুনর্জন্ম নিচ্ছে ইতিহাস
কতো গান, কত রকমের পাঁচালী, কবিতা লোকসংগীত
হাতের মুঠো, তবু-ও আল্‌গা,
সময়ের তলে তলে–পলে পলে,
নানা রঙের, নানা বর্ণের রাজা বা রাণীরা,
ঝক্‌ঝকে আলোয় থেকে–চুপি চুপি আঁধারের চাদরে মোড়া শব্‌গুলি,
পঠন-পাঠন চুকে যাবার পর;
সাক্ষী, আকাশের নিভু-নিভু পিদিমগুলি;
ছোট ছোট প্রাণগুলি; আমার শরীরে মিশে মিশে যাচ্ছে;
হাতের মুঠো আল্‌গা থেকে শক্ত হতে লাগ্‌লো,
আমি, ধীরে ত্রিভুজী, পঞ্চভুজী বা বহুভুজী–
আমি-ও আকার-আকৃতি রঙ বদলাচ্ছি;
খুঁজে পেয়েছি নতুন মাটি; খুঁজে পেয়েছি নতুন আকাশ;

BANGLADARSHAN.COM

আর, নতুন বাতাস; খাপ-ছাড়া জীবন-যাপন;
রামধনুর সাত-রঙা আলোয় ক্রমাগত আলোকিত–আজ!
আমার আল্‌গা মুঠো ক্রমাগত উদ্ধত হোলো–ক্রমাগত;
বাকী সব–আপনাদের জানা–!!! কল্লোলিত তারপর।

BANGLADARSHAN.COM

২৫শে বৈশাখ দিচ্ছে ডাক

কোজাগরী শব্দে পুনঃনির্মাণ চল্‌ছে, জন্ম-লগ্ন থেকে-ই,
জ্যামিতিক ফ্রেমে নিখোঁজ হয়ে চল্‌ছে,
অসংখ্য নারী-পুরুষের মুখের ভাঁজগুলি;
কখনো, নানা-রঙে, ত্রিভুজ-চতুর্ভুজে-পঞ্চভুজে সাকার হচ্ছে–
নিরাকার–সাকার হলেই–উলুধ্বনি আর শব্দের বৃষ্টিপাত–
ভিজে যাওয়া চোখের জলেতে, মূর্ত্তিগুলো আজো সাতরঙা আলোতে–
আমাদের নিঙ্‌রানো শব্দে–চতুর্দিকে বিশ্বজুড়ে তার পদ-চারণা।
যে, নদীর আলে দাঁড়িয়ে, আকাশ-ভরা-তারাকে মাটিতে টেনে আন্‌ছে,
যে, আমাদের ভিজে-ভিজে জোছোনায় বুড়ী-চাঁদের গপ্পা হয়েছে,
যে, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে–রবীন্দ্র সংগীত আর কবিতাপাঠ করে,
যে, হিরোসিমা আর নাগা-সাকির চিতায় দাঁড়িয়ে শান্তির আন্দোল গড়ে,
যে, বয়েসের ভারে, নুব্জ হল্‌দে পাতায়-ঝরা-পাতায়-আগুন জ্বালায়,
যে, আব্‌-ছা আলোয়, নারী-পুরুষের ভেতরকার যত্ব কমাচ্ছে,
যে, আমাদের বন্ধ দরজা-জান্‌লাগুলি এক্‌টানে খুলছে ঝরণা ধারায়,
যে, আমাদের হৃদয়ের অলিগলিতে ২৫শে বৈশাখের ডাক্‌ দিচ্ছে;
মানুষ আর মানুষের ভেতরের ঘনত্বে শুনি তার শৈশবের জোছোনার ডাক।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তর পুরুষেরা মরেনি

আকাশের ভাষা
হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের পোষাক;
আকাশের কালো রং
হচ্ছে, কাপুরুষদের
গলদধর্মী হোপরের
ওঠা-নামা; হৃদয়ের গোপন
কুঠুরীর অন্দরমহলের জানা
রং, শেকলের ঝনঝনানি–
শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা হেঁটে
চলেছি–দূর ভেসে আকাশের
নীল রং এর চাদর ফুটো–আর
তা থেকে ফুরফুরে আলো বাতাস
গন্ধময়তায়–ছোট গাছগুলি ধীরে
ধীরে বেড়ে উঠ্‌ছে; তাদের ডালপালা
ছড়াতে ছড়াতে–তারা,
পূর্বপুরুষের চেনামুখ গুলি এতকাল,
পরে খুঁড়ে পেয়ে কি উল্লাস–!
যাক, তোমাদের বংশধর এখনো জীবিত;
ঝেড়ে ফেলো হৃদয়ের বেবাক-কুচিন্তা।

BANGLADARSHAN.COM

গভীর রাত যখন কথা বলে

রোজ সকাল ডাকে–জেগে উঠি অসম্পূর্ণতা নিচে
বলে–আমি সাঁজের আলো দেখি–তাতে
রক্তিম আলোয় অচেনা পথে–কেবল দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি;
ভারত নাট্যম শিখে–নদীর পায়ের বেড়ী হোয়ে–
অজস্র সময় ধরে–এর-ওর পায়ে কাঁদি।
গভীর রাত তখন চুপিসারে, করিডোরে পা রাখছে
সময়ের বিনুনী মাথায় পরে–
দুপুর না হোয়ে নম্র বিকেলে মথিত হই–
নদীর জোড়া পাড় আমাকে কেবল-ই ডাকে;
নীল আকাশ তলে বোবাকান্না-আবর্জনা জড়ো করছি;
রাতের আকাশে যখন চাঁদ–জোছোনা আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে–
অন্ধকার ক্রমাগত জড়ো হচ্ছে আরো–শুনশান–চারদিক; ক্রমাগত ভয়;
সকাল কাঁদে বিকেলের পড়ন্ত রোদের জন্য;
শেফালী-যুথিকারা–রোদে পুড়তে পুড়তে–রোদ
খুঁজে পায়নি সারা জীবন ধরে; এক চিল্‌তে কুড়ে ঘর-জীবন ইত্যাদি সব;
যেখানে বন্ধু ক্ষুধার্ত; বান্ধবীরাও ক্ষুধার্ত–ক্ষুধার লাগামছাড়া জীবন
জমা হোতে থাকে ওদের–অব্যক্ত যন্ত্রণাতে–প্রেম-ঘাম-ক্ষুধা–
আমাদের অধ্যায়গুলি সকাল-দুপুর-বিকেল, রাত-নির্ভর বিপন্নতা;
যখন যাকে খুঁজি–পাইনা; যখন ডাকি–দূরে যেতে থাকে মায়াবী রাতরা
সকালকে ডাকলে–বিকেল হাজির হয়; সাঁজকে ডাকলে–
গভীর রাত কথা বলে॥

BANGLADARSHAN.COM

যখন চলে যাচ্ছো–যাও!

দুঃখ পাবো, যদি বলো কবিতাটাকে আবার লিখতে, নতুন করে,
বোষ্টমীকে বোলোনা–চাল ফুটানোর হাঁড়িটিকে পাল্টাতে;
পোড়া কাঠকে বোলোনা–মৃত্যুগুলোকে জড়ো করতে;
দুঃখ পাবো–আমি দুঃখ পাবো–যে কেড়ে নেয় সবকিছু, তাকে জেনে–
হৃদয়ের টুকরো-টাকরা বিচ্ছিন্ন লাশ গুলিকে
সময়ের রাস্তা দিয়ে নতুন করে জোড়াতালি না দিতে;
না'হলে আবর্জনা গুলো নতুন করে জড়ো হোয়ে–স্লোগান তুলবে–
না'হলে বোধে-চেতনায় মেদবদ্ধ হতে থাকবে–
নদীতে নোঙর ফেলবে-না কেউ!
দগ্ধ কাঠ-ই কবিতা লেখে–লেখে অন্যরকম;
তোমরা কেউ কেউ বোঝো না অথবা বুঝতে চেষ্টা করো না
ইতিহাস হতে গেলে–তোমাকে শুনতে হবে–এক্ এক্ করে–
নীল আকাশের গোপন ব্যথা; শুনতে হবে–নদীর চামড়ায় দগ্‌দগে
ক্ষতের জড়ো করা ক্ষতের কান্না; সবুজ গাছ-গাছালির চিৎকার;
তুমি শুধু জেনে গেলে–হৃদয়টাকে এফোংড়-ওফোঁড় করে সুই দিয়ে
সেলাই করে–আমরা কেউ কেউ বাঁচি–তাই, ইতিহাস হলে–
যেখানেই থাকো–অভুক্ত থেকো না; ছন্নছাড়া শব্দগুলো সানিয়ে নিও–
রঙ-তুলি-কাঁচা-পাকা শব্দগুলি যখন আছে–আমরা আরো বাঁচবো!
দুঃখ পাবো–আবার এসো, জানি, যেখানে গেলে–ফেরে না কেউ!
তবু, খোলা রাখি, আমাদের দরজাগুলি–খোলা রাখি, জানলাগুলি।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলা, মা আমার

লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

মাথা উঁচু করে গ্রামের আলপথ ধরে
হেঁটে চলেছ,
হেঁটে চলেছ রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতনের ধূলিমাখা পথে
সপ্তপর্ণী হাতে
যেন এইমাত্র স্নান সেরে পুণ্যব্রতা তুমি
ভিজে কাপড়ে উঠে আসছ পুকুর পাড়ে
রেকাব হাতে ভরা আছে ভালোবাসার শিউলিফুল।

আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি আমার শৈশবকে
অকৃত্রিম স্মৃতিতে ভরে আছে এখনো আদিগন্ত সবুজ ধানখেত
পাঠশালা, তাল-তমালের সারি, জল থৈ থৈ পুকুর,
চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত মানুষের পায়ের ছাপ
আর পারস্পরিক সুখ-দুঃখের বারমেসে কাহিনি।

BANGLADARSHAN.COM

জননী আমার, জানি বিশ্বায়নের কালো হাত
এখনো শিকড় ছোঁয়নি
নিশ্চিত জানি, যুদ্ধ কিংবা সন্ত্রাসের কুটিল ছোবল
এখনো নিশ্চিহ্ন করেনি কলমিলতা, শুশ্নি শাক
নক্‌শিকাঁথার গন্ধ,
এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি প্রিয় অক্ষরমালা,
ঘোর আঁধারে এখনও পাই রবীন্দ্রনাথ।

বিরুদ্ধ বাতাসেও
নিশ্চিহ্ন হয়নি মানুষের ভালোবাসা, প্রেম
যাবতীয় প্রাণের বন্ধন।

উড়াল পাখির খোঁজে

তুমি যে দিকেই তাকাও
অত সহজে দৃষ্টিপথ ছোঁবে না আকাশ,
তুমি যে দিকেই যাও
অত সহজে চৌকাঠ দেবে না ছেড়ে পথ,
তবুও যেতে যেতে নদী থামায় না গান
দৈব অহংকার ভেঙে বেহুলাও গাঙুরের জলে
ভাসায় কলার মান্দাস।

কথা ছিল মানুষের মুখ মানুষের দিকে ফেরানোর
তবু অনেক কিছুই আগের মতো নেই,
আঁধারই জানে তার বুকে ঘোরে ফেরে কিসের ছায়া
যদিও জানি, রোদ এসে ছুঁয়ে দিল
মোমের মতো গলে পড়ে যত কুহকী মায়া।

BANGLADARSHAN.COM

নির্ভরতা চাও যদি পায়েতে মেলাও পা,
ডানা ঝাপটাচ্ছে আকাশের উড়াল পাখিরা
যদিও জানি সাগরকে ডাকলেই নদী বাড়ায় হাত,
পাহাড়কে খুঁজলেই কালো গাভীর মতো মেঘ ঘটায় বৃষ্টিপাত
এই বাড়ালাম হাত, হাতেতে রাখো হাত।

কিছু বাছাই নুড়ি

পথে দেখা হল ককোলাত পাহাড়ের সাথে
দেখে হল নৃত্যরতা রূপসী পাহাড়ী জলপ্রপাত এক,
কর্কশ ভালোবাসার মাঝে এক ঝাঁক উড়ন্ত গাঙচিল যেন।
চারপাশ উর্দ্ধবাহু শালপ্রাংশু বৃক্ষরাজি সার সার,
আদিম প্রত্নচিহ্ন বুকে পাথুরে দেওয়াল আকাশচুম্বী।

হৈ হৈ করে নেমে পড়ল জলে সবাই
চাতক পাখির মতো ডানা মেলে আমিও।
চাপা আবেগে যখন মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি পাগলা ঝোরার চপলতাকে,
দুরন্ত জলধারার উৎস খুঁজে নিতে
কি এক নেশায় পাথরের পর পাথর টপকাতে থাকল কেউ কেউ।
চঞ্চল চড়ুই-এর মতো একটা মেয়ে
পাহাড়ের সেই মাথা থেকে উচ্চকণ্ঠে জানান দিল:
'এই তো আমি।'

BANGLADARSHAN.COM

সব কিছু ঘটছিল চোখের সামনে–
পর্যটকের দৃষ্টি নিয়ে একমুখ হাসিতে শুধু তুমি
ছেলে পাশে
উপভোগ করছিলে এইসব দৃশ্যাবলি
আর মাঝে-মধ্যে আলতো ছোঁয়ায় কুড়িয়ে নিচ্ছিলে
কিছু বাছাই নুড়ি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

সত্য তুমি সুন্দর তুমি
তুমি পৃথিবীর কবি,
ধরিত্রীর প্রতি ধূলিকণায় জাগে তোমার জয়গান
তুমি মানুষের কবি।
ঝড়-ঝঞ্ঝায় কিম্বা রৌদ্রের খরতাপে
জীবন যখন দুর্বিসহ,
তোমার কাছে দাঁড়াই তোমারই করুণাধারায়
সিক্ত হবো বলে।
তুমি বড় আশ্রয় আমাদের,
তোমার সৃষ্টির স্পর্শে
সমস্ত যন্ত্রণায় তুমি হয়ে ওঠো বিশল্যকরণী।
আমাদের জীবনে
বনস্পতির মতো মেলে দাও নিজেকে–
শেখালে, জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে ব্যর্থ হবে প্রাণের পসরা।

জীবনের ঘোর অমানিশায়
ধ্রুবতারার মতো জ্বলো আমাদের আকাশে
অন্ধকার কেটে দিশা পাই আলোর,
সূর্যমুখী পাখিদের মতো ডানায় ডানায়
আমরা এখনও ছুঁতে পাই
কবি, তোমাকেই।

কালের অনন্ত প্রবাহে
অন্তরের অন্তস্থলে জেগে থাকো তুমি,
কে তোমাকে ব্রাত্য রাখে
যেখানে নিত্য জাগে প্রাণের উৎসব!

BANGLADARSHAN.COM

চরৈবেতি

চলতে চলতে যায় না থামা
নদী তাই থামতে জানে না,
অবিরল কল্‌কল্‌ শব্দে তার চলা।
আকাশের বুকে মেঘেদের চলা ভিসাহীন পাশপোর্টহীন
দেশে-দেশান্তরে। ঠিক পাখির মতো।
এদের কাছে শিখে নিই জীবনের মন্ত্রখানি: ‘চরৈবেতি।’

আকাশের রঙ লাগে নদীর জলে
সূর্যের আলোয় আলোয় মেঘেদের হকের খেলা
শিকড়ের কথা নিয়ে বৃক্ষ শুধু তাকিয়ে থাকে
নদী আর মেয়েদের দিকে।

পাখির ডানায় ছুঁয়ে থাকে এক অচিন্‌ ঠিকানা
বৃক্ষের সঙ্গে যাবতীয় কথকতা আজন্ম গাঁথা তার শরীরে,
তবু অবিরাম চলাটুকু তার সেতারে তোলে সুর–
এইটুকু নিয়ে সুখে-দুখে হাতে হাত রেখে পাশাপাশি থাকি
বৃক্ষের মতো। বৃক্ষের সখ্যতা নিয়ে বাঁচি
ঠিক নদীর মতো
ঠিক মেঘেদের মতো।

এদের কাছেই শিখে নিই জীবনের অমোঘ মন্ত্রখানি: ‘চরৈবেতি।’

BANGLADARSHAN.COM

এই বাংলায়...

পরিতোষ সামন্ত

মাতৃ জঠরে জন্ম নিয়ে একদিন আমোদে উল্লাসে
পৃথিবীর মুখ আমি দেখেছি এই বাংলায়,
মাতৃক্রোড়ে করেছি ক্রন্দন, কভু হাসি মুখে–
ভরিয়েছি গুরুজনের কোল আমাদের রশি টেনে;
কৌতূহল চোখে তাকিয়ে দেখেছি গাছ, লতাপাতা,
নির্মল বায়ু সেবনে বেড়েছে আমার তনু মন।
হাঁটি হাঁটি পা ফেলে ব্যতিব্যস্ত করেছি অগ্রজকে
নানাভাবে হাসি-কান্নায় সুখে-দুঃখে কেটেছে শৈশব–
এই বাংলায় পলে পলে ক্ষণে ক্ষণে অবলীলাক্রমে,
জমেছে কত ঘাত প্রতিঘাত সরবে নীরবে এ ধরায়।

ভোরের পাখির কূজনে সবার আগে ভেঙেছে ঘুম,
কখনো পিতা-মাতার কোলে ঢেকেছি আমার মুখ,
করেছি চুম্বন খুশীমত দিনে রাতে স্নেহ পেতে।
পেয়েছি এ হৃদয় মাঝে অনাকাঙ্খিত সুখ,
আম জাম বট কাঠালের গাছের নীচে বসে
মেতেছি খেলায় সবে মিলে সারা বেলা;
সোনালী ধানক্ষেতের ঢেউ হৃদয়ে দিয়েছে দোলা,
মধুকর নেচে নেচে দ্যাখায়েছে নানা খেলা–
মধু আহোরণে, সারাবেলা কেটেছে খুশীতে
প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে উল্লসিত হয়ে এই বাংলায়।

এই বাংলায় প্রিয়ার সাথে কেটেছে দিন নানা ছলে
নূপুর কিনে দিয়েছি তার আলতাভরা পায়;
খুশীর জোয়ারে মেতেছি বহুদিন যৌবনের আলিঙ্গনে,
প্রেমাবেশে দিয়েছি নিজেকে বিসর্জন তার তনু মনে,
ভাবিনি তার মূল্যটা কতখানি, কত স্বাধীন এই বাংলায়
কপোত-কপোতী যেমন উড়ে আকাশে মেলে ডানায়;
সেসব স্মৃতি আজ ভাসে হৃদয়ে আমার অবলীলায়

BANGLADARSHAN.COM

দিনে-রাতে নির্জনে বসে বাতায়নে এই বাংলায়।
একদিন চলে যাবো কোন দূর দেশে অজান্তে
আমাকে ভুলে যাবে আগামীর কুশীলব প্রিয়জন,
পুষ্পসম যদি রেখে যেতে পারি কথার ডালি,
সুগন্ধ বিলায়ে তা একদিন সমাজে ফুটাবে আলো,
সেদিন জানিবে চিনিবে আমারে প্রিয় সাথী করে,
মনে প্রাণে বেঁচে রব তাহাদের মাঝে মহান হয়ে
চিরকাল বেঁচে রব মহৎ কর্মের আড়ালে;
এই বাংলা বলবে সেদিন কত ভালো, জানিবে তোমরা।

BANGLADARSHAN.COM

সুন্দরবনের মানুষ

শহুরে উগ্র আধুনিকতা থেকে দূরে
ওরা সহজ সরল ভাবে দিন কাটায়,
নদীবক্ষে ভেসে ভেসে ভেলায় চড়ে;
কখনও মাঠে ঘাটে কর্মব্যস্ততায়
জীবনের পলে পলে আলো-অন্ধকারে।

জিলিপির প্যাচের কথায় ওরা অবুঝ
কখনও আঁকড়ে ধরেনি মিথ্যার বেশাতি,
পরনে পোশাকে আচরণে চিরসবুজ
হৃদয়ে অমলিন ভালোবাসায় মাতি
ভদ্রতা নম্রতা লয়ে কাটায় দিবা-রাতি।

গরান-গেঁওয়া সুন্দরীকে নিয়ে সাথে
আমোদে উল্লাসে বনবিবিকে নিয়ে মাতে;
পৌষ পার্বনে পিঠেপুলির স্বাদে,
কিংবা মকর সংক্রান্তিতে সাগর মেলাতে
ওদের জীবনে বহে খুশীর বার্তা বিষাদে।

জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ দেখে নহে ভীত,
নানা ছলাকলায় নিজেকে না জড়িয়ে
মানবতার সবুজ নিশান তুলে নিজ হাতে
ওরা স্নিগ্ধ আঁখি মেলে দ্যাখে রশ্মি প্রভাতে
শ্রেষ্ঠত্বের আসন বার বার পেতে মাতে।

বছরের পর বছর ঘুরে যায়, বলে যায়—
নীলাকাশে ওরা দ্যাখে চাঁদ ও তারা রাতে;
কুয়াশা ভরা দিনে দ্যাখে গোধুলি ক্ষণ,
ওরা শক্তকে করে হজম, নরমের ভক্ত নয়,
স্ব-মহিমায় নিজেকে তুলে ধরতে চায় গরিমায়
নির্মল-নির্ভেজাল রঙীন পুষ্পসম এ ধরায়।

BANGLADARSHAN.COM

অমর প্রেম

আমি তো যাইনি হারিয়ে এ ধরায়
তোমার অপেক্ষায় দিনগুলি বারবার,
রাতের অন্ধকারে খুঁজেছি কতবার,
দাওনি দেখা এক পলকে আমায়।
ভাঙে দিবাস্বপ্ন গড়তে সুন্দর সংসার,
তুমি তন্বী রমণী অবগুণ্ঠনহীন চপলা,
ঠমকি ঠমকি চালে কেড়েছ হৃদয়,
আয়ত চোখের হরিণী সেজে,
স্বপ্নের সহচরী হয়ে আমাকে
নিয়ে গ্যাছো নিবিড় প্রেমালোকে

বসন্তের প্রস্ফুটিত ফুলে, নদীকূলে,
তোমার অবয়ব ভাসে আমার হৃদয়ে;
আসন্ন উৎসবে তোমাকে নিয়ে
যে ছবি এঁকেছি একাকী, তা তো–
চরম তৃপ্তি দেবে সবার তনু মনে।
হেঁটে চলি পরিশ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত মনে,
বিভ্রান্তি দিলে সাড়া, করি তাড়া–
তোমাকে পেতে সর্বত্র একান্ত মননে।
ভুলি না কখনও তোমার ভালোবাসা;
তাই চির অনুরাগে মরে এ মন,
তুমি তো আমার অন্য কেউ নয় এ ভুবনে,
তুমি যে আমার একান্ত আপন,
আমার অমর প্রেম।

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে

তোমাকে দেখেছি বৈকালে
চৌরাস্তার মোড়ে কলতলায়,
এলোমেলো কেশ, কলসি কাঁখে,
ভরতে জল নির্দ্বিধায়।

আমাকে দেখে আড়চোখে চেয়ে
ভেবেছিলে কিছু কথা,
যে কথা বলা হয়েছিল দু'জনে
আজ তা যে হৃদয়ে গাঁথা।

পড়ছিল জল কলসির মাঝে
তুমি ছিলে তখন আনমনে,
জানি আমাকে ভুলবে না তুমি
কোথাও কখনও এ ভুবনে।

BANGLADARSHAN.COM

আলতো ছোঁয়ায় মৃদু হেসে
করেছিল সাথে আলাপন,
হৃদয়ে কোন সে আবেশ বশে
দেখেছি তোমার দু'টি নয়ন।

রজনীগন্ধার আছে মালা গাঁথা
তোমাকে পরাতে অনেক আগে,
জানি তুমি আসবে এ জীর্ণালয়ে,
গোপনে কথাটি বলেছ অনুরাগে।

শুধু চাওয়া আর কাছে পাওয়ায়
মেতে আছে এমন সর্বক্ষণ,
হে প্রেমিক, দেখা দিও প্রেমালোকে,
পথ চেয়ে, তুমি যে আমার চির আপন।

॥সমাপ্ত॥